অমৃত-মদিরা।

ম্যানেজার—ষ্টার থিয়েটার,

বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির লেখক

শ্রীঅমৃতলাল বসু

প্রণীত।

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"

"পূরিবে কীটের পেট, কিছু বা পাঠাবে ভেট,

পড়িলে পড়িতে পারে কোন সুলোচনা।"

কার্ত্তিক

জগদ্ধাত্রীপূজোৎসব।

১৩১০।

প্রকাশক—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিকাল্ লাইব্রেরী,

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

N.S.B.
Acc. No. 8537
Date 22.4.96
Item No. B/B 4393
Don. by

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন

"কালিকাযন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শুদ্ধি-বিধান।

পৃষ্ঠা।		পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১১১	...	১৫	ধারে	ধোরে
১৭৫	...	৬	ন-ইংরাজ-	ন ইংরাজ,

পাঠকের প্রতি।

যখন আমি দৃষ্টিহারা,—সাজ্ঘাতিক রোগকারার যন্ত্রণাময় আলস্যের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতাম, এই গ্রন্থগত কবিতাগুলি তখন আমার "গেলুম রে মলুম রে", "কি কল্লেম কি হারালেম", "কেমন করে' দিন কাটে", "দয়াময়, আজকের রাতটা পুইয়ে দাও" প্রভৃতির প্রতিনিধি হইয়াছিল। তখন কি আমি আশা করিয়াছিলাম যে, মুদ্রাকর আবার তাহার কারু-করে এগুলিকে বেশভূষা পরাইবে,—লোকসমাজের আদর-অবহেলার ভিতরে ইহারা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইবে, আর আমি জীবিত থাকিয়া তাহা দেখিয়া-শুনিয়া যাইব! দৈব এমন সময়ে সিমুলীয়া-নিবাসী সুপণ্ডিত সুরসিক সুহৃদ্‌বৎসল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের চরণ-দুখানি আমার মস্তকের নিকট আনিয়া দিলেন। তিনি আমায় চক্ষে দেখিলেন, আমি তাঁহাকে বক্ষে দেখিলাম ;—প্রথম মিলনের শুভক্ষণেই অনুরাগের পবিত্রসূত্রে দুইটি হৃদয় বাঁধিয়া গেল।

যাহাকে যখন পাইয়াছি,—কোনরূপে যে আমার রসনার ভাষাকে অক্ষরের আকার দিতে পারিয়াছে, তাহাকে দিয়াই

আমি রাশীকৃত খণ্ড খণ্ড কাগজ পূরাইয়া রাখিয়াছিলাম ;—সুহৃদ্বর প্রভুপাদ সেই গোলোকধাঁদার মধ্য হইতে অক্রবক্র-চক্রাকার অক্ষরগুলিকে বাছিয়া-গুছিয়া ছাঁটিয়া-কাটিয়া মুদ্রাকরের কার্য্যোপযোগী করিয়া দিতে স্বতঃস্বীকৃত হইলেন। সেই অবধি প্রায় ছয়মাস হইল, তিনি নিজের বিস্তর কার্য্যক্ষতি অঙ্গীকার করিয়া, দারুণ বরষার দিনেও আমার রোগশয্যার পার্শ্বে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরাধিক রাত্রি অতীত করিয়া এই দীন কবিতাগুলিকে গ্রন্থের আকার দিয়াছেন। শুদ্ধ বর্ণাশুদ্ধি-সংশোধন নহে,—যেখানে আমার ভাব স্পষ্ট হয় নাই, ভাষায় দোষ দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থ নষ্ট-প্রায় হইবার উপক্রম করিয়াছে,—গোস্বামি-মহাশয় বারবার পাঠ করিয়া,—বারবার তাহা আমাকে শুনাইয়া, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিচার,—তন্ন-তন্ন অনুসন্ধানে, সেই সকল স্থান সুধীসজ্জনের গ্রহণোপযোগী করিয়া লইয়াছেন।

যখন সেই কমললোচনের করুণায় আমার নষ্টচক্ষু আবার স্পষ্ট হইল,—যখন সেই বিচিত্র হস্তলিপির স্তূপের সহিত সুন্দর মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি মিলাইয়া দেখিলাম, তখন আমি একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইয়া পড়িলাম। গোস্বামি-প্রভু যে আমার পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; কেন না, সাহিত্যজগতে ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, হইতেছে,—এবং কায়মনে কামনা করি, ভবিষ্যতেও বহু বহু বৎসর ধরিয়া,—

হইতে থাকিবে ;—কিন্তু মনে হইল যে, কে আমি, আর আমার এ লেখা থাকিলেই বা কি, গেলেই বা কি ?—তবে এ পরিশ্রম তিনি কেন করিলেন ? এ প্রেম,—সাহিত্য না দুর্ব্বল—কাহার প্রতি ? গোস্বামিপাদ বাণীরই হউন, আর দীনেরই হউন, আমার হৃদয়ে বরণীয় এবং (পারি যদি) চিরস্মরণীয়।

সদ্যোজাগ্রত কৃতজ্ঞতায় কাল কালিচাপা দিতে না দিতে আরও গুটিকয়েক নাম এইখানে উল্লেখ করিয়া যাই। ননী, শশী এবং ষ্টারের পাণ্ডুলিপিলেখক স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত রামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়,—ইঁহাদিগকে আমি—দিন নাই, রাত নাই—লেখাইয়া লেখাইয়া যথেষ্টই কষ্ট দিয়াছি।—যতগুলি ছাপা হইল, প্রায় আর-এতগুলি কবিতা ইঁহাদের লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে মজুত আছে।—অসিও একএকদিন দুষ্টুমি ছাড়িয়া আমার কাছে বসিয়া লেখকের কর্ম্ম করিয়াছেন। হরিবাবু, অমৃত, অক্ষয়, মহেন্দ্র, শ্রীযুত সুরেশ সমাজপতি, জেনারল্ এসেম্ব্লির অধ্যাপক শ্রীমান্ মন্মথমোহন বসু বি. এ., অর্দ্ধেন্দুর পুত্র ব্যোমকেশ এবং আরও দুইচারিজন আত্মীয় আমার সেই দুঃসময়ে বিরাগ-বিরক্তি চাপিয়া-রাখিয়া এই সকল কবিতা শুনিতেন এবং প্রশংসা করিয়া আমাকে আমোদ ও প্রবোধ দিতেন।

তার পর কালিকাপ্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং মেশার্জ্ জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর কলিকাতা-আপিসের বড়বাবু আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়;—কাগজ, কালি ও ছাপা দেখিয়া, ইঁহারা আমার কত-যে ধন্যবাদের পাত্র, সৌন্দর্য্যপ্রিয় সহৃদয় সুধী-সমাজ তাহা বুঝিয়া লইবেন।

এইবার গুরুদাসবাবু।—যাঁহাকে প্রকাশকের দায়িত্ব দিবার সময় আমি অনুমতিরও অপেক্ষা রাখি নাই, বুঝিবেন—তাঁহার উপর আমার কতটা স্নেহের জোর।

শেষ যে বড় মুস্কিলে পড়িলাম!—যে সকল রসিক-রসিকা আমার লেখার প্রশংসা করিবেন এবং যে সকল উদার পাঠক-পাঠিকা আমার তেরশত ছয়খানি পুস্তক তিনমাসের মধ্যে ক্রয় করিয়া আমার পুত্র-পরিবার ও পাওনাদারগণকে চিরবাধিত করিবেন, তাঁহাদের সেই সারবান্ প্রেমের ঋণ কথায় আমি কথন্ পরিশোধ করিব?—এথন, না দ্বিতীয় সংস্করণে?

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সূচী।

১। সরস্বতী
২। অঞ্জলি
৩। নিবেদন
৪। বিশ্বনাথ ৯
৫। নান্দী ১০
* ৬। ক্ষুধাতুরের খেদ ১৫
৭। দিল্লীর বাসকসজ্জা ১৮
৮। সঙ্গীতসমাজের নিমন্ত্রণে—
R. S. V. P. ২৫
৯। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৩০
* ১০। স্মৃতির আদর ৩৩
১১। গ্রাম্য বীরাঙ্গনা ৩৭
১২। কালিকা ৪৮
১৩। দুর্গা ৪৯
১৪। জগদ্ধাত্রী ৫০
১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০
১৬। অভিষেক-দরবার ৫২
১৭। সোহাগিনী ৬২

১৮।	শনিবারের বারবেলা	৬৩
১৯।	কাক	৬৮
২০।	নবীনচন্দ্র সেন	৭১
২১।	দলপতির দরবারে	৭৫
২২।	লোকনাথ মৈত্র	৭৯
২৩।	মল্	৮৪
২৪।	হারাণচন্দ্র রক্ষিত	৮৯
২৫।	তালের তত্ত্ব	৯৩
২৬।	শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকবি	৯৮
২৭।	শ্রীশ্রীমদনমোহন	১০০
২৮।	শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ	১০২
২৯।	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ	১০৫
৩০।	বালবিধবা	১০৯
৩১।	কাশীস্তোত্র	১১৮
৩২।	নটনাথ	১২২
৩৩।	হরিদাস	১২৬
৩৪।	যুগলমন্ত্র [বশীকরণ ও মারণ]	১২৮
৩৫।	দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	১৩৫
† ৩৬।	হেমচন্দ্রের মুক্তি	১৩৮
	সৎকার	১৪০
† ৩৭।	বঙ্গের আর-এক রঙ্গ ...	১৪৩
৩৮।	কোথা গেলে বিনোদিনি	১৪৬
৩৯।	নগরের বিবাহ	১৪৯

৪০। আদর্শ-কবিতা [বিদ্যালয়ের পাঠ্য]—
১নং। নদী ১৫৭
২নং। ঝড় ১৫৮
৩নং। ছাত্রগণের কর্ত্তব্য ১৫৯
৪১। বিড়াল ও বাঙালী ১৬১
৪২। মান ১৬৪
৪৩। কিসে মন পাই? ১৬৬
৪৪। ব্যাঘ্র-বক মহাকাব্য ১৭৩
৪৫। রোষবিহ্বলা ১৭৮
৪৬। বিরহ ১৭৯
৪৭। শ্রীমতীর অভিসার ১৮৩
৪৮। উন্মত্তা ১৮৭
৪৯। রূপবর্ণনা ১৯১
৫০। রোগশয্যায় ১৯৪
৫১। মহারাজা স্যার্ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ... ১৯৮
৫২। অবসাদ ২০৩
৫৩। সমুদ্রবক্ষে ২০৫
৫৪। পতি ২১০
৫৫। স্নানান্তে ২১২
৫৬। ঋতুবর্ত্তন ২১৩
৫৭। দরবারে—প্রভাতবর্ণন ২২০
* ৫৮। অন্তঃপুরে উদ্দীপনা ২২১
৫৯। নববর্ষ ২২২
৬০। ইন্দ্রজাল ২২৫

৬১। নটনীতি … … … ২২৭

৬২। অমৃত-মদিরা … … ২৩৪

¶ ৬৩। নূতন জীবন … … ২৬৭

পরিশিষ্ট—

উদ্দেশ-বিবৃতি … … ২৭৩

☞ চিহ্নিতগুলি ছাড়া এই গ্রন্থগত আর সকল কবিতাই গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অন্ধাবস্থায়, অনেকগুলিই আবার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থায় রচিত। ষ্টারচিহ্নিত কয়টি কবিতা তাঁহার বহুপূর্ব্বের লেখা; আর ক্রস্‌চিহ্নিত কয়টি তিনি চক্ষু কাটাইবার পর,—বদ্ধচক্ষু, সুতরাং অন্ধাবস্থাতেই,—আবৃত্তি করেন। ¶-চিহ্নিতটি অবশ্য চক্ষু খুলিয়া দিবার দিন রচিত।

সরস্বতী।

বিশ্ববিমোহন মুখ কবিতার খনি।
    মৃদুমৃদু ফোটে তায় সঙ্গীতের ধ্বনি ॥
ঢলঢল নেত্রপত্রে উজ্জ্বল কজ্জল।
    প্রবাল-অধরে চারু কলা ঢলঢল ॥
আলস্যে ললিত লাস্য হাস্যে নাট্যছল।
    পীযূষপূরিত স্তনে মুক্তা ঝলমল ॥
কভু করে বীণা বাজে কভু পুঁথি রাজে।
    সিতাঙ্গ শোভিয়া সূক্ষ্ম সিতবাস সাজে ॥
বঙ্কিম-ভঙ্গিম ঠাম বেণী দলমল।
    অমল কমলে ধরা চরণকমল ॥
কবিমনবিনোদিনি রাখ বাণি পায়।
    মানসে কল্পনা দাও মধু রসনায় ॥

অঞ্জলি।

আমার এ ফুলহার, কারে দিব উপহার,
সেঁউতি শেফালি নেবে কে করে' আদর।
মণ্টোক্রিষ্টো পল্‌নিরো, এখন ফুলের হিরো,
প্রকাণ্ড অর্কিড্‌গুচ্ছ কাঞ্চনের দর॥
ফোটেনি কাঁচের ঘরে, গ্যালারিতে স্তরে স্তরে,
অতসী শিরীষ জুঁই কামিনী বকুল।
কুসুমবিজ্ঞান শিখে, টিকিটেতে নাম লিখে,
রাখেনি চীনের টবে গ্রাম্য ফুলকুল॥
চামেলি চাল্‌তা চাঁপা, ছোঁবে কিগো মামা পাপা,
'মিসি' কি নেবে গো দিশি করবী কাঞ্চন।
শুনিয়ে গুঞ্জরে অলি, তুলেছি গো কৃষ্ণকলি,
গন্ধরাজ স্থলপদ্ম দেবের বাঞ্ছন॥
টগর অপরাজিতা, লজ্জাবতী ভয়ে ভীতা,
কমল কুমুদদল সাজান পুকুর।
মালতী মল্লিকা গাঁদা, বন্য-ভাঁট তোড়া-বাঁধা,
কেতকী ঝুম্‌কো বেলা বাসে ভরপূর॥

সূর্য্যমুখী ভরাগন্ধ, কুন্দ যে নয়নানন্দ,
জবা বক নিশিগন্ধা মানসমোহন।
সব হ'ল পুরাতন, বিদেশী পাহাড় বন,
কুসুমকানন বঙ্গে রচেছে নূতন ॥
ফুটিত বিলাতি মাঠে, এখন স্ফটিক-টাটে,
জাঁকাল নামের ঠাটে বাড়ায় বিলাস।
জীবিত শিক্ষিতদল, চায় না গো পরিমল,
মাধবী রমণে মম নাহি অভিলাষ ॥
স্মরি কালীকৃষ্ণ নাম, পিতামহ স্নেহধাম,
আমার সাধের 'দাদা' আদরে পাগল।
তুমি গেছ অমরায়, 'পুষ্পাঞ্জলি' যথা যায়,
ভালবেসে ঢেলে দিই দিশি ফুলদল ॥

নিবেদন।

নাহি মনে উচ্চ আশ, মহাকাব্য-গিরিবাস,
মধুদত্তপাশে বসি নাহিক প্রয়াস।
না চাহি হেমের সনে, নাচিতে বৃত্রের রণে,
নবীন-নয়নে কিম্বা দেখিতে প্রভাস॥
নববঙ্গে রঙ্গলাল, খুঁজি ক্ষত্র-তরোয়াল,
মাতালে বাদল-বীরে চিতোরসমরে।
কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাবে অত জোর,
মাসতে পশিতে ধীরে আগুপাছু করে॥
কবীন্দ্র সুরেন্দ্র বিনা, কে আর বাঁধিবে বীণা,
মহীয়সী মহিলার গাহিতে মহিমা।
ব্রাহ্মণ বিহারী বই, আর ভাগ্যধর কই,
শুভদা সারদা যাঁর প্রেমের প্রতিমা॥
রবির মেঘলা করে, দীন-স্নায়ু ক্ষীণ করে,
যাই না হিমের ডরে ফিন্-জোছনায়।
নিজের গিয়েছে চোখ, "চোখ গেল" বলে' শোক,
বড়ই বাড়ায় ডেকে পাপিয়া-ছানায়॥
স্মরি কৃত্তিবাস নাম, এস কবি কাশীরাম,
কর্ণেতে ঝঙ্কার কর শ্রীকবিকঙ্কণ।

আনন্দগরবভরে, শেষে যায় ছাপাঘরে,
রসাতে রসিকমন এ রসপ্রচার ॥
ছাপার ভূতের গতি, করিতে দিলেন মতি,
গোস্বামী বলাই চাঁদ মিত্রবর এসে।
তাঁহার যতন বিনা, আমার কবিতা দীনা,
সমাজে দিত না দেখা এ সুরম্য বেশে ॥
শুনিয়াছি অশ্রুজল, স্বরগের মুক্তাফল,
দেবের অধর হ'তে মর্ত্ত্যে হাসি ঝরে।
ভেদ করি আঁখি-তারা, ছুটেছে যে অশ্রুধারা,
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ইহার বিহরে ॥
হৃদয়ের মসি নাশি', ফুটেছে যে হাঁসিরাশি,
ভালবাসা মিশাইয়ে গাঁথি এই হার।
বটে এ আমার মালা, আমার আঁধার আলা,
সোনাক্ষয় শোভা হয় উভয় আমার ॥
তুলিলে পরের গলে, পরদুঃখসুখে গলে',
এমন তো দেখে পরে পর-অলঙ্কার।
কবিতার অলঙ্কার, নয়নের যোগ্য তা'র,
অধিকারভেদে হৃদি নাহি দোলে যার।
আনন্দ হেরিয়ে শোভা শুনিয়ে ঝঙ্কার ॥

অমৃত-মদিরা।

বিশ্বনাথ।

এই বিশ্ব রম্য দৃশ্য ঈশ্বরের কারখানা।
ফেরে-ঘোরে দূরে দূরে যোগে কিন্তু তার টানা॥
রোজ তাজা রবি রাজা বসে' থাকে মাঝখানে।
গ্রহগণ যে যেমন নিজ নিজ কাজ জানে॥
হ'লে রাতি জ্বালে বাতি চাঁদা-মামা ধার করে'।
নভ হেসে নীল কেশে তারা তুলে' হার পরে॥
আছে ধরা ধরাভরা নদ হ্রদ বন গিরি।
সিন্ধুকায় দেখে' যায় নাস্তিকের মন ফিরি॥
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ধায় গান ধরে'।
ফোটে ফুল অলিকুল মধু লুটে' পান করে॥
জবা যায় কালীপায় স্বর্গবাস-আশ-ভরে।
চাঁপা এসে কালো কেশে খোঁপা ঘিরে বাস করে॥

প্রেমে বংশমান ভুলে, পাতের আহার তুলে,
করেন হোটেল খুলে কালোরে বিক্রয় ॥
স্নান করি গঙ্গাজলে, পাছে হয় 'গঙ্গাজোলে',
গঙ্গা ছাঁকি জল তুলে আনে চোঙা নলে।
সাজিয়ে জলের ভারি, বেচেন তৃষ্ণার বারি,
কল নেড়ে কটা-দেড়ে বাঁচে অন্নজলে ॥
দেখে' বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশ্যবিদ্যা পায় লয়,
হয়েন অবশ্যপোষ্য ব্রাহ্মণ বণিক্।
গৃহস্থ ছাড়িয়ে চাস, মুখস্থ পড়েন পাস্,
স্বাস্থ্যনাশ বারমাস ভোজন টনিক্ ॥
পুরাণো কপাটিখেলা, পালালো না পেয়ে প্যালা,
আসিল ফোলানো গোলা পোলা তোলে ঠ্যাঙ্।
কাঠি-দেহে আঁটি' জুট্, ছিটের ক্রিকেট্ সুট,
ছুটোছুটি গোঠে ছোটে খেতে ঘুষি ল্যাঙ্ ॥
পুষ্টিকর পুঁইঘণ্ট, পরিচয় দেয় কণ্ঠ,
ঘুরে' শির হন বীর শয্যায় ফিক্শচার।
ডাক্তারের পিলে বিলে, কোলাকুলি করে পীলে,
লিভারের সনে হয় ফিবার মিক্শচার ॥
বাত পিত্ত কফ নাড়ী, ঘুস্ড়ি পাঁচন জাড়ি,
দিয়েছে গলায় দড়ি পেয়ে অপযশ।

দিশি খাদ্য পরিচ্ছদ, দিশি বায়ু নদী নদ,
ঔষধ বিলাতি মদ পথ্য গোস্তরস ॥
বগলে গোঁজেন কাঠি, খগোলে বসান বাটি,
ভূগোলে চালায়ে নল হোলিখেলা হয়।
ডিক্রিদার এ ডাক্তার, ষোলো টাকা ডাক তাঁর,
শুনে হাঁকডাক তাঁর রোগী পায় ভয় ॥
ন্যায্য ধার্য্য মূল্য দিলে, বাজারে বিচার মিলে,
উকিলে বকিলে ভাল মকদ্দমা জিত।
অর্থী ক্ষেত্রী জমিদার, প্রত্যর্থী পূজারী মা'র,
বিচারক পিত্রু চাচা রজক নাপিত ॥
মামলা হইলে ফতে, পার্টিরা দাঁড়ান পথে,
আম্‌লাতে শাম্‌লাতে মাল ভাগাভাগি।
বিচারে বিমুগ্ধ মোহে, আসামী ফরি'দী দোঁহে,
কালীঘাটে যান হেঁটে ছেড়ে রাগারাগি ॥
ধনী প্রজা ধর্ম্মে মতি, না কাটেন বসুমতী,
তড়াগ দীর্ঘিকা কূপ না হয় খনন।
অবিশ্রান্ত চলে রেল্, পাছে পান্থ হয় ফেল্,
অতিথিশালার তাই নাহি প্রয়োজন ॥
এক্ষণে উদার প্রাণ, নাহি স্থানপরিমাণ,
চড়িয়া অর্ণবযান চলে' যান 'দান'।

তরঙ্গ করিয়া ভঙ্গ, চক্রাকার শুভ্র-অঙ্গ,
অপার-সাগর-পারে কোষাগার পান ॥
পুণ্যতরু বাড়ে কলে, বছরে দু'বার ফলে,
রাজ্য বিনা রাজা হয় শুয়ে বাহাদুর।
কবে হ'বে পরকাল, জ্বলে' যাবে হাড়ছাল,
বাতাসের দেহে স্বর্গ তাও বহুদূর ॥
হেন মহা-উপকারী, আপিসের অধিকারী,
মনিব মহৎ মন সেলামে মোলাম।
তাঁহার শ্রীপদে অদ্য, রচিয়া ত্রিপদী পদ্য,
প্রণমে অখাদ্যভোজী গরিব গোলাম ॥
বন্দে নান্দী রাখ মান, কর কথা প্রণিধান,
চুরুট-অধরে ফিরে চাও দয়াময়।
তুমি ধর্ম্ম-অবতার, কর্ম্ম দে'য়া তব ভার,
ভাল ভাল কর্ম্ম যেন সবাকার হয় ॥

ক্ষুধাতুরের খেদ।

[অনুকৃতিকৌতুক—Parody]

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!"

হেমচন্দ্র।

১

আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে।
জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারেবারে,
জঠরমাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে॥
আহার পাবার নয়, তবু কেন ক্ষুধা হয়,
জ্বলে যে জঠরানল কেমনে নিবাই রে।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে॥

২

ওই হাঁড়ি ওইখানে, এই স্থানে একমনে,
কত খাব মনে মনে কতদিন করেছি।
কতবার পিসীমার হাতানাড়া হেরেছি॥
সে পিসী নাহিক আর, হেঁসেল যে অন্ধকার,
কি আশ্বাসে পাত পেড়ে বসে আমি রয়েছি॥

৩

অন্তিম যখন তাঁর, বলিতেন বারবার,
ভাতের ভাবনা তোর কোনদিন হবে না।
ওরে দুষ্ট সূপকার, কি করিলি অভাগার,
কার ঝোল কারে দিলি আমার যে চলে না॥

৪

মেজবোর মানভয়ে, মেজদা নিদয় হ'য়ে,
আমার কাতর কান্না কানে নাহি তুলিল।
অভাগার অন্ন-আশা জন্মশোধ ঘুচিল॥

৫

হারাইনু পিসীমায়, ক্ষুধার্ত্ত-মার্জ্জার-প্রায়,
ধাইতে খাইতে হাঁড়ি ঘাড়ে লাঠি পড়িল।
মধ্যজ-জায়ার মুখে মৃদু হাঁসি ভাসিল॥
অন্ন হ'ল প্রাণাধার, অন্নচিন্তা চমৎকার,
অন্ন বিনে অক্ষিপথে সর্ষেফুল ফুটিল।
মেজবোর হাঁসি তায় হৃদে শেল বিঁধিল॥

৬

পিসীর হাতের পোঁতা, আমার পুঁয়ের লতা,
ডাঁটাভাবে দাসীমাগী ফাঁড়-পেটে পূরিল।
রসনার রস মম কস বেয়ে ঝরিল॥

৭

তদবধি অনশনে, হুঁকাহাতে অন্যমনে,
আছি বসে ভাবি শুধু উদরের ভাবনা।
'ভেবেও কি হ'বে ছাই তাও কিছু বুঝি না॥
অন্ন ধ্যান অন্ন জ্ঞান, অন্ন মান-অপমান,
ওরে বিধি তাও কিরে ভিক্ষা করে' পাব না?

৮

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুন ভোজ হলো,
দেখে বুক ফেটে গেল কিবা ভোজ দেখিলাম।
মরিতেছি আমি দুখে, সবাই গিলিছে সুখে,
দম্ ফেটে মরি হায় কিবা দায় ঠেকিলাম॥
শত নারী বারাণ্ডায়, নতমুখে ভাত খায়,
নীরব পূর্ণিতমুখী সপ্ সপ্ সপ্ রে,
একদৃষ্টে পাতপানে, চেয়ে সব নথাননে,
'অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে;'
রাঁধুনী দারুণ ঝাল ঝোলে বুঝি দেছে রে॥

৯

তারা দেখে পাতপানে, আমি গো তাদের পানে,
চিতহারা দুই পক্ষ বাক্য নাহি সরে রে।

হেনকালে অকস্মাৎ, "আর কার চাই ভাত,"
বলে' মেজগিন্নি আসি থালা ল'য়ে ফেরে রে ॥

১০

তেড়ে গে আঁচল ধরে', লইলাম থালা কেড়ে,
না শুনিনু কান পেতে যত গালি দিল রে।
বালাম আমার তুমি, মম পেটে লও জমি,
প্রতিদিন দুটি বেলা তোরে যেন পাই রে।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে ॥

দিল্লীর বাসকসজ্জা।

চুল বাঁধ গো দুয়োরাণী মলিন বসন ছাড়।
আঁচলখানা দিয়ে কতক গায়ের ধূলো ঝাড় ॥
গোসলখানায় আছে ধরা কলের গরম জল।
নলের তলায় বসুঝারায় নাইতে হবে চল ॥
কতকালের জটাজালে জড়িয়ে আছে কেশ।
দাওনি কাঁকুই আমলা বেসম্ পায়নি তেলের লেশ ॥
নাইক যতন মেঘের মতন তবু চুলের ঢাল।
দুলিয়ে দুলিয়ে কুলিয়ে দিতে ধরবে হাতে খাল ॥

আছে গোটা ধুঁতুল-সোঁটা সোডার গুঁড়ো সোপ্।
(আবার) চাঁচর চিকুর দেখ্‌বে মুকুর তাই হচ্ছে হোপ্॥
চরণযুগল ধুইয়ে দেছে নিত্যি যমুনা।
(নইলে) সকল অঙ্গে কালের সঙ্গে কালির নমুনা॥
(আজ) যতন করে' রতনমণি মাজ্‌বো সোনার কায়া।
শরৎশশী হাঁস্‌বে আবার সর্‌বে মেঘের ছায়া॥
কতকালের পরে শোন দিচ্ছি ভাল খবর।
সোনার সোহাগ তুল্‌বে তোমার খুঁড়ে ধূলোর কবর॥
যুগে যুগে ছিলে দেবী রাজার পাটেশ্বরী।
রূপের ছটায় গরবঘটায় চিরকিশোরী॥
(শুনে সে) কাঙালবেশে ধূলোয় ধূসর যেন হেলার জন।
(আজ) বাজ্‌লো তাই রাজার বুকে মজ্‌লো পতির মন॥
"ইন্দ্রপ্রস্থ রাহুগ্রস্ত দিল্লী আছি ভুলে।
কাঁদ্‌ছে শ্যামা প্রিয়তমা সেই যমুনার কূলে॥
(সবাই) চরণ ধরে' বরণ করে' ঘরের লক্ষ্মী সাজা।
(যার) ছত্রতলে দিল্লী জ্বলে (সে-ই) চক্রবর্ত্তী রাজা॥"
তাইতে তোমায় সাজিয়ে দিতে হেথায় এলেম রাণী।
খুল্‌ছে কপাল চাইছে ভূপাল তোল বদনখানি॥
টক্‌টকে তোর সীঁথির সিঁদূর চিহ্ন নাইকো মূলে।
এত গয়না গায়ে ধরে না কে নিলে গো খুলে॥

এয়ো তুমি ভারতভূমি যদিন ধরায় রবে।
হাতের নোয়া পায়ে দেছে কে শতেক-খোয়ার হবে॥
(যাক্) সে সব কথা কাজ কি তুলে চক্ষে এনে জল।
আজ যে আবার পড়্‌লো মনে অনেক ভাগ্যিফল॥
খাণ্ডব গেছে পাণ্ডব গেছে গেছে পৃথ্বীরাজ।
মোগল-পাঠান ডুব মেরেছে গোরার মাথায় তাজ॥
আস্‌বে নাকো আপনি সায়েব নায়েব দেবেন বার।
তুষার-অঙ্গ-বৃটন-সঙ্গ ছাড়্‌তে মানা তাঁর॥
হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কাঁদ্‌লে কেন ভাস্‌লে নয়নজলে।
বদ্‌লি দিয়ে বিয়ে ওঁদের রাজার ঘরে চলে॥
নায়েব যিনি শুন্‌ছি তিনি সুজন অতিশয়।
কুজন যারা হিংসে-ভরা তারাই কুজন কয়॥
দেখ্‌তে সরেস কিশোর বয়েস প্রেমটা পুরাতনে।
বাদ্‌শাই নজর মেজাজ জবর ধনী বিদ্যাধনে॥
পুণ্য অর্জ্জন লাট কর্জ্জন করুন রাশিরাশি।
ফুটিয়ে দিয়ে পুরোণো ঠোঁটে প্রাণখোলসা হাঁসি॥
নূতন রাজা বিলেত-বাসে বসে' সিংহাসনে।
অভিষেকের উৎসবেতে পড়েছে তোমায় মনে॥
লাটসাহেব তাঁর নায়েব হ'য়ে বস্‌বে তোমার পাশে।
পউষমাসে রসের রাসে তুষ্‌বে মধুরভাষে॥

রাজার মেলা কাওয়াজ খেলা মোমের মেমের নৃত্য।
তোমার বটে বিয়ের বাসর টাকার আদ্যকৃত্য॥
কনট্-কুমার দেওর তোমার ধীর বীর শান্ত।
দেখ্‌তে বধূর মধুর মুখ পাঠিয়ে দিলে কান্ত॥
কথায় কথায় কোথায় গিয়ে পড়্‌ছি দেখ সতি।
পতির কথায় পর্‌বে ভূষণ এস গুণবতি॥
(এখন) নূতন রঙ্গে অঙ্গরাগ শ্যামা সাজে গৌরী।
চুয়োর সঙ্গে চুলোয় গেছে আম্‌লা মেথি মৌরী॥
চন্দন থাকে ঠাকুরবাড়ী রান্নাঘরে কেশর।
হলুদে ধোয় না গলদ গন্ধ দুধের সর॥
বঙ্কিম নয়ন চায় না এখন ফুল-কুঙ্কুম-পানে।
সুধাধরে রাগ ধরে না খয়ের-ছাঁচিপানে॥
নারীই গুরু তাই অগুরু নেত্রপথের বার।
কর্পূর বটে থাকেন পুরে ঔষধ কলেরার॥
মাটীনেপা-কার্‌বা-ভরা গোলাপফুলের জল।
দেখ্‌লে হেঁসে পড়েন ঢলে' নবীন বিবির দল॥
হিন্দুস্থানের নূরজাহানের সাধের আতর চোয়া।
কানের ব্যথায় ছুতোনতায় খোঁজেন তূলোর ফোয়া॥
চামেলি চায় না এখন বেল মতিয়া জুঁই।
গোলাপ সোহাগ পায় না সোহাগ চম্পা চাটে ভূঁই॥

জাহাজ ভরে' থরে থরে এলো তোমার সজ্জা।
যখন যেমন পর্‌বে তেমন তাতে কেন লজ্জা॥
সরম এখন বদন ছেড়ে (নারীর) চরণ ধরেছে।
বুকের মুখের বসন হরে' মোজা করেছে॥
কিঙ্খাপ আর খাপ্ খায় না শাল-দোশালা ভারি।
শল্‌মা-চুম্‌কি ঝম্‌কে বেশী দেখায় যেন জারি॥
পিতাম্বরী অনেক পুরু শান্তিপুরে চিকণ।
গুল্‌বাহারের ঢাকাই বাহার ঢেকেছে এখন॥
মস্‌লিনেতে রাস্‌লিং কোথা ফ্রেঞ্চ শিল্কের মতন।
কাশীর চেলী পাত্‌লা জালি তাতেই তার পতন॥
সোনার বাহার হার মেনে যায় এম্‌নি চেনের হার।
কেমিষ্ট্রির কি মিষ্ট্রি সে গো বোঝে সাধ্য কার॥
কলে এখন মুক্তো ফলে (জ্বলে) হীরেপান্না কাঁচে।
চাঁচর চিকুর মিল্‌ছে হাটে নটীর কটি মাছে॥
নূতন সাজে আজ সজনি কর্‌বো তোমার বেশ।
কুলিয়ে কুলিয়ে ফুলিয়ে দেব শ্যামল কোমল কেশ॥
তেল ম্যাকেসার ছুঁইয়ে তাতে বাঁধ্‌বো এলো খোঁপা।
দল্‌দলে সেই খোঁপায় বসে' নাচ্‌বে ফুলের থোপা॥
সুধার সদন বিনোদবদন ফুল্ল শতদল।
লাল অধরে রস ধরে না ফাটে বিম্বফল॥

নীলকমল অই নয়নদুটি ভাবে ঢলঢল।
(আহা) সুধাবৃষ্টি করে দৃষ্টি মিষ্টি সুশীতল ॥
(মরি) টুক্‌টুকে অই মুখে তোমার রঙ্‌ দেব না মোটে।
(ছিছি) আল্‌তা দিলে পদ্মফুলে বাহার কবে ফোটে॥
(এই) স্নানের জলে বয়ান ধুলে হ'লে ভিজে-ভিজে।
(দেখো) খুল্‌বে শোভা বিশ্বলোভা ভুল্‌বে নিজে নিজে॥
আঁধারবরণ কেশের মাঝে বদন দীপ্তিকর।
(ঠিক্) এক আকাশে অমানিশা হাঁস্‌ছে শশধর ॥
(দিতো) সিন্ধু ধরা যার করে কর রত্ন ভারে-ভার।
(দেব) তাঁর গলাতে কোন্ লাজেতে ঝুঁটো মণির হার॥
সুগোল নিটোল স্বচ্ছ শুভ্র অতি সমুজ্জ্বল।
(ছিল) তোমার ঘরে মুক্তো বড় যেন বিল্বফল ॥
(আজো তার) সাক্ষ্য দেখ তোমার বক্ষে দুটি সুবিমল।
(আছে কোন্)মতির মালা কর্‌বে আলা অমন মুক্তাফল॥
দ্বীপ-দ্বীপান্তর হ'তে তাই আনিয়ে নিচ্ছি ফুল।
ফুলের হবে গয়নাগাঁটি ফুলেরি দুকূল ॥
নীল পদ্মদলের বসন বেড়ে চন্দ্রমল্লিকার।
কাঞ্চীমঞ্চে দুলিয়ে দেব শ্বেত-বাসন্তী চন্দ্রহার॥
মিলিয়ে লিলী গোলাপকলি বুক জুড়ে তোর হার।
তরঙ্গে কুসুম রঙ্গে খেল্‌বে তপনতনয়ার ॥

(সতি) সাজিয়ে দেব সীঁথি কিসে প্রাণ করে' নিঠুর।
ডেজি-প্যান্‌সি ফুল ছাড়া আর নাই তো কোহিনুর॥
শ্রবণমূলে দুল্ দোলাব ঝুম্‌কোলতার ফুলে।
কেমেলিয়া আর ডালিয়া দিব লো তোর চুলে॥
পতির আজ্ঞায় তোমার সেবায় আস্‌ছে তড়িৎমালা।
সেই পরাবে পায়ে নূপুর কোমল করে বালা॥
(খ্যাপা) কবি ছাড়া তোমার পাড়া কে মাড়াতো আর।
হাঁস্‌তো না লো উপহাসে (রইলে) ইতিহাসে ধার॥
(এখন) এই পরবে গরব শুনে (যাবে) অনেক মামু মারা।
চমক্ দেখে অবাক্ রবে (হবে) জগৎ দিশেহারা॥
কত কানাকানী ফিশ্‌ফিশুনী চল্‌বে দেশে দেশে।
অতল নীরের হীরের কমল উঠ্‌লো দেখে' ভেসে॥
কাল্‌কের ছুঁড়ী কল্‌কেতাটা ফুল্‌ছে অভিমানে।
(সে) গোরার প্রেমে হেম পরেছে সতীন কবে জানে॥
ভরাযৌবন শ্বেত বৃটন সেয়ানা ঘরের মেয়ে।
(চেপে) রিষের জ্বালা চতুর বালা মোণ্ডা খাবে চেয়ে॥
(যদি) অই সতীনকে মিতিন্ করে' রাখ্‌তে পার সতি।
তবে মাঝে মাঝে বাজে কাজে চাইবে ফিরে পতি॥

সঙ্গীতসমাজের নিমন্ত্রণে—

R. S. V. P.

চমকি উঠিল মন, পাবামাত্র নিমন্ত্রণ,
হরিষবিষাদে হৃদে তরঙ্গের খেলা।
বিগত দিনের চিত্র, দেখিল মানসনেত্র,
"সঙ্গীতসমাজ"ক্ষেত্রে বাণীপুত্রমেলা॥
শুভ্র-চন্দ্রাতপ-তলে, কুসুমের হার গলে,
রচনানিপুণ যত অভ্যাগতগণ।
অনাদর কমলার, চিররুদ্ধ রাজদ্বার,
সেইদিন সেথা শুধু আদরভাজন॥
প্রাঙ্গণ করিয়া আলো, রঙ্গমঞ্চ সাজে ভালো,
সুচিত্র পটের ঘটা আঁখিবিনোদন।
যবনিকা উঠে যায়, পুলকে চমকে কায়,
রঞ্জিত সুবেশে সাজি কা'রা কয়জন॥
ঢোলোক বেহালা বাঁশী, সেই পুরাতন কাঁসী,
গ্রামের নম্রতা লেখা নয়নে অধরে।
বারেক বাঁচিল কান, নহে সভ্য ঐকতান,
বাজিল বেহালাগুলি মহিলার স্বরে॥
তেটে তেটে কেটে ধিন্, টিটি টিটি কিটি খিন্,
বোঝালে, বাঙালী আছে বাঙালীর কান।

বীরবপু পটুজন, প্রেমরসে নিমগন,
ধরিল মধুর স্বরে হরিনামগান ॥
বাণীগুলি পষ্ট পষ্ট, রচনায় কবিকষ্ট,—
চিহ্নমাত্র ভক্তগীতে দেখা নাহি যায়।
সভ্যতার নাহি ত্রাস, দেখা দিল অনুপ্রাস,
বিমোহিতচিত হ'ল নব্য-কবি তা'য় ॥
আবার পালটে পট, কারা এঁরা নব-নট,
জয় জয় দ্বারবঙ্গ-ভূপতির জয়।
নাটোরের মহারাজ, সঙ্গে রবি কবিরাজ,
ধনী জ্ঞানী সুধী সনে নয়নে উদয় ॥
ভাষার রাখিতে মান, সবে ত্যজি অভিমান,
সমাগত অভ্যাগতে করেন সৎকার।
গরবে আদরে গলে', বঙ্গ-গ্রন্থকার-দলে,
কমকণ্ঠবাণী শোনে অতি চমৎকার ॥
সন্ধ্যার ললাটে টীপ, বিজলী জ্বালিল দীপ,
কত গীত কত বাদ্য আবৃত্তি মধুর।
ফনোগ্রাফ ল'য়ে বসি, শরৎচন্দ্রের হাঁসি,
ফাঁদে-বাঁধা নারীকণ্ঠ গাহিল প্রচুর ॥
পরে সুরু অভিনয়, কাব্যে জ্যোতি কথা কয়,
সরসপ্রকৃতি হ'তে হাঁসিধারা ঝরে।

আঁখি-মন-অভিরাম, "গোড়ায় গলদ" নাম,
প্রহসন লোকমন প্রফুল্লিত করে ॥
হেমচন্দ্র বেণী সঙ্গে, প্রকাশ প্রকাশ রঙ্গে,
অঙ্গভঙ্গী রঙ্গ দেখে' হইল বিস্ময়।
সবে সখে অভিনেতা, কে জানি এঁদের নেতা,
প্রতিভা যে শিক্ষাদাতা বুঝি পরিচয় ॥
সুরেশ সমাজপতি, ভোজ্যের সমাজপতি,
আহার্য্য-আচার্য্য নিজ প্রকাশিলা কলা।
আঁখি মন কায়া তুষ্ট, বিশেষ উদর পুষ্ট,
সত্য মিষ্টালাপ, নহে রসনার ছলা ॥
সরল প্রমথ মিত্র, জনে জনে ভাবে মিত্র,
নিজকরে ঢেলেছেন আচমনজল।
জেনে তাম্রকূট-দাস, আসিয়া আমার পাশ,
অধরে দেছেন ধরে' ফুরশীর নল ॥
ঢালিয়া কতই মধু, গিয়াছে সে সন্ধ্যাবধূ,
প্রমোদগীতের তান আজো কানে বাজে।
আজো এই স্মৃতিমাঝে, সৌন্দর্য্য বাড়ায়ে লাজে,
যামিনী-কামিনী উঁকী মারে সেই সাজে ॥
আবার বসন্ত আসে, এবার মকরমাসে,
দেবেন সাকাররূপে দেখা সরস্বতী।

সমাজের সভ্যগণ, আনন্দে উন্মুক্ত মন,
সারস্বত-সম্মিলনে দিয়াছেন মতি ॥
হয়েছে নূতন ঘর, জমকে সাজিবে বর,
ফুলহারে দীপাধারে রঞ্জিত-বসনে।
কবিকুল-কণ্ঠে-কণ্ঠে, বাণী দিবে সুধা বণ্টে',
নৃত্য করি করিবেন পবিত্র রসনে ॥
সকল সুখের আদ্য, প্রচুর মধুর খাদ্য,
উদরের গদ্য তাতে হবে পদ্যময়।
কুমার মন্মথ মিত্র, বিনয়ের ফুল্ল চিত্র,
দেখাবেন সম্ভাষণে কি উচ্চ হৃদয় ॥
পুন ভাই পশুপতি, হাস্য-আস্যে করি নতি,
আদৃত অতিথিগণে ধরিবেন করে।
মল্লিকা-মালার থালা, মল্লিকের করে আলা,
তেমনি করিবে পুন গন্ধে মন ভরে' ॥
আঁধার অভাগাভাগ্য, দেখিবে না কবিযজ্ঞ,
যেতেছি ভাবিয়ে তাই মরমেতে মরে'।
অন্ধচক্ষু দৃষ্টিহারা, রোগকক্ষ দুঃখ-কারা,
সলিলসঞ্চার তায় অন্ত্রের ভিতরে ॥
অতি মনকষ্ট স'য়ে, মার্জ্জনাভিখারী হ'য়ে,
দাঁড়ালেম কৃতাঞ্জলি সমাজসম্মুখে।

কেহ না খুঁজিবে জানি, তথাপি পদ্ধতি মানি,
উপস্থিতে অপারগ বলি অতি দুখে ॥
জয় জয় সরস্বতি, কর আশা ফলবতী,
বিনা বিঘ্নে হোক্ শুভকার্য্যসমাধান।
সুখের প্রবাহ ছোটে, আনন্দতরঙ্গ ওঠে,
প্রমোদে হৃদয়গুলি হয় কানেকান ॥
বসন্তে বসন্তে যেন, ফুটন্ত হৃদয়ে হেন,
প্রেমসূত্রে গাঁথা হয় বাণীপুত্র-হার।
বসুজ অমৃতলাল, পূরিয়া প্রাণের থাল,
স্নেহ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা দেয় উপহার ॥
যদি নাহি প্রাণ তার, ভেঙে ফেলে' কারাগার,
ছুটিয়া পালায় এই রোগের জ্বালায়।
হ'লে পুন নিমন্ত্রণ, গিয়া গীতনিকেতন,
আনিবে আনন্দ ভরে' হৃদয়ডালায় ॥

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

শুভক্ষণে পূর্ব্বাকাশে তোমার উদয়।
প্রকাশে তমসনাশ দীপ্তি তেজোময়॥
পূর্ব্ববঙ্গনভে ফুটি বিশ্বের বান্ধব।
সাহিত্যজ্যোতিতে দহ কুভাষা-খাণ্ডব॥
দ্বিজেন্দ্র রাজেন্দ্রে দিলে নিজ আলো ঢেলে।
চন্দ্রকর সুধীবৃন্দ পায় অবহেলে॥
সবিতা কবিতাবনে বিকাশে কমল।
সরস্বতী হেঁসে বসে ল'য়ে নিজদল॥
সমাজে নিজের নাম দিলা সুবচনা।
প্রেমসূত্রে বাণীপুত্রহারের রচনা॥
চন্দ্রেরে বসায়ে পেতে রাজসিংহাসন।
ভাস্কর সচিবরূপে কর সুশাসন॥
প্রজাগণ ফুল্লমন ধনে পূর্ণ কোষ।
রাজা সুখী প্রজা সুখী প্রাসাদে সন্তোষ॥
যে মন্ত্রী পাণ্ডিত্যগুণে দেখে বহুদূর।
সে না হ'লে কেবা হবে 'রায় বাহাদুর'॥
অচিন্ত্য তোমার চিন্তা প্রভাতে নিশীথে।
কি পদ্য গদ্যের ভাষে হরিভক্তগীতে॥

ভাষার তরঙ্গ যবে তোল বক্তৃতায়।
বাগ্‌দেবী এসে যেন বসে রসনায়॥
কালিকা প্রসন্ন জন্মে দশে যশ ঘোষে।
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষে তাই লোকে তোষে॥
আবার এসেছ বন্ধু "বান্ধব-কুটীরে"।
সরস্বতী বাঁধে বীণা পুত্র পেয়ে ফিরে॥
সাহিত্যের ক্ষেত্রে মিত্রে দেখিয়া আবার।
ভাষার হয়েছে বহু আশার সঞ্চার॥
জীবন ঢালেন যাঁরা বাণীর সেবায়।
গৌরবগরবে মন তাঁদের নাচায়॥
হে বীর সুধীর শান্ত বর্ণ-কর্ণধার।
সদাহাঁসি সুধাভাষী রসের আধার॥
বর্ণের অর্ণবযান বাঙ্গালাভাষার।
দিশেহারা ভাসে জলে দুস্তর আশার॥
সাজে না ধ্বজাতে তার রাজার নিশান।
গাজে না কামান পোতে বাজে না বিষাণ॥
নাহি বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয়বন্দর।
অভিমানে মানিজনে দেখে না অন্দর॥
না পায় নাবিকদল নাম কি উপাধি।
বাজারে নগণ্য পণ্য কিসে পাবে চাঁদি॥

হইতে সখের মাঝি রাজি ছিল যারা।
তুফানে তরায়ে তরী ডুবে গেছে তারা ॥
আমার মতন আর কত রহমৎ।
চাল চেলে হাল ধরে' করে কেরামৎ ॥
তুমুল তরঙ্গলীলা ঘূর্ণবায়ু ঘোর।
জলতলে গুপ্তগিরি ভাসে দস্যুচোর ॥
প্রবীণ কাপ্তেন তুমি 'বান্ধব'জাহাজে।
টর্ণেডোতে কর্ণ ধরা তোমারেই সাজে ॥
সলিলসাম্রাজ্যে তরী বাঁচায়ে কুশলে।
ছুটি হ'লে হরি বলে' যাবে কুতূহলে ॥
দীনের বান্ধব কৃষ্ণ বিষ্ণুলোকপাশে।
গড়েছে ফুলের কুঁড়ে স্থান দিতে দাসে ॥
অনন্ত শান্তিতে তথা পুণ্যের পেন্‌শনে ॥
যাপিবে অমর প্রাণ ঋষিগণ সনে ॥
জগতে যাবৎ রবে বাঙালীরসনা।
গৌরবে প্রসন্ন নাম করিবে ঘোষণা ॥

স্মৃতির আদর।

[ষ্টারের প্রখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি দাসীর
স্বর্গলাভ উপলক্ষে]

১

ভেঙেছে ভেঙেছে বীণা ছিঁড়ে গেছে তার।
আর না শুনিবে কেহ সে মধু-ঝঙ্কার॥
জাগাইয়া হৃদিতান,
কে আর করিবে গান,
আকাশ ভরিয়া স্বর উঠিবে গো কার।
গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই আর॥

২

এলোকেশে পাগলিনী নয়ন উদাস।
অঞ্চল লুটায়ে পরি' রাঙাপেড়ে বাস॥
প্রেমের তরঙ্গ তুলে,
প্রাণের কপাট খুলে,
কে দেখাবে শ্যামা-গীতে ভক্তির উচ্ছ্বাস।
গঙ্গার ফুরায়ে গেছে জীবন-নিশ্বাস॥

৩

মোহন বালক-বেশ পড়ে আজি মনে।
সাগরে কামিনী দেখা কমলের বনে॥

মশানে শ্রীমন্তসাজে,
আজো যে গো প্রাণে বাজে,
উঠিত ছুটিত সুরে অনন্ত গগনে।
"মা কই" "মা কই" রব গঙ্গার বদনে॥

৪

রবিকরে জলধারা হেরি ছবি আর।
সুরা পিয়ে সোণামণি ভোলে ব্যভিচার॥
প্রেমে তবু নাহি ওর,
হরি পাবে করে জোর,
নসীরাম দিল নাম হীরা হ'ল ক্ষার।
গেল সেই—গেল এই, গঙ্গা স্বর্গদ্বার॥

৫

প্রেমিকা-প্রমদা-ব্যথা বুঝি নিজ মনে।
মিলায়ে পালানো-পতি তরুবালা সনে॥
প্রমোদিনী আমোদিনী,
বৃদ্ধ-পতি-সোহাগিনী,
"আদরে অধরে হাঁসি" হেরি ফুল্লাননে।
আনন্দে গাবে না গঙ্গা আর কুঞ্জবনে॥

৬

মানস-মঞ্চেতে পট পালটিছে হায়।
রসের তরঙ্গে তা'রে দেখি পুনরায়॥

সাজিয়ে রজক-বধূ,
কৌতুকে ঢালিছে মধু,
নূপুর বাজায়ে নটী নেচে চলে' যায়।
নেচে গঙ্গা চলে' গেল নটনাথ-পায়॥

৭

শুধু নয় অভিনয়, প্রকৃতি মধুর।
মধু তানে মধু প্রাণে বাঁধা একস্বর॥
স্থিরা ধীরা লজ্জাবতী,
দেবপদে দৃঢ় মতি,
কত অর্থপ্রলোভন করে' দিল দূর।
তাই গঙ্গা চলে' গেল হেঁসে স্বর্গপুর॥

৮

কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে।
শিষ্যা সখী সহচরী সব পড়ে মনে॥
রঙ্গমঞ্চে বারবার,
সম্পর্ক হয়েছে আর,
সুখে দুঃখে সম সাথী প্রবাসে সদনে।
নিমেষে ভুলিলি গঙ্গা দেখিয়ে শমনে॥

৯

কেমনে নিঠুরা হ'য়ে হলি বিসরণ।
দ্বাবিংশ বর্ষের আজ বন্ধুত্ববরণ॥

পবিত্র সখীত্বভাবে,
কার পানে প্রাণ চাবে,
যৌবনের হাঁসিখেলা হতেছে স্মরণ।
ছি ছি গঙ্গা আমি দেখি তোমার মরণ ॥

১০

চেয়ে দেখ রসে' সখি হরি-পদতলে।
তোর তরে কত আঁখি ঝরিছে ভূতলে ॥
রঙ্গমঞ্চে সঙ্গী যারা,
কেঁদে কেঁদে আত্মহারা,
আর এক হৃদি তুমি গিয়েছ যা দলে'।
দেখ দেখ দেখ গঙ্গা কি অনলে জ্বলে ॥

১১

কর্ম্মভোগ-অমানিশা হ'ল তোর ভোর।
নিদ্রা ব্যাধি ক্ষুধা চিন্তা ঘুচে গেল ঘোর ॥
পলকে ফেলিতে আঁখি,
চলে' গেলি দিয়ে ফাঁকি,
হেলায় ফেলিলি ছিঁড়ে মমতার ডোর।
"মা মা" বলে' কাঁদে গঙ্গা বধূ পুত্র তোর ॥

১২

রঙ্গমঞ্চে করেছিল লক্ষ হরিনাম।
আহা হেঁসে চলে গেল শ্রীহরির ধাম ॥

ডেকেছিল "মা মা" বোলে,
মা তাই নিয়েছে কোলে,
ভুলিয়ে জনম-জ্বালা পেলে গো আরাম।
ডেকেছিল দেখে নিলে গঙ্গা বাঁকা-ঠাম॥

১৩

আরে রে পাষাণি তুই আসিবি নি আর।
ঝঙ্কারে দিবি নি ঢেলে প্রাণে সুধাধার॥
"যাই গো বাজায় বাঁশী",
আর কি গাবি নি আসি,
"মা মা" বলে' তুলিবি নি প্রাণে হাহাকার।
নে তবে নে তবে গঙ্গা অশ্রু-উপহার॥

গ্রাম্য বীরাঙ্গনা।

লোকলোচনের দূরে ঘন-বন-মাঝে।
সুন্দর সুরভি-ভরা কত ফুল রাজে॥
আঁধার খনির গর্ভে মেদিনীর তলে।
কে জানে অমূল্য মণি কত শত জ্বলে॥
বিজনে ফুটিয়া ফুল গোপনে শুখায়।
সাজে না দেবতা-পায় রমণী-খোঁপায়॥

খনির মণির আভা শোভে না সভায়।
অন্ধকূপে মসীস্তূপে আলোক লুকায়॥
এই ভঙ্গ বঙ্গদেশে গ্রামের কুটীরে।
আজো কত পদ্মফুল ফোটে ধীরে ধীরে॥
সুদূর প্রান্তরপারে কত কোহিনুর।
উজলিয়া রাখিয়াছে দরিদ্রের পুর॥
কত সীতা শকুন্তলা বিদর্ভ-দুলালী।
সাবিত্রী সুভদ্রা জনা পদ্মিনী পাঞ্চালী॥
তাঁদের সতীত্ব ধর্ম্ম বীরত্ব মহত্ত্ব।
কেবা লেখে ইতিহাস কেবা জানে তত্ত্ব॥
সমাজে গৌরব নাহি রাজদ্বারে মান।
কবিকণ্ঠে নাহি ফোটে সে কাহিনীগান॥
নীরবে সে সব কার্য্য দেখিছে বাতাস।
সর্ব্বসাক্ষী সূর্য্য আর নিশার আকাশ॥
নহে বহুদিন গত নহে দূরদেশে।
বছর-চারির কথা নদীয়াপ্রদেশে॥
সেই পুণ্যতীর্থ হ'তে অল্প ব্যবধান।
জাম্‌না-থানার পাশে গন্‌গন্‌ স্থান॥
অতি ক্ষুদ্র পল্লীখানি অল্পলোকবাস।
সন্ত্রান্ত কৃষক শান্ত অন্নপন্থা চাস॥

শান্তির আবাস গ্রাম নাহি কোলাহল।
গোচারণে খেলে মাঠে রাখালের দল॥
অকস্মাৎ একদিন রজনীপ্রভাতে।
হৃষীকেশ চাষা যাবে ক্ষেতে নাড়া-হাতে॥
মোদক-যুবক এক তাহার সহায়।
গৃহমধ্যে কোন দ্রব্য আনিবারে যায়॥
আড়া হ'তে দেখে এক ঝুলিছে লাঙ্গুল।
হনুমান্ বলে' তার হ'ল মহাভুল॥
হৃষীকেশে ডাকি দিল লেজে ধরে' টান।
হনু নয় ব্যাঘ্র এক দিল লম্ফদান॥
হালুম গর্জ্জিয়ে দ্বীপী চাপিল মোদকে।
কতক্ষণ চলে রণ খাদ্যে ও খাদকে॥
বজ্রাঘাতে ভেদি' তার জননীর বুক।
এড়াল মোদকপুত্র ধরা-কারাদুখ॥
পড়শী নাপিত এক বয়সে প্রাচীন।
শার্দ্দূলকবলে পরে মুক্ত হ'ল ঋণ॥
হৃষীকেশ রুদ্ধদ্বারে করিছে চীৎকার।
ক্ষৌরকারভগ্নী কাঁদে করি হাহাকার॥
জাগিয়ে উঠিল গ্রাম পড়ে' গেল গোল।
ঘরে ঘরে গৃহস্থেরা ভয়ে উতরোল॥

মনুষ্যখাদক ব্যাঘ্র গ্রামের ভিতরে।
কে ভয়ে পাঠাবে গরু চরিবার তরে॥
ইংরাজরাজের রাজ্যে প্রাণরক্ষাতরে।
অস্ত্ররাখা মানা বিধি প্রজাগণঘরে॥
তিনক্রোশ দূরে আছে জমিদারবাড়ী।
শিকারী ডাকিতে লোক গেল তাড়াতাড়ি॥
ইতিমধ্যে হেথা এক আশ্চর্য্য ঘটনা।
এ বিপদে ঈশ্বরের করুণারটনা॥
অক্ষয়কুমার নামে খ্যাত অভিনেতা।
শ্বশুর-আবাস তাঁর বিদ্যমান সেথা॥
বাবুর কুমারী শিশু ঠিক সে সময়।
আলো করি ছিল বালা মাতুল-আলয়॥
"বাঘ বাঘ" রব শুনে বালিকা অবাক্।
ভাবে বুঝি গাঁয়ে মজা হবে কোন জাঁক॥
লুকায়ে না বলে' কারে বাহিরিল পথে।
মিষ্টি দৃষ্টি খোঁজে বাঘ আসে কোন্ রথে॥
রক্ত আঁখি রক্ত অঙ্গে রক্ত মাখা মুখে।
বালা দেখে বাঘ আসে বেশ টুক্‌টুকে॥
যুগল-মনুষ্য-রক্ত করিয়াছে পান।
শমন ভীষণ নয় সে বাঘসমান॥

সরলা বিভলা বালা দাঁড়ায়ে অটল।
তৃতীয় শিকার হ'ল বাঘের বিফল॥
পাশ দিয়া চলে' গেল দোলায়ে লাঙ্গুল।
খসিল না বালিকার শিরশোভা চুল॥
কি জানি চিত্রাঙ্গমনে কি রঙ্গ-উদয়।
শৈশবসারল্য বুঝি করে যমজয়॥
আঁখিতে নাহিক ভয় কিম্বা হিংসা মনে।
ঈশ্বর দেখিল বাঘ বালিকাবদনে॥
যে জানে মায়ের কোল নির্ভয়-নিবাস।
আপনে নির্ভর নয় স্নেহেতে বিশ্বাস॥
শাস্ত্রতত্ত্ব না শুনিয়ে তার শিশুমন।
চিনিয়াছে রক্ষাকর্ত্তা নিজে নারায়ণ॥
নির্ম্মল হৃদয়ে যার এতই নির্ভর।
পাছে ফিরে হরি তার বাঘে কিবা ডর॥
ফিরে নাও যশ মান ধন সমুদায়।
আবার করগো পিতা বালক আমায়॥
আবার ছুটিয়া এসে ধরিয়া আঁচল।
মা বলে' আনন্দে গলে' হই মা শীতল॥
আবার হাঁসিয়া ছুটে' ধরি গিয়া সাপ।
মৃত্যুভয় না দেখায় আর যেন পাপ॥

ওই দেখ শমনের দূত দেখি বাঘে।
বলবান্ বুদ্ধিমান্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ভাগে॥
রুদ্ধদ্বারে কাঁপে বীর উগ্রক্ষেত্রীদলে।
যেই বাঘ ঢোকে তার মরায়ের তলে॥
এতক্ষণে আসিয়াছে শিকারীর দল।
বন্দুকের এক গুলি হইল বিফল॥
মরাই হইতে তবে হইয়া বাহির।
লম্ফের শকতি পশু করিল জাহির॥
গাভী বৎস-পূর্ণ পাশে আছিল গোয়াল।
পশিল তাহার মাঝে মূর্ত্তিমান্ কাল॥
সামান্য পাতার ঘর নীচু ঢালু চাল।
আড়ায় চড়িল তার মেরে এক ফাল॥
সকরুণ হাম্বারবে কেঁদে ডাকে গাভী।
মায়ের চরণমাঝে বৎস খায় খাবি॥
নির্ব্বাক্ নিশ্চল হিন্দু যতেক শিকারী।
বাঘেরে মারিতে গুলি পাছে গরু মারি॥
সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ গোবধ যে হয়।
শার্দ্দূল স্বখাদ্য খাবে ভুলি গুলিভয়॥
হিন্দুগ্রামে পড়ে' গেল মহা-হাহাকার।
কারো সাধ্য নহে করে কিছু প্রতিকার॥

সবংশে গরুর পাল চক্ষে হবে হত্যা।
পাতক করিতে হবে দাঁড়ায়ে অগত্যা॥
বড় বড় বীরদল দাঁড়ায়ে সশস্ত্র।
ঘোম্‌টা টানিতে খোঁজে কোথা লজ্জাবস্ত্র॥
টিকি নেড়ে পাড়া ছেড়ে পূজারী ব্রাহ্মণ।
কাছা খুলে পৈতে তুলে ডাকে নারায়ণ॥
নারায়ণ রসনায় ব্রাহ্মণী অন্তরে।
পোড়া বাঘ নাহি মরে অশুদ্ধ মন্তরে॥
ব্রাহ্মণীর প্রেমে নহে প্রাণ ওঠে কেঁদে।
বাঘে খেলে কেবা দেবে অন্নকাঁড়ি রেঁধে॥
হেথা কেবা এলোচুলে পরে' ধোয়াথান।
কাস্তে হাতে এলো আস্তে আলো করে' স্থান॥
ভয় চিন্তা কিছু নাই শান্তিপূর্ণ চক্ষে।
গাভীবৎসরক্ষা চাই এক লক্ষ্য বক্ষে॥
"কি কর কি কর একি কর সর্ব্বনাশ।
বাঘের গরাস বড় নহে উপহাস॥"
এই বলি লোক সব ঘিরিয়া বামায়।
উন্মাদ উদ্যম হ'তে বুঝায় থামায়॥
ঈষৎ বিষাদহাসি ফুটায়ে অধরে।
বলে বামা অনুপমা স্থির মৃদুস্বরে॥

"বিধবা হয়েছি নারী ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম।
দেবসেবা বিনা মম নাহি অন্য কর্ম্ম॥
অনাথ আশ্রয়হীনে অদিনে সাহায্য।
ইহা হ'তে আর কিবা আছে দেবকার্য্য॥
মাতৃহারা শিশু ধরে' কোলেতে পালন।
রোগীর শিয়রে বসি নিশিজাগরণ॥
অভুক্ত-অতিথি-তরে অন্নপাক করি।
অন্তরে তাপিত জনে বলি বল হরি॥
যত প্রেম রেখেছিনু পুষে পতি-তরে।
সংসারে সবায় আমি বিলাই আদরে॥
এর মাসী ওর পিসী দেবগৃহে দাসী।
জীবে ভালবাসা কাজ পেলে সর্ব্বনাশী॥
জগৎপাতার পায় বসি হৃদিরাজ।
আছেন আশায় মোর বহুদিন আজ॥
মনে মনে গণিতেছি কবে হ'বে দিন।
প্রেম-আলিঙ্গন পাব বিচ্ছেদবিহীন॥
শমনে না করি ভয় মৃত্যু মম ভৃত্য।
তারে পেলে পদে দলে' করি আমি নৃত্য॥
যদ্যপি শার্দ্দূল করে এ দেহ ভক্ষণ।
তথাপি করিব আমি গোধনরক্ষণ॥"

বড় বড় বীরগণে লেগে গেল তাক্ ।
চমৎকার দেখে লোক হইয়া অবাক্ ॥
সত্য শক্তি-অংশে জন্ম লভিল ভামিনী ।
সত্য রণে যেতে পারে গজেন্দ্রগামিনী ॥
অসুরনাশিনী বামা সতী ভগবতী ।
ভৈরবাভাবেতে কর অগতির গতি ॥
অভয় করেতে তব অন্য করে অসি ।
হৃদে শক্তি ধরে' নারী করে একাদশী ॥
শ্রীপদে প্রণতি শ্যামা করি কোটিবার।
মুক্তকেশি যা মা মুক্ত গোশালার দ্বার ॥
রাখাল সাজিয়ে নিজে পালিয়ে গো-পাল ।
পাইল গোপাল-নাম ভবের ভূপাল ॥
গোপালের গো-পালের করিলে যতন ।
গো-কুল-কল্যাণে লভে গোকুলে ভবন ॥
বিরাট-গোধন রক্ষা কৈল ধনঞ্জয় ।
কৃষ্ণসখা নামে তাঁর আছে পরিচয় ॥
কৃষ্ণসখি কর দেখি আমরা আবার ।
শার্দ্দূল-কবল হ'তে গোধন-উদ্ধার ॥
ধীরপদে গেল বামা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ।
মানবের নহে ইহা দেবতার কার্য্য ॥

শোণিত-আসক্ত সেই রক্তসিক্ত বাঘ।
বুঝে বুঝি বিধবার প্রেম অনুরাগ ॥
বসিয়া দেখিল কীর্ত্তি ছাড়িল না ঠাঁই।
রজ্জু কাটি লজ্জাবতী মুক্ত করে গাই ॥
বন্ধন-উন্মুক্ত পাল উল্লাসে ছুটিল।
হরিপদে পুরস্কার বিধবা লুটিল ॥
বিধবা মোদকজাতি নামটি অধর।
সুসভ্য-সমাজে তার কোথা সমাদর ॥
সংবাদ মুদ্রিত নয় বার্ত্তাপত্রস্তম্ভে।
মেডেল বামার বুকে দুলিল না দম্ভে ॥
এ গান গাহিলে কবি হ'বে অপমান।
পদ্যপত্রে তাই ছত্র না করিল দান ॥
আমি এক আছি পড়ে' সেকেলে বাঁধিয়ে।
করিনু গোঁয়ারগিরি পয়ার ছাঁদিয়ে ॥
লিখিনি ক্লারার প্রেম বার্লের পিরিতি।
উধাও উদাস মনে হা-হুতাশ-গীতি ॥
বায়রণের আয়রণী নারীপ্রাণ নিয়ে।
শেলির ফুলের শ্বাস চাতকে ডাকিয়ে ॥
শিক্ষিতসমাজে জানি পাব উপহাস।
প্রস্তুত তাহার তরে আছে বসু-দাস ॥

কাঙালী-বাঙালী-ঘরে বীর-বামা-গাথা।
হায় হায় লিখিলাম কিবা মুণ্ডু-মাথা॥
চক্ষু গেছে চক্ষুলজ্জা বিন্দুমাত্র নাই।
কোল্ড্ টোনে ওল্ড্ ফুলে বল ফাই ফাই॥
বহু-গুলি-ঘায়ে বাঘ হয়নি নিধন।
পঞ্চ নর হত হয় আহত ছ'জন॥
ক্ষণকাল অচেতন ছিল মৃতপ্রায়।
মড়ারে মারিতে লাথি একজন যায়॥
চাঁড়ালের পুরোহিত সেই বিপ্রবীর।
মরা বাঘ উঠে তার খাইল রুধির॥
আর একজনে ফেলি পুকুরের জলে।
সাঁতার খেলিল বাঘ শব করি গলে॥
যামিনীর শেষে সবে শুনিল শয্যায়।
ভীষণ গর্জ্জন দূরমাঠে শোনা যায়॥
প্রভাতে দেখিল লোকে প্রান্তের প্রান্তরে।
শকুনি শিয়ালে মিলে 'ব্যাঘ্র-ভোজ' করে॥
যা হোক তা হোক কেন জগতের রায়।
হরি হরি বলি বসু পালা কৈল সায়॥

কালিকা।

দাঁড়াল দাঁড়াল বামা থামিল সমর।
চরণ হরণ ওই কৈল মহেশ্বর ॥
অসুরনাশন অসি নাহি ঘোরে আর।
করাল বদনে নাহি ভীম হুহুঙ্কার ॥
আঁধার কেশের রাশি নাহি লটপটে।
নরকর-হার-খেলা স্থির কটিতটে ॥
গলবিলম্বিত ওই দৈত্যমুণ্ডমালা।
দুলিতে দুলিতে বন্ধ করে রক্ত-ঢালা ॥
ত্রিনয়নে ধ্বকধ্বক্ অগ্নি নাহি জ্বলে।
বিশ্ব আর পদতলে নাহি টলমলে ॥
চমকে চমক ভাঙে বুঝে' বিবসনা।
হরহৃদি হেরি পদে কাটিল রসনা ॥
জল স্থল বায়ু ব্যোম সব হ'ল স্থির।
আসন্ন-প্রলয়-ভয়ে ধরণী অধীর ॥
দেখ পদ্মকরতল দেখ আঁখি খুলে।
সন্তানে অভয় মাতা দেন বাহু তুলে ॥
আবার দেখরে চেয়ে কারে আর ডর।
অন্য কর প্রসারিত প্রবাহিত বর ॥

দুর্গা।

একি হ'ল একি হ'ল দেখিতে দেখিতে।
কোথায় লুকাল বালা গৌরী আচম্বিতে॥
চরণযুগল রাখি মৃগরাজস্কন্ধে।
হেলায় দোলেন মাতা সমর-আনন্দে॥
দশ হাতে ধরি দেবী নানা প্রহরণ।
মহিষ-অসুর-বক্ষ করে বিদারণ॥
দেখগো দেখগো সবে হরষিত চিতে।
ষড়ানন গণপতি বসে' দুই ভিতে॥
বামে শোভে সরস্বতী বামেতরে রমা।
এই কি সে গিরিবালা হরমনোরমা॥
ললনাললাটে জ্বলে তৃতীয় নয়ন।
পূজা-আশে করে বিশ্ব কুসুমচয়ন॥
সারদে বরদে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
কটাক্ষে সন্তানে হের বিমলহাসিনি॥

জগদ্ধাত্রী।

রত্নময় দীপে দ্বীপ রঞ্জিত উজল।
মৃগেন্দ্র-আসন-’পরে প্রফুল্ল কমল॥
তরুণ তপন ফোটে বর্ণের আভায়।
রক্তিম অম্বরখানি বিজড়িত কায়॥
নানা রত্ন অলঙ্কার সাজিয়াছে অঙ্গে।
উপবীতরূপে নাগ বক্ষ বেড়ে’ রঙ্গে॥
ধনু শর গদা পদ্ম রাজে চারি ভুজে।
নারদাদি মুনিগণ শ্রীচরণ পূজে॥
প্রসন্ননয়না দেবী সর্ব্বসুখদাত্রী।
বোস মা হৃদয়ে এসে জগতের ধাত্রী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কনককুসুমবনে জীবনপ্রকাশ।
নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিভাস॥
রূপের কোলেতে হ’ল লালনপালন।
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্য সব আত্মীয়স্বজন॥
সৌন্দর্য্য-আধার শিশু-সখা-সখী-মেলা।
সুন্দর সাজান ঘরে সুখে বাল্যখেলা॥

কর্কশ কঠোর গুরু নাহি দিল দীক্ষা।
লীলায়-খেলায় সুরু হ'ল চারু শিক্ষা॥
ফুলে বাস বাসে শ্বাস খেলা মালিগিরি।
মানসে কবিতাফুল ফোটে ধীরি ধীরি॥
দেবেন্দ্রমন্দিরমাত্র এ মহানগরে।
মাধুরী হেরিতে জানে পূজার আদরে॥
সুষমাপ্রতিমা সব হৃদি সুধাধার।
সৌন্দর্য্য সনেতে নাহি পশুর ব্যাভার॥
বিনাইতে জানে কেশ বানাইতে বেশ।
সুচিত্র সাজিতে জানে সাজাতে সরেশ॥
সুকণ্ঠ দেছেন বিধি সুচারু শ্রবণ।
ভাষায় মাধুরী ভাসে গীতে আলাপন॥
কবিতা সবিতাশিশু আলো করে মন।
প্রেমের জাহ্নবী বহে জুড়াতে জীবন॥
বাণীর কমলবনে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।
মধুপান চিরদিন কুসুমে বিচরি॥
যে দিকে ফিরাও আঁখি সুষমার ছবি।
তবে রবি কেন নাহি হবে প্রেমকবি॥

অভিষেক-দরবার।

ভুবন আকাশ গ্রহে, ব্রহ্মে ধরে' বসে' রহে,
মহাহর্ষে নববর্ষে সম্ভাষে ইংরাজ।
শশী পরে তিন হার, শুভ দেবগুরুবার,
ধনু সনে ফুল্ল মনে ভানুর বিরাজ॥
ভিক্টোরিয়া-জ্যেষ্ঠসুত, এডোয়ার্ড গুণযুত,
ধুমধামে নিজ ধামে হলেন রাজন।
অভিষেক উপলক্ষে, আজি এ ভারতবক্ষে,
রাজসূয়-মহাযজ্ঞ হয় আয়োজন॥
যজ্ঞ বলে' বলি কথা, পূজাপাঠ নাহি তথা,
দ্বিজে নাহি দান হ'বে অজাবলিদান।
বসিবে বেশাতি মেলা, বিদেশী তামাসা খেলা,
নবাব নিজাম রাজা ধনে পাবে মান॥
জুড়িয়ে প্রকাণ্ড মাঠ, বৃটিশ কটক-ঠাট,
রণনাটে দেখাইবে বিক্রম-বিভ্রম।
তাগে সৈন্য শূন্য তোপ, বাতাসে অসির কোপ,
বাজাবে ফাজিল গোরা বেল্ বংশী ড্রম্॥
কেহ দেখে চড়ে' গজে, কেহ বা চরণ ভজে',
গড়াগড়ি দিয়ে রজে কেহ ফেরে ঘরে।

কারো পৃষ্ঠে সত্য যুদ্ধ, মুষ্টি সহে হ'য়ে বুদ্ধ,
“অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” কিল খেয়ে স্মরে ॥
ছিল মাঠ ধু ধু ধু ধু, হিমে তুষার গ্রীষ্মে ‘লু’,
কাহার কৌশলে হ'ল আশ্চর্য্য সূচনা।
শিবিরে সহরসৃষ্টি, যে দিকে ফিরাই দৃষ্টি,
শুভ্র অভ্র সারিসারি রয়েছে রচনা ॥
যেন ভীম ঝড়ে দুলে, সাগর উঠেছে ফুলে,
ফেণায় অসংখ্য শৃঙ্গ করেছে সৃজন।
পেয়ে বা ইন্দ্রত্ব দৈত্য, বাড়াতে ধরার শৈত্য,
ধবলাশিখরবৃষ্টি করেছে কুজন ॥
“আশ্চর্য্য প্রদীপ” বুঝি, পুন কে পেয়েছে খুঁজি,
মন্ত্রবলে জিন্‌ছলে ভৌতিক ঘটনা।
উচ্চ ধ্বজে মৃগরাজ, “ইংরাজের এই কাজ”,
গর্ব্বভাষে খর্ব্বদাসে করিছে রটনা ॥
বিদ্যুৎখেলার কালে, অলক্ষ্যে কে দীপ জ্বালে,
সিতাঙ্গী প্রসবে বীর দামিনীদমন।
উদ্যম সাহস যার, বিশ্ব করতলে তার,
আপনি সহায় হন রাধিকারমণ ॥
তাই কত নৃপবর, চন্দ্রসূর্য্যবংশধর,
সহাস্যে স্বীকার করে সম্রাট্‌শাসন।

মোগল-পাঠান-সুত, মাড়োয়ার রাজপুত,
পূত-করে তুলে ধরে সাম্রাজ্য-আসন ॥
বত্রিশ-পুতলী-'পরে, নিজ সিংহাসন ধরে',
বসিতেন বার দিয়ে বিক্রম-আদিত্য।
পাণ্ডিত্যের নবরত্ন, রচিতেন করি যত্ন,
বিজ্ঞান কবিতা অঙ্ক জ্যোতিষ সাহিত্য ॥
রসনে বাণীর বাস, রত্নাধিক কালিদাস,
বিভুবিমোহন কাব্যে বিতরি সৌরভ।
গাঁথি ভরি' হেমথালা, কবিতা-মন্দারমালা,
রেখে গেছে সাক্ষ্য দিতে হিন্দুর গৌরব ॥
বত্রিশ-অধিক দলে, ব্রিটন-আসন-তলে,
টীকাধারী পুত্তলিকা বসিল কৌশলে।
বিরাট্-সম্রাট্-দম্ভ, এঁরাই সাম্রাজ্যস্তম্ভ,
সাজানো সরেশ বেশে খেলে ভাল কলে ॥
আবার দেখিল নেত্র, ভারতের কুরুক্ষেত্র,
রাজসূয়-মহাযজ্ঞ পুন প্রয়োজন।
এবার শান্তির পালা, নাহি শিশুপাল-জ্বালা,
হইবে না কৃষ্ণদ্বেষ কলহকারণ ॥
নাহি ধনুকে টঙ্কার, নাহি ক্ষত্র-হুহুঙ্কার,
ডঙ্কার ঝঙ্কার কর্ণ না করে শ্রবণ।

ললনার অহঙ্কার, কেশ বেশ অলঙ্কার,
ক্ষত্রিয়পুত্রের অঙ্গে কর দরশন ॥
যদি নাহি চাহ ক্যাশ্, হতে পার বেদব্যাস,
দ্বিতীয় ভারতগান কর হে রচনা।
পূরিবে কীটের পেট, কিছু বা পাঠাবে ভেট,
পড়িলে পড়িতে পারে কোন সুলোচনা ॥
আরো রাজা নানাবর্ণ, যেন কেমিক্যাল্ স্বর্ণ,
ব্রিটিশ-বিজ্ঞান-বলে অবিকল খাঁটি।
চেতন বা অচেতন, কেহ উদ্ভিদ-মতন,
উঠেছেন একদম ফুঁড়ে বেলে-মাটি ॥
আপিসেতে মসী ঘষে', মনিবের দয়াবশে,
পেলেন নবাবনাম বহু বাহাদুর।
রায় রাও খাঁ কুমার, কে করে সুমার তার,
কেহ বা উড়িতে পারে কেহ ফুর্‌ফুর্ ॥
এসেছে বাবুর ঝাঁক, জাগ্রত যাঁদের নাক,
শুনিয়ে মধুর চাক হয়েছে সৃজন।
সুবাহুত রবাহুত, কেহ বা হরিতে জুতো,
খগেন্দ্র বগেন্দ্র সনে ভূতো গোবর্দ্ধন ॥
পলিটিক্-পরিচ্ছদে, সাম্রাজ্য-চতুর্থপদে,
নিমন্ত্রিত হ'য়ে যান বড় সম্পাদক।

বিবিধ প্রদেশে বাস, সৌখিন-মন্ত্রিত্ব আশ,
সুখাদ্যভোজী বা কেহ অখাদ্যখাদক ॥
এর মধ্যে গোঁড়া হিন্দু, অনুপাতে অণুবিন্দু,
বাছা বাছা বঙ্গবাসী গেছে গুটিকয়।
ইংরাজের ভোজবাড়ী, "অখাদ্য" ভাতের হাঁড়ী,
গোঁড়ার বেগুনপোড়া কে করে সঞ্চয় ॥
এঁদের আতপ চাই, ঘৃত-তরে কালো গাই,
ফুটো বা বোম্বাই আঁব ভাতের উপর।
কালীঘাটে বলিদান, কালো পাঁঠা এঁরা খান,
বিলাতি আলুতে আছে জাতিনাশ-ডর ॥
কেহ বা মাল্‌পো চাবে, গোগ্রাসে মালসা খাবে,
তুলসীর হবে ঝোল নিমের বদলে।
শক্তু চাবে কোন ভক্ত, কেহ দোক্তা-অনুরক্ত,
গাঁজা বিনে শিবপূজা কারো বা না চলে ॥
রাজা তবু নহে সুপ্ত, নিযুক্ত মিষ্টার গুপ্ত,
'বৈদ্যবাটী' 'বরিশাল' জোগাড়-কারণ।
জাতি-জন্মে বড় অতি, ধীর-শির তীক্ষ্মমতি,
'সিভিল্‌-সার্ব্বিস্‌-বাসী' এই যুবাজন ॥
তবু মনে হয় ভয়, কবে এই মহাশয়,
নিজগৃহে করালেন ব্রাহ্মণভোজন।

পরীক্ষার দ্বন্দ্বক্ষেত্রে, পীড়িত করিয়া নেত্রে,
রাত্র জেগে বাল্যকালে হ'ল অধ্যয়ন ॥
কলেজে হাজির জন্য, মায়ের স্নেহের অন্ন,
গোগ্রাসে গুঁজিয়া মুখে গিয়াছেন চলে।
পরেতে বিলাতবাসী, খানা দেছে গোরা দাসী,
বাসী মাস খেয়ে পাস্ হলেন কুশলে ॥
কলমের ফঁ্যাশ্ টেনে, হঠাৎ তাঁহারে এনে,
"দীয়তাং ভুজ্যতাং" ভার সমর্পণ।
দানসাগরের ভার, চাপানো কাঁধেতে তাঁর,
দেখে নাই কভু যেই ভাদ্রের তর্পণ ॥
বেয়াদবি দিলে বাদ, তবু করি আশীর্ব্বাদ,
নির্ব্বিবাদে হ'ন জ্ঞান ক্রিয়াজয়ী বীর।
কিছু যদি ক্রুটি হয়, ভ্রুকুটি উচিত নয়,
কষ্ট হ'লে জেনো নহে জ্ঞানকৃত স্থির ॥
কিন্তু বড় ক্রিয়া করে', বঙ্গের বনেদী ঘরে,
অতিথিসেবার যোগ্য আছে বিজ্ঞজন।
কাঁদিরাজবংশধর, মুক্তাগাছারাজঘর,
নাটোর নড়াল বনবিহারী রাজন ॥
মহারাজ মণি নন্দী, মামীমা'র প্রতিদ্বন্দ্বী,
যুক্তকরে মুক্তকরে করাতে ভোজন।

জমিদার পশুপতি, কালেক্টর দুর্গাগতি,
দীঘাপতি নবকৃষ্ণ-বংশধরগণ ॥
বড় বড় ক্রিয়া দেখে’, সবাই গেছেন পেকে,
যেতেন খাটিতে সুখে হ’লে আবাহন।
কারো না টলিলে চিত্ত, আগে যেত চারু মিত্র,
ঘোঁড়া চড়ে’ ঘুচাতেন সব অনাটন ॥
সম্পাদক সনে পাত্র, দরবারে বরযাত্র,
যাবে খাবে দেখে নেবে চোখ-পেট ভরে’।
কাগুজে পাড়ায় বাস, খুঁটি গেড়ে’ বারমাস,
তবু হবে চলাফেরা ভুঁড়ি যাবে ঝরে’ ॥
পবিত্র চরিত্র মন, লেখনী-নাইট্‌গণ,
ভ্রাতৃভাবে ভোজ্য খাবে পাতিয়ে টেবিল্‌।
সুমিষ্ট কাবাব্‌ রোস্‌ট্‌, বিশেষ বেয়ারিং পোস্‌ট্‌,
অজীর্ণের নাহি কষ্ট দেখে’ শেষ বিল্‌ ॥
আমার মতন আর, প্রশস্ত হৃদয় যাঁর,
তাঁর তরে আছে সুধা শ্যাম্পেন্‌ বোতলে।
হুইস্কি ক্ল্যারেট্‌ শেরি, বোর্‌ডোঁ কোন্যাগ্‌ চেরি,
হায়রে থাকিলে দেহ মিশিতাম দলে ॥
শোভে দিল্লী যেন স্বর্গ, দেখি রাজভৃত্যবর্গ,
যোগ্যতায় পায় অর্ঘ্য প্রভুর সদনে।

দেখিলাম ধনেশ্বর, পায় মান্য বুঝি দর,
দেখিনু নৈরাশ্য লেখা অনেক বদনে ॥
রাজ্যেশ্বর যেই ভাষে, নিজ প্রজাগণে শাসে,
সে ভাষা ভক্তের পাশে দেবের নৈবেদ্য।
অক্ষরে অক্ষরে তার, আছে গুপ্ত ধনাগার,
বিনা ধর্ম্মে ভাষামর্ম্মে গোচর্ম্ম অভেদ্য ॥
কৌলীন্যমান্যের মালা, রোমান্ অক্ষরমালা,
বাছিয়া চয়ন করে' গাঁথা হ'ল হার।
স্ববর্ণখনির দরে, অভিমানে হার পরে,
বাড়াতে মানের ধার সুদে বাড়ে ধার ॥
কিনিতে 'ফ্‌লের' ফুল, ভরসা রে ভাগ্যকুল,
তূলোপটী-কুঠি হ'য়ে ছোটে হাটখোলা।
উদরে অক্ষর নাই, সদরে অক্ষর চাই,
গলে দোলে বর্ণমালা হাতে পড়ে খোলা ॥
এ বত্রিশ সিংহাসনে, দেখিনু অনেক জনে,
রত্নহার কোথা কিন্তু নাহি বুঝিলাম।
দেশের সাহিত্যতরে, মাঠে বাটে বস্ত্রঘরে,
অবশেষে প্রদর্শনীমাঝে খুঁজিলাম ॥
কপালে পড়েছে ছাই, ভারতে কি কবি নাই,
নাগরী পারস্য কিম্বা বাঙ্গালা ভাষায়!

তৈলঙ্গ কি গুজরাটে, কেহ না কলম কাটে,
ভাবে না লেখে না কেহ মাতৃরসনায় !!
গণিত জ্যোতিষ ভাষা, গিলেছে কি কর্ম্মনাশা,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই শিল্পী আয়ুর্ব্বেদ !
কোথা গেল রে ভাস্কর, কে কাটিল পটু কর,
কোথা তোর চিত্রকর (বল্ দিল্লি) বল্ মনখেদ !!
আছে বঙ্গ করে' আলা, শিল্প-চিত্র-পাঠশালা,
শক্তিধর বঙ্গেশ্বর হর্ত্তা-কর্ত্তা যার।
কতই শিক্ষক গোরা, বৃত্তি নিলে তোড়া-তোড়া,
শিক্ষাদান সাক্ষ্য কিগো কিছু নাহি তার ॥
সমস্ত বাঙ্গালামাঝে, একজন(ও) নাহি রাজে,
লেখনী বা তূলি ধরে' নিমন্ত্রণযোগ্য।
বুঝেছি জননি বঙ্গ, তোমার কপাল ভঙ্গ,
কংগ্রেস্-বিদ্বেষ-রোগ অতি দুরারোগ্য ॥
লিখিতে লিখিতে শুনি, বড়লাট গুণমণি,
দেছেন হারাণে মোর উপাধিটি "রাও"।
তবু ভাল তবু ভাল, বাঙ্গালা হরপ গুলো,
পেয়েছ "সাহেব" ফাও মুখ তুলে চাও ॥
কয়েদী ছেড়েছ বেশ, পুলিস্ বাড়ায়ো শেষ,
কলে গিয়ে জল খেলে ধরে চৌকিদার।

বাহিরে না পেয়ে খাদ্য, যারা ছিল জেলে বদ্ধ,
ধন্য লাট ধন্য অদ্য তাদের উদ্ধার ॥
আরো যশ হে কর্জ্জন, করিলে তুমি অর্জ্জন,
বৃত্তিহীন ঋণি-বন্দী করে' মুক্তিদান।
করিলেন রাজা খোদ, মহাজনে ঋণশোধ,
দান দান এই দান করে পুণ্যবান্ ॥
জাঁকে হ'ল দরবার, নে'য়া দে'য়া টাকা-ধার,
কমিল না করভার প্রজা বোঝে তাই।
প্যায়াদারে রাজা জানে, নাজিরে উজির মানে,
হাল টানে ধান ভানে 'উচ্চশিক্ষা' নাই ॥
দুই চক্ষু পূর্ণ অন্ধ, উদরে উদকানন্দ,
আহারবিহার বন্ধ বন্দী আছি ঘরে।
একক লেখক নাই, যারে পাই বলে' যাই,
সময়ে 'গণেশ-কর্ম্ম' যে আসে সে করে ॥
নিশ্চয় বিকার ঘোর, কিবা মাথাব্যথা মোর,
রচিতে শয্যায় শুয়ে দরবারী পদ্য।
একমাত্র কৈফিয়ৎ, প্রাণটা কবিতাবৎ,
শরীরে সকল স্থানে ডাক্তারি গদ্য ॥

সোহাগিনী।

তুমি বঁধু আজ মোর চুল বেঁধে দাও।
আঁচরি চাঁচর কেশ দু'করে কুলাও ॥
কুসুমিত স্নেহ আছে কটোরা ভরিয়া।
বিন্দু বিন্দু দিও যেন বহে না ঝরিয়া ॥
গুটায়ে তুলিও কোলে মাটিতে লুটিলে।
অঙ্গেতে পোড়ো না ঢলে' সুগন্ধ ছুটিলে ॥
কেশের পরশে মোর সুখেতে শিহরি'।
বিউনি বাঁধিবে নাথ গোছে গোছে ধরি ॥
ছুট্‌গুলি তুলি তুলি বিনায়ে বিনায়ে।
মনোবিমোহিনী বেণী রচিবে মানায়ে ॥
আঁটাসাঁটা কোরো নাকো রবে ঢিলেঢিলে।
দল্‌দলে পিঠে খেলে দোলাইয়ে দিলে ॥
কবরী বাঁধিতে বেণী ঘুরাইয়া নিতে।
চুমোটি খেয়ো না চুল বেঁধে দিতে দিতে ॥
বড় লজ্জা পাব কেউ পারিলে জানিতে।
মাথায় বসন নাই ঘোম্‌টা টানিতে ॥
কোঁচাতে মুছায়ে দিয়ো কচি মুখখানি।
কোরো না কোলেতে নিতে যেন টানাটানি ॥

তা হ'লে সরমে সখা মুদিয়ে নয়ন।
বুকেতে হেলান দিয়ে করিব শয়ন॥
সোহাগীরে বুকে রেখে তুমি গেঁথো হার।
দুছড়া মালতীমালা তোমার আমার॥
না না না না এক ছড়া বেশী চাই আর।
তুমি ভালবাস নাথ খোঁপার বাহার॥
জুঁই খুঁজে চুলে গুঁজে সাজাইবে সীঁথি।
তুমি আজ রসরাজ আমি হে অতিথি॥
কি আর আদর করে ভালবাসা হ'লে।
দাও না পিয়ার তব পিয়ারীরে বলে'॥

শনিবারের বারবেলা।

ঝিরা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো,
জল ফুরুলো কলে।
বাজিয়ে শাঁক, ডাকায় নাক,
সাঁজের বাতি জ্বলে॥
বিএলে-বেলে, পড়্‌ছে ছেলে,
মাষ্টার বসে' ঢোলে।
বিছিয়ে পাটি, চায়ের বাটি,
বউ-মা মুখে তোলে॥

শরীর কাঠি, গতর মাটি,
বসেন নাকো নড়ে'।
কাটান বেলা, বেগারঠেলা,
পানের খিলি গড়ে' ॥
ঘরের গিন্নি, মানেন সিন্নি,
বৌয়ের বেটা হ'লে।
ফুলের কুঁড়ি, ননদ ছুঁড়ি,
রিষের বিষে জ্বলে ॥
ফুর্শি মেজে, গুড়ুক সেজে,
কর্ত্তা ফুড়ুক টানে।
আফিঙ্ খেয়ে, চোঁচিয়ে চেয়ে,
দেখেন আলো-পানে ॥
ময়লা বেশে, গয়লা এসে,
কড়ায় মাপে দুধ।
পাড়ার পূণে, দে যায় গুণে',
গেল মাসের সুদ ॥
নকলদানা, গরম চানা,
হাঁক্ছে মিহিস্বরে।
পইস্ পইস্, চেঁচায় সইস্,
বাতাস লাগে সুরে ॥

সাজিয়ে ডালা, ফুলের মালা,
বেচ্‌ছে বসে' মালী।
মেছোর মেয়ে, খদ্দের পেয়ে,
দিচ্ছে দেদার গালি॥
ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী, ডাক্‌ছে হাড়ী,
বিবির বাড়ী যাবে।
পাতায় মোড়া, ফুলের তোড়া,
টাট্‌কা তাড়ি খাবে॥
মাতুল শুঁড়ি, ফুলিয়ে ভুঁড়ি,
ভর্‌ছে পিপে জলে।
মাপ্‌ছে দেশী, বেচ্‌বে বেশী,
দোকান বন্ধ হ'লে॥
বিশেষ কাবু, আপিস্‌-বাবু,
চল্‌ছে এঁকে-বেঁকে।
ভোগ দে দাঁড়া, ট্রামের ভাড়া,
মামার বাড়ী রেখে॥
বিজ্‌লি ছুঁড়ী, হয় না বুড়ী,
টান্‌ছে দেখ গাড়ী।
জ্বাল্‌ছে আলো, ঘোরায় ভালো,
পাখা বাড়ী বাড়ী॥

কতক কুঠি, ছুটোয় ছুটি,
কম কেরাণী পথে।
কেউ বা হেঁটে, হাত দে পেটে,
কেউ ভাড়াটে রথে॥
নাট্যশালায়, আলো জ্বালায়,
টিকিটঘরে মেলা।
বাজ্‌বে ন'টা, লাগ্‌বে ঘটা,
কর্‌বে স্থরু খেলা॥
গর্ভ-বখাট, মূর্খ আকাট,
ব্যাদ্‌ড়া ছেলেগুলো।
সয় না দেরি, বাগিয়ে টেরি,
খুঁজ্‌ছে কোথা চুলো।
মাড়োয়ারীরে, জড়োয়া-হীরে,
হাতে গলায় পরে'।
ফেটিং চোড়ে, ঘুর্‌ছে মোড়ে,
চোখ যেতেছে ক্ষরে'॥
মই নে ছুটে, গ্যাসের মুটে,
চল্‌ছে আলো জ্বেলে।
দাঁড়িয়ে মোড়ে, জুঁয়ের গোড়ে
হাঁকে মালীর ছেলে॥

মেঠাইওলা, ঘিয়ের খোলা,
চাপিয়ে দেছে আঁচে।
ড্রেনের গন্ধ, নয়কো মন্দ,
ঘৃতসিন্ধুর কাছে ॥
দাঁড়ীর ফেরে, তিন পো সেরে,
বেচ্‌বে লুচীর পোয়া।
পাপ কাটাতে, তাই পাটাতে,
দিচ্ছে ধুনোর ধোঁয়া ॥
পাহারাওলা, লোকের চলা,
ঠাউরে চোখে দেখে।
কার বগলে, কালো বোতলে,
মাল চলেছে ঢেকে ॥
এগিয়ে গিয়ে, ধমক দিয়ে,
বল্‌ছে মাতোয়ালা।
চুকাও দাবি, নেই তো আবি,
থানায় চলো শালা ॥
এহে হে হে হ্যা, গ্যাল গ্যাল গ্যা,—
পড়্‌লো মাগী চাপা।
ট্রামের গাড়ি, মার্‌লে পাড়ি,
বোগ্‌নো-ভাঙা লাফা ॥

শনির সাঁজে, সহরমাঝে,
বারবেলাটা ফলে।
কেউ বা মরে, কাউকে ধরে,
কারুর মজা চলে ॥

কাক।

অনিদ্র-যামিনী-শেষে শুনি তোর ডাক।
তাই তোরে আমি বড় ভালবাসি কাক ॥
কাকলি মেয়েলি নয় আনে না আবেশ।
শৈশবে শেখালে শুনি বুলি ধর বেশ ॥
পরিয়া শ্যামল পর্ গ্রীবাটি হেলায়ে।
আলিশায় গরিমায় চল ধীর-পায়ে ॥
কি স্বচ্ছ স্ফটিক-চক্ষু লক্ষ্য কিবা তার।
উচ্ছিষ্টে রাখিতে দৃষ্টি বিধিদত্ত ভার ॥
ভদ্রের আদর্শ পাখি তুমি এ ধরায়।
দেখিয়া শিখিতে পারে শিক্ষা যেই চায় ॥
লঘু অঙ্গ বেশ ভূষা নিজে পরিষ্কার।
পরিচ্ছন্ন রাখ দেখে' সমস্ত সংসার ॥

প্রত্যুষে তেজিয়া শয্যা জাগাও সবারে।
নিয়মেতে পরিশ্রম নিয়ম আহারে॥
দেখিলে প্রচুর ভোজ্য আছে আয়োজন।
কা-কা-কা-কা ডাকে কর জ্ঞাতিনিমন্ত্রণ॥
স্বজাতি কাহারো প্রতি হ'লে অত্যাচার।
সদলে মিলিয়া কর তার প্রতিকার॥
আত্মীয়-উদ্ধার কিম্বা শত্রুর সংহার।
কাকতন্ত্রে মূলমন্ত্র বিহঙ্গ-সভার॥
কঠিনা কোকিলা করে নিঠুর ছলনা।
তবু পালে শিশু তার বায়সললনা॥
আপন উদর নয় সর্ব্বস্ব তোমার।
তুমি হীন! আমি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি বিধাতার!!
আঁধারে না চরে' কর বাসায় গমন।
কেহ না দেখেছে কভু দম্পতিমিলন॥
সতর্ক সজাগ তবু থাক সারারাতি।
নিশাচর পেচকের চুরির অরাতি॥
তোমার চরিত্রজ্ঞানবিদ্যা যেই ধরে।
শুভাশুভ বার্ত্তা পায় সেই তব স্বরে॥
কালেতে আসিলে কাল লুকায়ে কোথায়।
দেহত্যাগ কর, নাই মড়াফেলা দায়॥

সময়ে প্রস্তুত কর সূতিকা-আগার।
কাঠি-সঞ্চয়ের শ্রম অতি চমৎকার॥
তব যোগ্যতায় দেখ আগে দিনু ভোট্।
আমার গোলাপগাছে বসায়ো না ঠোঁট্॥

নবীনচন্দ্র সেন।

কোনদিন হারিবে না জিতিবে সদাই।
বেয়াড়া বায়না দেখি তোমার এ ভাই॥
জন্মে জমিদারপুত্র দেশে দলপতি।
তথাপি হইল বাল্যে বিদ্যাশিক্ষামতি॥
বি.-এ.-পাস্ মানে ছিল যবে সুবিদ্বান্।
তখন পাইলে তুমি গ্রাজুয়েট্-মান॥
চাট্গেঁয়ে ভাল নেয়ে ছিল সংস্কার॥
লোনাজলে মুক্তা ফলে তোমাতে প্রচার॥
হাকিম যখন ছিল সত্যই ডেপুটি।
তখন পাইলে পদ বিনা পদে লুটি॥
প্রথম যৌবনে প্রাণে ভাব যত ভাসে।
লিখেছ খেলার ছলে পদ্যে "অবকাশে"॥

কতদিন সেই দিন হয় কি স্মরণ।
কাশীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ॥
বুড়ুয়ামঙ্গল মেলা মহাধুমধাম।
বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসীধাম॥
জলেতে দোকানপাট জলেতে বাগান।
দুলে দুলে চলে জলে শত জলযান॥
তীরে দীপ নীরে দীপ দীপ তরী'পরে॥
লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল-ভিতরে॥
তরণী তরুণীরূপে উজল বিমল।
যামিনী কামিনী-দীপে আমোদে বিহ্বল॥
নাচে রম্ভা-মেনকার অনুজাসকল।
তরঙ্গে উছলে' জ্বলে লাবণ্য তরল॥
কি স্বরলহর তোলে ভাসায়ে গগন।
অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন॥
আমি ধরে' বসিলাম তোমারে নৌকায়।
হইবে বর্ণিতে মেলা কম-কবিতায়॥
নন্দনে রচিলে বসি মকরকেতন॥
হ'ত কি হ'ত না গীত তোমার মতন॥
বন্ধু বিনে সে সময় কে জানিত আর।
নবীন-হৃদয়খানি অমৃত-আধার॥

দেখায়ে পলাশিক্ষেত্রে বৃটিশ-সমর।
জাগিলে শয্যায় শুনি হয়েছ অমর॥
রৈবতকে কি জমকে সাজে যদুরায়।
কুরুক্ষেত্রে সমরান্তে শান্তি পুনরায়॥
চিত্রিলে প্রভাসক্ষেত্রে নেত্র ভাসে জলে।
কৃষ্ণলীলা সাঙ্গ হ'ল নীলসিন্ধুজলে॥
আমিও লিখেছি বসে' ভ্রাতার শ্মশানে।
"কালাপানি"-হিন্দুয়ানি শ্লেষব্যঙ্গগানে॥
শেষ দৃশ্যে 'হাসি' লিখি বাড়াতে উল্লাস।
সাধের কন্যার গণি শেষ কণ্ঠশ্বাস॥
একমাত্র সহোদরা রাখিয়া চিতায়।
"বাবু"খানি পরদিন করিয়াছি সায়॥
অনুজার দেহোপরে কাঁদে পড়ে' জায়া।
"যাদুকরী" ধরে' গড়ি মায়াবিনী মায়া॥
গুরুপত্নী গিরিশের জায়া ল'য়ে ঘাটে॥
"তাজ্জব-ব্যাপার"খানি খাটায়েছি নাটে॥
তাই বুঝি ভাই তব হৃদয়কমলে।
"রঙ্গমতী" ফুটিয়াছে কত লোনাজলে॥
শিক্ষা ভাই শিক্ষা সেই বেদনা তো নয়।
আঁখিবারি বিনা কিসে মলা ধৌত হয়॥

যে কভু না পাইয়াছে প্রাণেতে আঘাত।
সরস্বতী সনে তার হবে না সাক্ষাৎ॥
হৃদয়শোণিতে হয় জন্ম কবিতার।
অস্থি চূর্ণ করি তা'তে দিতে হয় সার॥
সুখের আসনে বসে' গণিয়া মোহর।
কে কোথা দেখেছে কবে ভাবের লহর॥
'প্রতিভা' স্বর্গের নিধি মৃত্তিকার 'ভোগ'।
কেমনে এমন দু'য়ে হইবে সংযোগ॥
ভুলো না ভারতকবি কুন্তীর বচন।
হরিপ্রেম পেতে হ'লে দুঃখ প্রয়োজন॥
পেয়েছ অঙ্কের লক্ষ্মী—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
রন্ধনে দ্রুপদবালা হৃদে রাধারাণী॥
দিয়েছিল বাল্যকালে গলে প্রেমহার।
আজীবন সহিতেছে স্নেহ-অত্যাচার॥
জীবনে হবে না শোধ তার প্রেমধার।
তবু বল দুঃখ পেলে পাতিয়া সংসার॥
সোনার কমল পুত্র চিত্র নিরমল।
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে খুলিতেছে দল॥
বধূর মধুর মুখ হাসিরাশিমাখা।
লেখা পয় কভু ক্ষয় নাহি হবে শাঁখা॥

বুঝেছ দম্পতি দেখে দম্পতি নবীন।
সংসারে নবীন-লক্ষ্মী নাহি হবে লীন ॥
কবিতা-অমৃত-হ্রদে হ’য়ে নিমগন।
পাঠক-পাঠিকা-প্রেম কর আস্বাদন ॥
সমাজে বিরাজ সদা হ’য়ে শান্তিদাতা।
অন্নদানে সদা শূন্য জমা-দিকে খাতা ॥
আবার কি চাও ভাই কি পুষেছ আশা।
আমরা গরিব বন্ধু দিছি ভালবাসা ॥
জান না কি প্রতিভার নিশানা-বিশেষ।
হিংসা বসে’ অরিবুকে জ্বালায় অশেষ ॥
মনের আগুন তারা করে ছড়াছড়ি।
দুই এক ফুল্কি গায় লাগে উড়ে’ পড়ি ॥
তথাপি সে অগ্নিশিখা জ্বলে’ উঠে’ ভালো।
সত্যের মন্দিরচূড়া করে’ দেয় আলো ॥
যাহাদের শেষ আশা উচ্চ প্রোমোশন।
হেলায় তাদের দাও ধরার আসন ॥
কিন্নরী রচেছে কুঞ্জ চিরফুল্ল ফুলে।
অপ্সরা চামর রচে আপনার চুলে ॥
সরস্বতীসরোবরে তুলিয়া কমল।
গড়ে কবিসিংহাসন কোমল অমল ॥

নীলার ভ্রমর সেথা বাঁশরী বাজায়।
কবিতা ললিত করে মুকুট সাজায়॥
বসন্ত ফুটন্ত ফুলে গাঁথে কণ্ঠহার।
উর্ব্বশী-মেনকা-কণ্ঠে ছুটে সুধাধার॥
কমল-আলয়া আসি করেন বরণ।
শান্তি দেন নারায়ণ ধুয়ে শ্রীচরণ॥
রাজা হ'য়ে বসে' যাবে যবে হবে দিন।
বীণাপাণি হৃদয়েতে ছোঁয়াবেন বীণ॥

দলপতির দরবারে।

বাঙালী বিলাত হ'তে, চড়ি সিদ্ধবিদ্যারথে,
মহোল্লাসে নিজদেশে করে আগমন।
তাঁদের আত্মীয় যাঁরা, আতঙ্কিত হন তাঁরা,
সাদরে হৃদয়ধনে করিতে গ্রহণ॥
সমাজ হুঁকো নে বসি, কাগজে ঢালিয়ে মসি,
'একঘরে' 'একঘরে' তোলে কোলাহল।
পিতা বলে 'হা বিধাতা', ধূলায় ধূসরা মাতা,
বাড়ী ছেড়ে চলে ছেলে ফেলে' আঁখিজল॥

শোকে রোষে মর্ম্মাহত, রক্ত আঁখি মুখ নত,
পিতামাতা বলে পড়ে' সমাজের পায়।
আমার সোনার ছেলে, কেন দাও জেতে ঠেলে,
কি দোষ করেছে বাছা বুঝাও আমায়॥
বিদ্যা-উপার্জ্জন-তরে, গিয়াছিল দেশান্তরে,
অখাদ্য খেয়েছে সেথা হ'য়ে নিরুপায়।
রাজার নিয়ম আছে, আগে পাস্ পদ পাছে,
সে পদ দেশের পাসে পাওয়া নাহি যায়॥
(উচ্চপদ পেতে কার সাধ নাহি হায়!)
কিন্তু বসে' বঙ্গদেশে, শোর-গরু লুসে ঠেশে,
সহস্র সহস্র জন জাঁকে আছে জাতে।
দুর্গোৎসব হয় ঘরে, কন্যাদান বিপ্র-বরে,
থালা ধরে' অন্ন ঢালে কুটুম্বের পাতে॥
"লুকায়ে যদ্যপি খায়, উদরে শুখায়ে যায়",
সমাজ সগর্ব্বে দেয় 'বেদের' উত্তর।
মাথাটি পাতিয়ে ভাই, মানিয়া নিলাম তাই,
চলে না গোপনপাপে চালালে নজর॥
সৌখিন বৈঠকে বসে', প্রাণের প্রেমের বশে,
নানাজাতি মিত্র করি একত্রে আহার।

কিন্তু কোন ক্রিয়াকর্ম্মে, মান্য দিয়ে জাতিধর্ম্মে,
রাখি না তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক আচার ॥
বেশ বেশ ভাল যুক্তি, দুপক্ষ পাইল মুক্তি,
স্বক্তোতে জাতির চুক্তি কাট্‌লেটে নয়।
চোরবিদ্যা বিদ্যা বড়, যদি সে চতুর দড়,
ধরা পড়ে' নাহি হয় পুলিসে উদয় ॥
কিন্তু এ যে মাঝে মাঝে, ইঙ্গ-বঙ্গ-মেশা কাজে,
কাগজেতে ছাপা দেখি সেকেন্দারী গজে।
'সো এ্যাণ্ড্ সো'এর বাড়ী, ডিনার গিয়েছে ভারি,
'পেলিটী' রেঁধেছে ভাল রায় দেছে জজে ॥
হজম না হ'তে বিস্‌ট্, মুদ্রাকর মুছে' মিস্‌ট্,
সিলেক্‌ট্ নামের লিস্‌ট্ করিল জাহির।
বনেদি গোঁড়ার কোঁড়, ভেকধারী ভুঁইফোঁড়,
তেউড়-সমেত থোড় বাজারে বাহির ॥
"কোথা কে কি ঢেকে করে, খুঁজে খুঁজে কে তা ধরে,"
এ দেখে' এ কথা আর বলা কি গো চলে।
এ হ'তে কি উচ্চে ভাষে,' বালক বিলাতবাসে,
কি খেয়েছে চেম্বরে বা টেম্পলের হলে ॥
যার আছে জাতে খোঁটা, তার বাড়ী জলফোঁটা,
কেহ যদি পিপাসায় করে' বসে পান।

অমনি কুটুম্বদলে, দম্ভে হেঁকে-ডেকে বলে,
“দেখি কোথা পায় পাত্র কন্যা দিতে দান” ॥
নিমন্ত্রণে পংক্তিভোজে, সমাজ খুঁজিয়া বোঝে,
জাতির বিচার নাহি মানে কোন্ জন।
হালে এই দরবারে, আবাহন রাজদ্বারে,
জাতি ধর্ম্ম বুঝে আছে ভিন্ন আয়োজন ॥
হিন্দুতরে ভিন্ন কক্ষ, বিশুদ্ধ হিন্দুর ভক্ষ্য,
শুদ্ধজাতি অনুচর পরিচর্য্যাতরে।
আবার খৃষ্টান্-ঘরে, কেল্নার অকাতরে,
জোগাইবে ভোজ্য-পেয় রাজার আদরে ॥
কিন্তু এই সমারোহে, পড়িয়ে লোভের মোহে,
যে যে হিন্দু করিবেন কৃপা কেল্নারে।
তাঁহাদের এই কার্য্য, গোপন বলিয়া গ্রাহ্য,
করিবে সমাজ কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ॥
নয় যার-তার বাড়ী, হোটেল্ বা রেল্গাড়ী,
জানিবে নক্ষত্র-নাড়ী আপনি ভূপাল।
ধর্ম্মের রক্ষক যিনি, খাতায় লবেন চিনি’,
গিনী-রোজে জাতি তেজে’ কেবা পাতে থাল ॥
প্রকাণ্ড দিল্লীর মাঠ, বসেছে ধরার হাট,
কর্ম্মকর্ত্তা বড়লাট সহস্রলোচন।

নানাদেশসমাগত, লক্ষ লক্ষ অভ্যাগত,
সবার সমক্ষে কার্য্য নহে তো গোপন ॥
বিলাত-ফেরার বাপ, মনস্তাপে অভিশাপ,
যদি দেয় সমাজের এই পক্ষপাতে।
বলে' দাও দলপতি, বঙ্গ-'গ্রাণ্ডি' গুণবতি,
তর্ক করি যাব কিগো তাহারে হারাতে ॥
কিম্বা দিব নাকে খৎ তৃণ করি দাঁতে ॥

লোকনাথ মৈত্র।

কোথা তাত লোকনাথ, দেব পদে প্রণিপাত,
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে।
কত স্নেহ ভালবাসা, কত সুখ কত আশা,
পেয়েছি পায়ের পাশে কিশোরজীবনে ॥
আহা কত কত দিন, সে দিন হয়েছে লীন,
নবীন সে প্রাণ আর নাহি পাব ফিরে।
তব শিক্ষা মহাভাগ, নিঃস্বার্থ সে অনুরাগ,
পরের বেদনা দেখে ভাসা আঁখিনীরে ॥
সে সুখের কাশীবাস, হৃদয়ে ফুলের চাস,
রোগীর শিয়রে বসি সাধে সেবা-দাস।

গঙ্গাতীরে মুক্তমনে, ফিরি সান্ধ্য-সমীরণে,
পাঠক্লান্ত-দেহমন-শ্রান্তি করি নাশ ॥
এমনি নিদাঘ-নিশি, ছাদেতে সকলে মিশি,
পাশাপাশি পালঙ্কেতে করি জাগরণ।
কত গল্প বহুতর, মিথ্যা-দ্বন্দ্ব মনোহর,
গ্রহগতি হেরি, করি তারকাগণন ॥
তোমার ইঙ্গিতে রাতে, সেই পাচিকার সাথে,
রন্ধন বলিয়া মন্দ কলহরোপণ।
পিসীমারে মনসাধে, কৃপণতা-অপবাদে,
কাঁদায়ে সেধেছি পরে ধরিয়ে চরণ ॥
করিয়াছি কি উৎপাত, প্রতিদিন দিনরাত,
অল্প পিতামাতা পারে সে সব সহিতে।
তিরস্কারমাত্র শুনে, জ্বলে' অভিমানাগুনে,
পালায়েছি বাসা ছেড়ে তোমারে দহিতে ॥
ফিরি পথে রোখে রোখে, অকস্মাৎ চোখে চোখে,
জড়ায়ে ধরিয়ে কোলে কেঁদে গেছ ভেসে।
রৈল পড়ে রোগী টাকা, ফিরিল গাড়ীর চাকা,
নানা-খাদ্য-আয়োজন বাড়ী ফিরে এসে ॥
বয়সবৃদ্ধির সনে, পশিয়া সংসারবনে
অনেক মহান্ প্রাণ করি দরশন।

আত্মপরভেদ নাই, যেই আসে পুত্র ভাই,
দেখিনি নিঃস্বার্থ প্রাণ তোমার মতন ॥
জন্ম লভি দ্বিজ-অংশে, বেলেকাঁদি-মৈত্রবংশে,
অপূর্ব্বপ্রতিভাবলে ভিষক্‌প্রধান।
পুণ্যভূমি কাশীধামে, আজো যশ তব নামে,
পুণ্যগীতি ধনী দীন আজো করে গান ॥
ইংরাজ জজের জায়া, ছাড়িতে ছাড়িতে কায়া,
তব চিকিৎসায় পায় প্রাণ পুনরায়।
পুরস্কার দিতে এর, আয়রন্‌-সাইডের,
কোমল কৃতজ্ঞ মন পুলকেতে চায় ॥
মহাপ্রাণ লোকনাথ, নিজে না পাতিয়া হাত,
দীনদুঃখিতরে চায় চিকিৎসা-আলয়।
হানিমান্‌ জয় জয়, ভারতে কাশীতে হয়,
হোমোপ্যাথি হস্পিটাল্‌ প্রথমে উদয় ॥
ঔষধ অমৃতবিন্দু, সুখে মুখে দেন হিন্দু,
মনেতে সন্দেহ নাহি জাতিনাশভয়।
শিশু স্নেহে সুধা চায়, বিধবা ঔষধ খায়,
বিসূচিকা ভাল হয় হইল প্রত্যয় ॥
তোমার আপন চালা, অতিথির মুক্তশালা,
ভদ্র রোগী গেলে পান সমাদরে স্থান।

যাহার নাহিক অন্য, সতত তাহার জন্য,
এক-পাত্র অন্ন আছে নিজের সমান ॥
বড় দাগা ছিল হৃদে, মেটেনি সংসার-ক্ষিদে,
জায়া কায়া ছেড়েছিল না দিয়ে সন্তান ।
তাই পরে জুটাইয়ে, স্নেহফুল ফুটাইয়ে,
আলো করে' রেখেছিলে হৃদয়-উদ্যান ॥
চাহিয়ে তোমার মুখে, বাজিল বিধির বুকে,
প্রণয়-আধার পত্নী পুন দিল দান।
তবে কেন স্নেহময়, তাঁরে ফেলে অসময়,
বিধবা করিয়ে কৈলে স্বরগে প্রস্থান ॥
দেখ কি গোলোকবাসি, অমরপুলকে হাঁসি,
আজি কিবা শোভারাশি তোমার সংসারে ।
বুদ্ধিমতী গুণবতী, বিধবা ব্রাহ্মণী সতী,
কি বীরত্ব দেখায়েছে দুঃখের মাঝারে ॥
প্রতারকে হরে ধন, তবু কিবা দৃঢ় মন,
আপন কর্ত্তব্যপথে টলেনি চরণ।
বিভুপদে করে' ভিক্ষা, সন্তানে দিয়াছে শিক্ষা,
সমাজে সম্মানে সবে পেয়েছে বরণ ॥
তোমার সোনার বিন্দু, সেই ইন্দু পূর্ণ-ইন্দু,
অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য দেহে মানসে হৃদয়ে।

মাটীর পুতুল ফেলে, সোনার পুতুলী ছেলে,
কোলে তুলে ফুল্লমনে আছে পতি ল'য়ে ॥
সুরেন দ্বিজেন সেই, আধ-ভাষী শিশু নেই,
পরীক্ষাসমরে আজি জয়ী বিদ্যাবীর।
দুজনের অঙ্ক আলা, করে দুটি চারু বালা,
পেয়েছে পিতার বিদ্যা দ্বিজেন সুধীর ॥
সুরেন পণ্ডিতপ্রায়, পণ্ডিতের দুহিতায়,
ভার্য্যাভাবে লভিয়াছে আপনার ভাগে।
দ্বিজেন সার্জ্জন-সা'ব্, বিদ্যা সনে বৈদ্যভাব,
বরিয়াছে বরাননী তারে অনুরাগে ॥
চিরদুঃখপরিচিতা, মলিনা অপরাজিতা,
সোদরদুহিতা তব আদরে পালিতা।
সে কাদু বিষাদে হাঁসি, হৃদয়ের প্রেমরাশি,
বিভুপায় ঢেলে দেয় সতী সুললিতা ॥
এস তাত একবার, দেখে যাও সুধাধার,
'দুঃখিনী' হয়েছে আজি 'আনন্দিতা মাতা'।
পুত্রের প্রতিভারবি, বধূমুখে মধু-ছবি,
দেখে যাও পুত্রবতী দুহিতা জামাতা ॥
সেই কত বর্ষ আগে, গলি স্নেহ-অনুরাগে,
শুনিতে যাহার পাঠ বসিয়া বাসাতে।

সে আজ নটের রাজা, কার্য্য রঙ্গমঞ্চে সাজা,
নিজ ব্যথা চেপে পারে দর্শকে হাঁসাতে ॥
নাহি বালকের বেশ, মাথাভরা শুভ্রকেশ,
বঙ্গেতে বিখ্যাত বাগ্মী রঙ্গনাট্যকার।
তাইতে তোমার কাছে, অমৃত গরবে নাচে,
হাঁসে কাঁদে পদে লুটে' করে নমস্কার ॥

মল্।

ষড়রাগ ঝরে, বামাকণ্ঠস্বরে,
ছত্রিশ রাগিণী চরণের মলে।
এ দুয়ের ধ্বনি, মিশাইলে ধনী,
ফণী মানে বশ মুনিমন টলে ॥
যে-রজত-তরে, ধরা রণ করে,
আকুল-ব্যাকুল পাগলের পারা।
পেলে যার ঘ্রাণ, উপেক্ষিয়া প্রাণ,
উঠে'-পড়ে' ধায় হ'য়ে দিশেহারা ॥
বিপদে না গুণে, ঝাঁপায় আগুনে,
সাগরে ভূধরে বিবরে প্রবেশে।

লাথি-ঝাঁটা খায়, ডুব দিতে চায়,
পাতকপাথারে ঘাতকের বেশে ॥
এ মোহিনী কি যে, সে রজত নিজে,
হাঁসে বসে' বেশ হুতাশন-মাঝে।
কঠিন লোহায়, সাধে ঢালে কায়,
হাতুড়ির ঘায় বুকে নাহি বাজে ॥
রূপপিপাসায়, রূপা গলে' যায়,
পা দুটি বেড়িয়া পড়িয়া সে রয়।
চারু পদতল, করে ঝলমল,
সাধে সেজে বাঁদী চাঁদি সুখী হয় ॥
(মল্) বহুরূপ ধরে', সে পায় বিহরে,
কতমত বক্র করে চক্র-অঙ্গ।
সাজে সাদামাটা, ডায়মন্-কাটা,
কখন ছ'গাছি সলিলতরঙ্গ ॥
ঘুঙুরের সনে, লোটায় চরণে,
ছিলে-কাটা কায় কভু হীরা জ্বলে।
খাম্বাজ মল্লার, পূরবী বাহার,
সাহানা সোহিনী বাজে গো সে মলে ॥
মিঠে খিনি খিট্, পিলু কি ঝিঁঝিট,
চলিয়া চলিতে ললিত যে বাজে।

ঝম্‌ঝম্ রবে, আশা বাজে যবে
"যাই যাই" বলে যারে বলা সাজে ॥
মানভরে বেগে, ছুটে যায় রেগে
ঝনর্‌-ঝনৎ রাগ চমৎকার।
প্রণয়সমরে, সুধাসুর ঝরে,
তর্ করে প্রাণ সে হরশিঙার ॥
দিশি কি বিলাতি, বাদ্য নানাজাতি,
করেছি শ্রবণ নব পুরাতন।
তারেতে ঝঙ্কারে, বাজে বা ফুৎকারে,
পবনসঞ্চারে চাপিলে চরণ ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, সেতার সারঙ্গ,
বেণু বীণাতান রবাব কানুন।
রাগের চমকে, বেজেছে জমকে,
দুলে দুলে লয়ে দুন্‌-পরদুন্ ॥
বাঁশী ফ্ল্যাট্ শার্প্, ইটালির হার্প্,
পিয়ানো অর্‌গ্যান্ বেহালা গীটার্।
লোহিত অধরে, তুষারের করে,
ঢালিয়াছে কানে কত সুধা-ধার ॥
তুলিয়া তরঙ্গ, বনের বিহঙ্গ,
স্বরভঙ্গিরঙ্গে করেছে আকুল।

পাপিয়া কোয়েল, শ্যামা কি দোয়েল,
কেনেরী আর্গিন্ বিলাতি বুল্‌বুল্ ॥
কিন্তু নারীপায়, মল্ যা বাজায়,
• তার তুলনায় সব পরাজয় ।
সুরের লহরে, শরীর শিহরে,
মাতায়ে গলায়ে মন লুটে লয় ॥
বিরহ-বেহাগে, মেলানি গো মাগে,
হৃদিমাঝে জেগে কাঁদে অনুরাগ ।
মিলনপিয়াসে, রুণুঝুনু আসে,
আশার নেশায় ঢালিয়া সোহাগ ॥
লুকাইয়া মধু, আসে নববধূ,
ধীরপদে চলে মাধুরীমুকুল ।
যেন কত লাজে, তার মল্ বাজে,
থামে মাঝে মাঝে লহর মৃদুল ॥
যাপিতে যামিনী, যুবতী কামিনী,
মরাল-দোলনে চলে পতিপাশে ।
রসে ঢলঢল্, বলে তার মল্,
"আসি আসি আমি ভেস না হতাশে" ॥
তিরিশের সতী, তুষিবারে পতি,
গজবরগতি মাতিয়া চলিছে ।

"কোথা প্রাণধন, কি দেবে গো পণ",
ঠুন্‌ঠুন্‌ঠনে সে মল্‌ বলিছে ॥
মাননিবারণে, ধরিতে চরণে,
ত্বরিতে সরাতে বেজে ওঠে মল্‌।
নূপুরশিঞ্জন, চায় আলিঙ্গন,
পদানত শির করে টলমল্‌ ॥
বড় সাধ মনে, জীবনে মরণে,
ও চারুচরণে মল্‌ হ'য়ে থাকি।
রুণুঝুনু ঝমে, মজিয়া মরমে,
"তুমি তনু-প্রাণ" বলে' তোরে ডাকি ॥
বয়সের ছলা, করে' শশিকলা,
তুমি দেছ মলে ত্বরা পেন্‌শন্‌।
রজতের হার, মম কেশভার,
কর অলঙ্কার মেলায়ে চরণ ॥
জয় জয় কালী, এই লও ডালি,
ঢালিলাম পায় নত শুভ্রশির।
অতি সুশীতল, তব পদতল,
জীবনে আমার যমুনার তীর ॥

হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সাবধান হে হারাণ ধীরে ফেল পদ।
সমুদ্র সুমুখে এবে নহে নদীনদ॥
কৈশোরে সাহিত্যতীর্থে ভ্রমিবার আশে।
পরিয়ে কৌপীন-ডোর চলিলে প্রবাসে॥
প্রসিদ্ধ পবিত্র মঠে হইয়া অতিথি।
গ্রন্থকূট ঘেঁটে কিছু শিখে নিলে গীতি॥
জয় গুরু বলে' দিলে ছেড়ে কণ্ঠস্বর।
নবীন সন্ন্যাসী গায় তুষ্ট নারীনর॥
গৃহস্থবাড়ীতে বলে' পতিপ্রেমকথা।
ভরিয়ে ভিক্ষার ঝুলি অন্ন পেলে তথা॥
যুবক যোগীর কোলে বালিকা 'দুলালি'।
আশ্চর্য্য কিছুই নয় ভুলিল বাঙালি॥
চিম্‌টা ঘুরাতে মনে পড়ে গেল অসি।
প্রতাপ-রাণার চিত্র তাই আঁকে মসি॥
নামের মহিমা নাম করায় স্মরণ।
প্রতাপ-আদিত্যে দেখে বাঙালীর রণ॥
গৌরবসৌরভে মোহে স্বজাতির মন।
যোগীরে আপন ভাবে বঙ্গযুবাজন॥

যথার্থ যোগীর নাই 'সম্প্রদায়ী' দ্বেষ।
খৃষ্টানমন্দিরে তাই করিলে প্রবেশ॥
শেক্স্পীয়ার-তূলিকার বিমোহন চিত্র।
কথাছলে বলে' বলে' হইলে পবিত্র॥
পশিল পান্থের নাম রাজসিংহদ্বারে।
কবিরে পূজিল রাজা গৌরবের হারে॥
সঙ্কটে পড়েছ পেয়ে সম্মানরতন।
কঠিন অর্জ্জন হ'তে রক্ষা করা ধন॥
সঞ্চয় হইলে অর্থ রাখা তারে ভার।
চোরে চায় চুরি করে বন্ধু চাহে ধার॥
নিত্য আনে নিত্য খায় কি হিসাব তার।
তবিলে থাকিলে কড়ি খাতা দরকার॥
যশ মান কবিপক্ষে বড়ই বালাই।
কোটি নেত্র কর্ম্মক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখে ভাই॥
ত্রুটিতে ত্রুটিতে হয় ভ্রুকুটি সহিতে।
জীবন দাসত্বপ্রায় দায়িত্ব বহিতে॥
বরঞ্চ হাজারবার দিক গালাগালি।
বড় দায় যদি পায় কবি করতালি॥
বাহবা বাহবা বুলি বড় সুমধুর।
ডরে কিন্তু প্রাণ করে শুনে গুর্‌গুর্‌॥

মাটীতে দাঁড়ায়ে আছি পতনে কি ভয়।
দলে মিশে আছে মাথা লক্ষ্য নাহি হয়॥
ধাপে ধাপে উঠিয়াছি যেই কিছুদূর।
নিশ্চয় পতনে তবে হবে অঙ্গচূর॥
কারো কারো বালাধাত শৈশবে আতুরে।
চাহিলে নীচের দিকে মাথা যায় ঘুরে॥
উঁচুতে দাঁড়ালে শির লক্ষ চক্ষু দ্যাখে।
সেথা না টলিলে পদ তবে পদ ট্যাঁকে॥
আসন যশের স্তম্ভে দেয় নানা জ্বালা।
চুল চিরে বিচারের সুরু হয় পালা॥
জ্ঞান-ছত্র-ছায়া চাই শিক্ষা-বল চাপ।
কাকের ঠোকর আছে খর রবিতাপ॥
শাখা নত করে' তরু ফল দিতে চায়।
বিনয়ে মহৎ মন লজ্জা নাহি পায়॥
জ্ঞানগিরি-আরোহণে থামাবে না গতি।
দাঁড়ালে রবে না সেথা শীঘ্র অবনতি॥
আনন্দ দিয়াছে বড় তোমার সম্মান।
দরবারে হ'ল রক্ষা মাতৃভাষামান॥
এ মান তোমার নয় তব প্রতিভার।
রেখো মনে মান সনে নিলে গুরুভার॥

হাজার হাজার আছে হারাণ রক্ষিত।
রাজদ্বারে শুধু হারু তুমি পরীক্ষিত॥
তোমার পিতার কথা শুনি লোকমুখে।
গলিত মহান্ প্রাণ নিত্য পরদুখে॥
সর্ব্বস্ব হারায়ে পরে পোহাইতে রাত্র।
যাচকে দেছেন নিজ জীর্ণ জলপাত্র॥
তব পিতা দানবীর শ্রীহরি রক্ষিত।
ধাতার খাতায় ধন রাখেন গচ্ছিত॥
পিতৃস্বত্বে আজি তব গৌরব-অর্জ্জন।
সরস্বতীপদ্মবনে কুড়াইলে ধন॥
পুণ্যের সম্পত্তিরক্ষাভার তব শিরে।
পুণ্যপথে হে ধীমান্ চল ধীরে ধীরে॥
স্নেহের আত্মীয় ভেবে দুটো কথা বলা।
সাহিত্যকুটুম্ব জেনে না ধরিও ছলা॥
শুভ্রশির-অহঙ্কারে করি আশীর্ব্বাদ।
পূর্ণ করে' দিন বিধি সব সুখসাধ॥

তালের তত্ত্ব।

আষাঢ়ে রথের তত্ত্ব বাজার লুটিয়া।
শ্রাবণে ইলিশমাছ কাশুন্দি কুটিয়া॥
ভাবিনী ভাদ্দরে ভরে ভারি ভাবনায়।
তর্পণের তত্ত্ব নাই 'আব্রহ্মস্তম্বায়'॥
হেনকালে কচিছেলে চেঁচাইল চিল।
বউমা বসায় পিঠে গুম্ করে' কিল॥
কিল শুনে তিলেকেতে তাল পড়ে মনে।
চালাবে তালের তত্ত্ব জামাইভবনে॥
চলিল চাল্‌শে সতী পতির সকাশে।
নথ-ফাঁদে হাঁসি-চাঁদ ছবি-ছাঁদে ভাসে॥
পাশেতে বসিয়া গিন্নি বিনাইয়ে কয়।
"ব্যথাটা কেমন, কি গো খেতে ইচ্ছা হয়॥
ছেলেপুলে সংসারেতে দেহ গেল জ্বলে'।
কাছে বসি দুদণ্ড যে পারি না তা ম'লে॥"
শুনিয়া ব্যথার কথা কর্ত্তা মনে ভাবে।
আঁচিয়া এসেছে গিন্নি বুঝি কিছু চাবে॥
আমৃতা আমৃতা করে' কর্ত্তা কথা কন।
"ব্যথাটা ততটা—তা—তা—নাহি টনুটন্‌॥

এ মাসে তেমন তবে হয়নিকো আয়।
সাম্‌নে আসিছে পূজো কি হবে উপায়॥"
"আমি এলে ও কথা তো আছে চিরকাল।
তাই তো আসিনে হেথা বাড়াতে জঞ্জাল.॥
আমি চেলে সব বুঝি উড়ে'-পুড়ে' যায়।
মনে কর মাগী বুঝি নিজে পেটে খায়॥"
গর্জ্জিয়া উঠিল গিন্নি এই কথা বলে'।
হুকুমে ভিজিল্ নথ নয়নের জলে॥
আহাম্মুক হ'ল কর্ত্তা নাই বলে' অর্থ।
গৃহিণী সুবিধা পেলে বাধাতে অনর্থ॥
হ'ল না বলিতে আর করি ভয় ভয়।
মানে আর রোদনেতে গৃহিণীর জয়॥
তাল্‌ফুলুরির তত্ত্বে করিয়া জমক।
ধার্য্য হ'ল লোকমাঝে লাগাবে চমক॥
দেড়শত লোক যাবে হ'য়ে গেল স্থির।
তা ছাড়া গোয়ালা-ভারী নেবে দইক্ষীর॥
বিয়ে হ'তে কত লোক রাখিয়াছে বলে'।
কবে আর যাবে তারা এবার না হ'লে॥
মকরের চাকরের ভাইপোর মাসী।
জেলেনী মালিনী জয়া সইমার দাসী॥

ও বাড়ীর হাড়িদের পাড়ার সেই উড়ে।
কাপুড়ে কানাই আর লখাই সাপুড়ে॥
এমন আত্মীয় ঢের আলাপী সেকেলে।
কথা দিয়ে কতদিন রেখেছেন টেলে॥
পূজাতে নিজের লোক যাবেই সবাই।
এবার এদের গিন্নি পাঠাবেন তাই॥
বিদায় প্রথমবর্ষে টাকা টাকা থালা।
কবে আর যাবে গেলে পাওনার পালা॥
কত আছে প্রতিবেশী কুটুমের লোক।
সকলেই পেতে চায় কিছু কিছু থোক॥
চাকরদাসার যদি নাহি থাকে মান।
মিছে তবে কুটুম্বিতা মিছে কন্যাদান॥
পথ জুড়ে' ভিড় করে' যাবে থালা ভারী।
তবে বলি তত্ত্ব তারে তারিপ তো তারি॥
কাঁধি-তাল নিয়ে যাবে আটজন বাঁকী।
আল্‌গা তালের ঝুড়ি কুড়ি ধরে' রাখি॥
গুঁড়ি-তরে চাল যাবে কুটিবার ঢেঁকী।
চাঁদিগড়া তালমাড়া নেবে ফুলি নেকী॥
গাম্‌লা গড়াতে হবে রাখিবারে মাড়।
রূপো কিনে দিলে হবে স্যাক্‌রার চাড়॥

এ মাসে তেমন তবে হয়নিকো আয়।
সাম্‌নে আসিছে পূজো কি হবে উপায়॥”
“আমি এলে ও কথা তো আছে চিরকাল।
তাই তো আসিনে হেথা বাড়াতে জঞ্জাল.॥
আমি চেলে সব বুঝি উড়ে’-পুড়ে’ যায়।
মনে কর মাগী বুঝি নিজে পেটে খায়॥”
গর্জ্জিয়া উঠিল গিন্নি এই কথা বলে’।
হুকুমে ভিজিল্‌ নথ নয়নের জলে॥
আহাম্মুক হ’ল কর্ত্তা নাই বলে’ অর্থ।
গৃহিণী সুবিধা পেলে বাধাতে অনর্থ॥
হ’ল না বলিতে আর করি ভয় ভয়।
মানে আর রোদনেতে গৃহিণীর জয়॥
তাল্‌ফুলুরির তত্ত্বে করিয়া জমক।
ধার্য্য হ’ল লোকমাঝে লাগাবে চমক॥
দেড়শত লোক যাবে হ’য়ে গেল স্থির।
তা ছাড়া গোয়ালা-ভারী নেবে দইক্ষীর॥
বিয়ে হ’তে কত লোক রাখিয়াছে বলে’।
কবে আর যাবে তারা এবার না হ’লে॥
মকরের চাকরের ভাইপোর মাসী।
জেলেনী মালিনী জয়া সইমার দাসী॥

ও বাড়ীর হাড়িদের পাড়ার সেই উড়ে।
কাপুড়ে কানাই আর লখাই সাপুড়ে॥
এমন আত্মীয় ঢের আলাপী সেকেলে।
কথা দিয়ে কতদিন রেখেছেন টেলে॥
পূজাতে নিজের লোক যাবেই সবাই।
এবার এদের গিন্নি পাঠাবেন তাই॥
বিদায় প্রথমবর্ষে টাকা টাকা থালা।
কবে আর যাবে গেলে পাওনার পালা॥
কত আছে প্রতিবেশী কুটুমের লোক।
সকলেই পেতে চায় কিছু কিছু থোক॥
চাকরদাসীর যদি নাহি থাকে মান।
মিছে তবে কুটুম্বিতা মিছে কন্যাদান॥
পথ জুড়ে' ভিড় করে' যাবে থালা ভারী।
তবে বলি তত্ত্ব তারে তারিপ তো তারি॥
কাঁধি-তাল নিয়ে যাবে আটজন বাঁকী।
আল্‌গা তালের ঝুড়ি কুড়ি ধরে' রাখি॥
গুঁড়ি-তরে চাল যাবে কুটিবার ঢেঁকী।
চাঁদিগড়া তালমাড়া নেবে ফুলি নেকী॥
গাম্‌লা গড়াতে হবে রাখিবারে মাড়।
রূপো কিনে দিলে হবে স্যাক্‌রার চাড়॥

কড়া বেড়ি চাটু হাতা ঘড়া ঘটী হবে।
একেবারে দু-হাজার-ভরি এনো তবে ॥
পিতল-কাঁসার পূরো দিতে হবে স্যুট্।
না হ’লে কুটুমে বড় ধরে’ বসে খুঁট্ ॥
চ্যাঙারি ধুচুনী কুলো ডালা ডোম-সজ্জা।
গরুর গাড়িতে গেলে তবে রবে লজ্জা ॥
তাল খেয়ে বেহানের খালি তৃষ্ণা পাবে।
তিনটে না দিলে জালা দেখো খোঁটা খাবে ॥
রাঁধুনী কাপড় পাবে বড়া ভাজিবার।
গামছা তোয়ালে তার হাত মুছিবার ॥
‘হগ্নীর খুর্‌সী-পীঁড়ে পায়া দুই মুখে।
পাতিয়ে বসিবে মাগী চুলোর সুমুখে ॥
এত হ’ল দেয়া ভাল কাপড় সবার।
বরাবর নয় কিছু জোর খেপ্ চার ॥
এখন মেয়েরা পরে সবাই শেমিজ্।
সেনেরা দিয়েছে শুনি রেশমী কামিজ্ ॥
গুড়ের দুকুড়ি চাই ডাগর নাগরী।
ঢালিয়া রাখিতে লাগে যখান সাগরী ॥
‘নাচ’-গাড়ি নারিকেল দিলে রবে মান।
কুরিতে কুরুণী তাহা দু’খানি-দোকান ॥

চন্দ্রপুলী ক্ষীরছাঁচ মেওয়ার রকম।
ছমোন হ'লেও তবু হবে কম-কম॥
গড়িয়ে ক্ষীরের তাল দিলে হবে বেশ।
জানে বটে তত্ত্ব দিতে মেনে নেবে শেষ॥
পালকের পাখা কিনো আপিসের পথে।
বাতাসে জুড়াবে বড়া ভাল তরিবতে॥
সময়ের ফল যাহা বাজারেতে মেলে।
গুছায়ে আনিবে বুঝে তুমি নিজে গেলে॥
ঝাঁটা পাঠাইব ঝাড়ু দিতে রান্নাঘর।
ঘর করে' রাখিয়াছি তোমারি সুসর॥
ঘি-ময়দা চিনি তেল নুন কলাপাতা।
পাথরের খোরা চাকী শিল নোড়া জাঁতা॥
খোবানি বাদাম পেস্তা পোস্তদানা তিল।
ঝি-জামাই বসে' খাবে কেদারা-টেবিল॥
ফুলুরী খাইলে যদি পেটে ধরে ব্যথা।
পেপের্মণ্টো দিতে হবে নাহিক অন্যথা॥
হোমোপাথী বাক্স সঙ্গে কোলেরোডাইন্।
জ্বর যদি আসে পাছে কিছু কুইনিন্॥
এতেও যদ্যপি ব্যান কন কথা ফড়্‌কে।
আঁচাতে সাবান দেব সোনা চিরে খড়্‌কে॥

কত-কি-যে দেয় লোক মনে নাহি আসে।
খোঁটা যদি ওঠে ফের দেব শেষা-মাসে॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকবি।

বিরলে বৈষ্ণবকবি, আঁকিল যে প্রেমছবি,
তুলনা তাহার আর কোথায় ধরায়।
অত ভাবে রূপ দেখা, কোথা বল আছে লেখা,
অমন আদর আর কোথা শুনা যায়॥
কি অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগ, মিলনের অনুরাগ,
সুরম্য সম্ভোগসুখে কলার বিকাশ।
কুসুমে শিশিরদল, বিরহের আঁখিজল,
হতাশের দীর্ঘশ্বাসে শেফালির বাস॥
কে আর করেছে গান, অমন মধুর মান,
মানভঙ্গরঙ্গে কোথা অত ভঙ্গিঘটা।
পাতিয়ে পিরিতিহাট, কোথা আর অত নাট,
ঘাট মাঠ বাট তটে নব নব ছটা॥
ব্রজের গোপিকা বই, কোথা আর প্রেমময়ী,
বিচ্ছেদ পুষিয়া প্রাণে হইত মোহিত।

কোথায় নাগরকোলে, নাগরী ঝুলনে ঝোলে,
বরিষণস্বরে মিশে কাজরি-সঙ্গীত ॥
আবার হেমন্তরাতে, রসিকারা রাসে মাতে,
হৃদয়রাজের সাথে প্রমোদে বিহার।
ফুলের চাঁদোয়া-তলে, ফুলমালা ঝলমলে,
ফুল হ'তে ঝরে' পড়ে ফুলেলা নিহার ॥
ফাগুনে ফাগের খেলা, লীলায় লালের মেলা,
বসন্তবাতাস সনে হোরি গায় দুলে।
উল্লাসে লোহিত গাল, ফাগরাগে আরো লাল,
আবিরে কবরী ভরে' লাল করে চূলে ॥
হাসিরাশি মেখে মুখে, কুঙ্কুম মারিয়ে বুকে,
কিশোরী-কাঁচরী দেয় করে' টুক্‌টুকে।
দোলে কৃষ্ণ কালো নাই, রাঙা করে' দেছে রাই,
পিচকারি মারে প্যারী শ্যামে মনসুখে ॥
এইরূপ নিতি-নিতি, নূতন নূতন গীতি,
কবিকণ্ঠে ফোটে ছোটে প্রেমের লহর।
আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি, গীতে জাগে প্রেমভক্তি,
কবিতায় শেখে পূজা ভক্ত নারীনর ॥
হিমালয়-কুমারিকা, ভজে শ্যাম শ্রীরাধিকা,
প্রেমে মজে' ব্রজরজে দেয় গড়াগড়ি।

কবিতা হইল পর্ব্ব, সর্ব্বলোকে করে গর্ব্ব,
বর্ষে বর্ষে হর্ষ আসে পুষ্পরথে চড়ি ॥
লেখনী লিখিয়া রাস, হোরির ফাগুনমাস,
কোন্ কালে গেছে চলে' অমরভবনে।
আজো সারা হিন্দুস্থান, করে সেই লীলা গান,
কবির রচিত ছবি পশেছে পবনে ॥
সেই রাস সেই দোল, ঝুলনে আনন্দরোল,
নাচে সবে নন্দোৎসবে প্রেমামোদে মাতি।
ধন্য হে বৈষ্ণবকবি, তোমার প্রতিভারবি,
জীবন্ত রেখেছে আজো এ নির্জ্জীব জাতি ॥

শ্রীশ্রীমদনমোহন।

শ্যামশান্ত কলেবর, আষাঢ়ের জলধর,
নীলকান্ত নটবর মদনমোহন।
কুন্তলে অতুল ছটা, মোহন চূড়ার ঘটা,
তাতে আঁটা শিখিপাখা কুসুম কেমন ॥
ললাটে লুটায় ইন্দু, ঝলকে তিলকবিন্দু,
ফুলধনুনিন্দী বাঁকা জোড়া ভুরু-লেখা।

নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি, কটাক্ষে অমিয়বৃষ্টি,
পল্লবে সুকৃষ্ণ সরু চারু পক্ষ্মরেখা ॥
নাসাটি মানানো মুখে, সুধাধর টুক্‌টুকে,
বাঁশের বাঁশরী রসে তার মৃদুশ্বাসে।
কমল-কেশর-দল, শ্রবণেতে ঝলমল,
গুঞ্জরি ভ্রমরদল ধায় মধু-আশে ॥
গ্রাবাটি খেলার ছলে, ঈষৎ হেলিয়ে ঢলে,
গলে ঝলে বনমালা বক্ষ করে আলা।
শ্যামভুজে করতল, নালে দোলে শতদল,
ফুলছন্দে বাজুবন্দ মণিবন্ধে বালা ॥
সেই করে বাঁশী ধরা, বাঁশী সুধারাশি-ভরা,
অধরের হাঁসি সনে মিলন তাহার।
কটিতে নটীর লাজ, শোভান্ত বসুন্তি সাজ,
কাঞ্চীমঞ্চে খেলে চন্দ্রমল্লিকার হার ॥
পদের উপরে পদ, পদতলে কোকনদ,
প্রেমামোদে নানা ছাঁদে নৃত্যলীলারঙ্গ।
বামেতে বিজলী স্থিরা, কনকে কমলহীরা,
ভুবন-ভোলান রাধা রূপের তরঙ্গ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ।

যুবা যোগী বরবেশ, চূড়াবাঁধা ঘনকেশ,
চারু অঙ্গে গিরিরঙ্গ-বসন-ধারণ।
ঝমকে কনককান্তি, প্রশান্ত নয়নে শান্তি,
টিপে টিপে নবদ্বীপে চালান চরণ॥
আকৃষ্ট পুলকে শোকে, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে লোকে,
নবীন সন্ন্যাসী দ্যাখে চক্ষে বহে জল।
স্নেহমোহে স্তন গলে, আকুল-চুলেতে চলে,
"মা" বলিতে বলে এসে রমণীর দল॥
গুন্‌গুন্ মধুস্বরে, নামরসসুধা ক্ষরে,
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে"।
বল হরি হরিবোল, হরিনামে তোল রোল,
হরি বলে' পাপি তাপি যারে তোরা তরে'॥
অন্তরে চৈতন্য জাগে, শ্রীচৈতন্য অনুরাগে,
আগে-ভাগে দেন এসে যোগিবরে কোল।
যুগল অধর হাঁসে, চারি চক্ষু জলে ভাসে,
রসনায় মেশামিশি বলে হরিবোল॥
বাতাসে খাইয়ে দোল, দূরে চলে হরিবোল,
খোল করতাল শিঙা বাজিল নগরে।

প্রভুকণ্ঠে নামগান, শুনেছে ভক্তের কান,
থাকিতে নারিল কেহ আর নিজঘরে ॥
নিমাই নিতাই নাচে, দুটি ফল এক গাছে,
মুখে যাচে বল বল বল হরিবোল।
নাচে মেতে ভক্তদল, নবদ্বীপ টলমল,
গড়াগড়ি ঢলাঢলি জড়াজড়ি কোল ॥
দুটি মনোহর ঠাম, দুটি কণ্ঠে হরিনাম,
মাঝে মাঝে ভাবাবেশ আনন্দ অপার।
দূরে ছিল দুটি ভাই, মিলে গেল একঠাঁই,
প্রেমের তরঙ্গে বন্যা আসিল আবার ॥
উন্মাদ জলের রাশি, বাধাবাঁধে উপহাসি',
দুকূল ভাসায়ে রঙ্গে মহাবেগে ধায়।
কৃষ্ণতৃষ্ণা নিবারিতে, ঝাঁপ দিয়ে সে বারিতে,
অঙ্গ ডারি নরনারী ভেসে চলে' যায় ॥
এ পাগল কোথা হ'তে, দাঁড়াল নদীয়া-পথে,
পাগল করিল ধরা ঢেলে রসধারা।
সামাল্ সামাল্ ভাই, এবার নিস্তার নাই,
নিমায়ে নিতাই করে আরো মাতোয়ারা ॥
কিবা নব অনুরাগ, কিছুতেই নাহি রাগ,
ফাটিয়ে ললাটভাগ ছোটে রক্তধার।

তবু রে নিতাই বলে, আয় আয় আয় চলে’,
প্রাণ খুলে হরিবোল বল অনিবার ॥
জগাই মাধাই আয়, হরি স্থান দেবে পায়,
মেরেছ করেছ বেশ কিবা ক্ষতি তায়।
আমি তো খাইতে মার, সহিবারে অত্যাচার,
এসেছি তোদের তরে এবার ধরায় ॥
থাকে সাধ আরো মার্, হরি বল্ একবার,
আমার আপন সেই নাম যে শুনায়।
বল্ রে মধুর বাণী, জয় জয় রাধারাণী,
রাধাকৃষ্ণনামে তৃষ্ণা হোক্ রসনায় ॥
এসেছি কাঙালবেশে, কাঁদিতে কাঙালদেশে,
সেধে সেধে দিতে প্রেম বেঁটে ঘরে ঘরে।
আয়রে চণ্ডাল পাপি, কোথা কে বিলাপি তাপি,
হতেছে হরির লুট্ কুড়ারে সত্বরে ॥
আয় আয় আয় বাপ, আমারে দে যা রে পাপ,
দেখিতে জীবের তাপ নাহি পারি আর।
যারে জীব যারে তরি, শুধু মুখে বল্ হরি,
জাহ্নবীর জলে নহে রাখি দেহভার ॥
কেন আর গণ্ডগোল, বল হরি হরিবোল,
দু’ভায়ে দিবরে কোল তুলে লব বুকে।

যা কর্ তা কর্ আর, আমার সকল ভার,
তোরা শুধু হরি হরি হরি বল্ মুখে ॥
লালসা-নেশায় ভোর, অলস রসনা মোর,
বলে-বলে ভুলে যায় অক্ষর মধুর।
তুমি যদি বলে' হরি, কান-প্রাণ দাও ভরি,
তবে তো তরিতে পারি পাগল ঠাকুর ॥
অমৃতবস্থর ভিক্ষা, হৃদে বসে' দাও দীক্ষা,
বিভু-গুরু-শিক্ষা বিনে রক্ষা মম নাই।
অজ্ঞানেরে জ্ঞান ভাবি, আঁধারে খেতেছি খাবি,
ভার নিয়ে তার' তুমি আমারে নিতাই।
তরেছিল করুণায় জগাই মাধাই ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জীবের শিবের জন্য,
নররূপ ধরি হরি ধরায় উদয়।
বীরবপু দিব্য অঙ্গ, লাবণ্য-তরঙ্গ-রঙ্গ,
জিনি স্বর্ণ গৌরবর্ণ বিশাল হৃদয় ॥
ভাবে আঁখি ঢলঢল, কৃষ্ণকথা আনে জল,
তরল প্রেমের হ্রদে নীলপদ্ম ফোটে।

চিকুরে জলদঘটা, ললাটে প্রশান্ত ছটা,
অমিয়া মাখিয়া রাখা দুটি রাঙা ঠোঁটে ॥
নাসা অতি সুগঠন, মহিমার নিকেতন,
সুস্পষ্ট যুগল ভুরু আকৃষ্ট-ধনুক।
কপোল করবীদাম, শ্রবণ সুধার ধাম,
মাধুরী ঝরিয়া পড়ে বাহিয়া চিবুক ॥
রক্তোজ্জ্বল করতল, তুল্য ফুল্ল-শতদল,
সোনার মৃণাল চারু দীর্ঘভুজ দুটি।
রক্তিম পাটের ধটি, ঘিরে আছে ক্ষীণ কটি,
কণ্ঠের কুসুমমালা কোলে পড়ে লুটি ॥
শ্রীপদে সম্পদ শান্তি, বিশ্বের সৌন্দর্য্য কান্তি,
ভ্রান্ত মন শান্ত হ'য়ে লওরে শরণ।
লুটায়ে লুটায়ে শির, ঢেলে ঢেলে আঁখিনীর,
ধুয়ে দে অধম জীব রাজীবচরণ ॥
নবরঙ্গ নবলীলা, একসঙ্গে হীরা-শিলা,
এক অঙ্গে রাধাকৃষ্ণসৃষ্টি প্রেমভরে।
যুগল গলিয়ে ভাবে, কে জানিত মিশে যাবে,
বাহিরে প্রকৃতি রবে পুরুষ অন্তরে ॥
লতাটি ঢেকেছে গাছে, জলে তৃষ্ণা ডুবে আছে,
চকোরী পুষেছে চাঁদ হৃদয়ভিতরে।

একাধারে বধূ-বর, মধু আর মধুকর,
নাগর লুকায়ে নাচে নাগরীর ঘরে ॥
আপনি আপন প্রেমে, আকুল-ব্যাকুল ভ্রমে,
আপনা হারায়ে কাঁদে আপন হিয়ায়।
রাধার প্রেমের স্বাদ, বুঝিবারে কালাচাঁদ,
গোরাচাঁদরূপে দেখি এলো নদীয়ায় ॥
অঙ্গে আছে সঙ্গে নাই, কেঁদে বলে দাও রাই,
কেশব উদাস ক্ষণে কিশোরী বিসরি।
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই, মুখে বলে রসময়ী,
হৃদিমাঝে রসরাজ বাজায় বাঁশরী ॥
তখনি চৈতন্য জাগে, কণ্টকিত অনুরাগে,
অপূর্ব্ব সম্ভোগসুখ অন্তরে বিহার।
বাহ্যজ্ঞান-বিসর্জ্জন, হৃদয়েতে নিধুবন,
আধামোদা আঁখিপদ্মে পিরিতি-নিহার ॥
অনন্ত রঙ্গের রঙ্গী, দেখালেন একি ভঙ্গী,
পুষ্পরূপে মধুদান ভৃঙ্গরূপে পান।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবৃষ্টি, ভরিল ডুবিল সৃষ্টি,
দুকূল ভাসায়ে বহে যমুনা উজান ॥
ছোটে বন্যা চারিদিকে, এ টানে কে রবে টিকে,
সুধার তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিল সংসার।

কোথা সুতা সুত দারা, পতি পিতা আঁখিতারা,
কোথা লজ্জা অভিমান লৌকিক আচার ॥
কাঞ্চনে লাঞ্ছনা করে, কন্থা তুলে অঙ্গে ধরে,
গৌরপন্থা বিনা শান্ত নাহি হয় মন।
হ'য়ে কৃষ্ণতৃষ্ণাতুর, কেশ-বেশ করে দূর,
কোথা গোরা মনচোরা বলে' উচাটন ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ, মিছে মায়া কর সাঙ্গ,
অপাঙ্গে নেহার হরি মরি পিপাসায়।
আমার নাহিক শক্তি, তুমি দাও প্রেমভক্তি,
বল মনে একমনে লুটাইতে পায় ॥
"হরে কৃষ্ণ হরে হরে", এ বুলি অধরে ধরে',
ঝরে যেন দুনয়নে প্রেম-অশ্রু-ধার।
যাক্ ভেসে সব আশা, স্নেহ মায়া ভালবাসা,
তোমার কারণে হোক্ বিরহসঞ্চার ॥
আপনা ভুলিয়া যাই, পাগল হইয়া ধাই,
নিমাই নিতাই বলে' করিয়া চীৎকার।
কৃষ্ণনাম নিতে মুখে, প্রেমানন্দে ভাসি সুখে,
পুলকে পূরিয়া অঙ্গ হউক শীৎকার ॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ পতি পুত্র মিতা,
কৃষ্ণতত্ত্ব শাস্ত্র গীতা বেদান্ত পুরাণ।

কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই, রাধাকৃষ্ণ এক ঠাঁই,
গৌর-অঙ্গে আবির্ভাব হ’য়ে যাক্ জ্ঞান ॥
অলসে কাটায়ে কাল, বসুজ অমৃতলাল,
জীবন-বৈকালে লয় শ্রীপদে শরণ।
দেহভঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ, ব্যঙ্গ করে মায়ারঙ্গ,
ক্ষীণ অঙ্গ সঙ্গে মন করে জাগরণ ॥

বালবিধবা।

রুক্ষ কেশে শুভ্র বাস বসে না মাথায়।
মুখপানে চেয়ে মন কাঁদে মমতায় ॥
শেখেনি দেখাতে লজ্জা নয়নের দৃষ্টি।
তরল সরল শান্ত স্নেহসুধাবৃষ্টি ॥
শ্যামাঙ্গী সুভঙ্গী তন্বী মল্লিকাদশন।
মানবীছবিতে দিব্য দেবীদরশন ॥
কৌমারে বিধবা বালা যৌবনে বালিকা।
না জানে আপন গুণ আগুনের শিখা ॥
নিশার শেফালি গেছে উষাগমে ঝরে’।
বিলাসের হারে নয় যাবে দেবঘরে ॥

অলিতে এ ফুল কভু ছুঁইতে না পায়।
ধূলায় লুটায় তবু শুচি নাহি যায়॥
যেমন শৈশবে ছিল তেমনি চপলা।
হাঁসি পেলে উচ্চে হাঁসে কাঁদে খুলে' গলা॥
বাহির অঙ্গনে আজো ছুটে ছুটে আসে।
বিগলিত কেশপাশ আলুথালু বাসে॥
কটিটি আঁটিয়া বাঁধে লুটালে আঁচল।
লুকোচুরি খেলে ল'য়ে বালকের দল॥
কখনো কোলেতে তুলে' শিশু সুকুমার।
এলোমেলো গান বলে' ঘুম আনে তার॥
কখনো করিয়া স্নান কৃষ্ণচূড়া বেঁধে।
রান্নাঘরে গিয়ে বলে আমি দেব রেঁধে॥
তখন কেমন মুখ হয় ভারি-ভারি।
প্রবীণা গৃহিণী যেন এই শিশু নারী॥
কভু বা কোথায় গেছে কেহ নাহি জানে।
সবে বলে এই ছিল এই এইখানে॥
খুঁজিতে ছাদের কোণে দেখিবারে পাই।
বিরলে পুতুলে দেয় মাতৃচিহ্ন মাই॥
ছাড়িতে রমণী পারে আর সব সাধ।
"মা"সাজার সাধে কভু নাহি অবসাদ॥

"মা"বলা শিখেই বালা কেমন কৌশলে।
তুলোর বালিশে কোলে করে ছেলে বলে' ॥
তার তরে রাঁধে-বাড়ে তার দেয় বিয়ে।
বউ করে' আনে ঘরে খেলুনীর ঝিয়ে ॥
দেখিয়ে ফেলেছি দেখে' মম পাগলিনী।
লাজেতে লুকায় মুখ হিমের নলিনী ॥
উঠিয়া উড়িয়া যায় ঘাসের পতঙ্গ।
আঁচলেতে ঢেলে ফেলে' হাঁসির তরঙ্গ ॥
কখনো একাকী শুয়ে শূন্যঘরে সাঁজে।
ধরা পড়ে' গেছে বালা রোদনের মাঝে ॥
আঁখি মুছে চাহিয়াছে হাঁসিতে আবার।
সে হাঁসি বিষাদ চেয়ে ধরে ক্ষুরধার ॥
শত আবদার করে পিতারে প্রকাশ।
জনকে যতন করে' নাহি পূরে আশ ॥
প্রত্যুষে রেকাবি করে' রাখে ধারে নুন।
বাটাটি পূরিয়া পান শীষে ছাঁকা-চূন ॥
ভাতের পাতের কাছে দেবে সে বাতাস।
অপরে পাতিলে পীঁড়ে কাঁদিয়ে হতাশ ॥
গামৃছা গাড়ুর মুখে আচমন-তরে।
হাতে জল ঢেলে দেয় মায়ের আদরে ॥

পাটিটি পাতিয়া দিয়া শীতল ভূতলে।
সেবা করিবারে বসে পিতৃপদতলে ॥
“মা” না হ’য়ে মায়াবিনী কোথা শিখে মায়া।
মাতৃহীন বাপে চায় দিতে স্নেহছায়া ॥
আবার বাবার ’পরে যত অভিমান।
আদরের অনাটনে সরে’ সরে’ যান ॥
বিষাদের কালি দেখে’ জনকের মুখে।
কি যেন বেজেছে বড় বালিকার বুকে ॥
কত অপরাধী যেন জেনে আপনায়।
প্রবোধ সান্ত্বনা দিতে চাহে সে সেবায় ॥
না পারে চাহিতে ভাল মার মুখপানে।
মাথা নত করে’ সরে কি বুঝে কে জানে ॥
বুঝি-বা মায়ের দেখে সীঁথিতে সিঁদূর।
ভাবে তার রাঙা সজ্জা কেন হ’ল দূর ॥
আপনার অলঙ্কার সুচারু বসন।
কখনো গুছায় বসে’ করিয়া যতন ॥
আবার ডাকিয়া এনে সোদরা-সোদরে।
বসনভূষণ দেয় বাঁটিয়া আদরে ॥
যোগিনী-জীবন বালা দেবতার ধন।
ব্রতপূজাতরে কভু করে আকিঞ্চন ॥

নিশাশেষে উঠে' তোলে কুসুমের রাশি।
কে দেখে চন্দন ঘষে' আনন্দের হাঁসি॥
সকলের আগে আজ করিয়াছে স্নান।
বিবাহের চেলিখানি পুন পরিধান॥
কপালে চন্দনচর্চ্চা গলে জপমালা।
রূপতেজে পূজাঘর করিয়াছে আলা॥
সধবা বিধবা কিবা এ দেবী কুমারী।
শোণিত-শিরায় গড়া হেন কোথা নারী॥
ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথা আছে স্থান।
কে দেখাতে পারে নারী ইহার সমান॥
পুরাণের কোন্ দেবী এত শক্তি ধরে।
জ্যৈষ্ঠমাসে একাদশী জল বিনা করে॥
সমস্ত শরীরসুখে হেঁসে বলিদান।
লজ্জায় পালায় কাম ফেলে' ফুলবাণ॥
অসূয়া না পুষে বুকে সংসারেতে বাস।
সধবা সখীর বেঁধে দেয় কেশপাশ॥
পরের বিয়েতে বসে হাঁসিয়া বাসরে।
পরের ছেলেরে ডাকে মমতার স্বরে॥
যা ছিল লুকানো মনে আপনার বলে'।
সব ঢেলে দেছে পরে পরপ্রেমে গলে'॥

মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন হীন চক্ষুচর্ম্ম।
আলস্য ঔদাস্য দাস্য জীবনের ধর্ম্ম ॥
বাঙালী বিদ্রূপ করি বলিয়া বাঙাল।
আপনার ধন মাগি সাজিয়া কাঙাল ॥
"দেলাও দে রাম" বলে' করিয়া চীৎকার।
বীরত্ব-বড়াই করি দুয়ারে দাতার ॥
আজিকার পেট ভিন্ন কিছু নাহি বুঝি।
অপরের হাঁসি দেখে মুখখানা গুঁজি ॥
কোন্ কালে কোন্ জাতি এত অধঃপাতে।
গেছে আর মাথা কেটে আপনার হাতে ॥
বিধবা রমণী বই বাঙালীর ঘরে।
কিছু নাই কিছু নাই গরবের তরে ॥
অতুল সে প্রতিমা গো বুঝি ভেঙে যায়।
বিলাস জাহাজ চড়ে' এসেছে হেথায় ॥
মনোলোভা মুখ তার সংস্কার-বেশ।
পরিষ্কার-ছলে দেবে ছারখার দেশ ॥
এখনো এখনো মম হতেছে স্মরণ।
স্মরিব সে দেব-ছবি যখন মরণ ॥
ছাব্বিশ হয়নি পূর্ণ জননী আমার।
মুছিলেন জ্যৈষ্ঠমাসে সিন্দূর তাঁহার ॥

করের কঙ্কণচিহ্ন না মিলাতে করে।
যমসম বিসূচিকা এসে তাঁরে ধরে॥
নগরে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ দিবা দ্বিপ্রহর।
বিসূচিকা-তৃষা তা'তে কত ভয়ঙ্কর॥
শক্তি বুঝিবারে বুঝি সদ্যোবিধবার।
সেইদিন একাদশী পড়েছে আবার॥
মা আমার ছট্‌ফট্‌ করেন মাটীতে।
বাটীর সকল বুক লাগিল ফাটিতে॥
ভিষক্‌ আসিয়া গেল লিখিয়া ঔষধ।
একে একাদশী তায় 'ডাক্তারের মদ'॥
উড়িল ব্যবস্থাপত্র বাতাসে উঠানে।
কাকীমা জলের ফোঁটা দেন মার কানে॥
আমি কেঁদে বলি পাপ আমারে চাপাও।
মা আমার এক-ঢোঁক জল তুমি খাও॥
সস্নেহে আমার হাত বুকে টেনে নিয়া।
তৃষ্ণা আর তত নাই বলেন হাঁসিয়া॥
পাথরে রাখিয়া জল উদরে বসায়।
জননী জীবন পান ঈশ্বরকৃপায়॥
"বড়ই নৃশংস এই কসাই-আচার।
তলায় থিতোনো কাদা বর্ব্বরপ্রথার॥"

বটে বটে সত্য বটে সভ্যতার ধ্বজা।
পিতৃগণে নিন্দিবার পেলে বড় মজা॥
রোমান্‌-মাতার কথা পড়ে' ইতিহাসে।
তবে কেন আস্ফালন কর হে উল্লাসে॥
বেতনের লোভে মজে' বাজাইয়া ঢোল।
সমরে সেনানী শূন্য করে মাতৃকোল॥
গুম্‌গুম্‌ ছোটে গোলা আগুনের ঝাঁক।
যত মুণ্ড লোটে ভূমে তত বাজে ঢাক॥
লক্ষ মুণ্ডমালা গলে পরে' পেলে যশ।
ঝলকে বীরের বুকে ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌॥
বিবাহের বেশে এই নরহত্যা করে।
উদ্দেশ্য লুণ্ঠন রাজ্য অর্থ-আনা ঘরে॥
ক্ষুদ্রদৃষ্টি স্বার্থদাস কলির মানব।
তার পূজা দেবভাবে পায় এ দানব॥
ধর্ম্ম ভেবে কিন্তু দিলে দেহসুখে বলি।
বর্ব্বর বলিয়া তারে গালি দেয় কলি॥
দেহই সর্ব্বস্ব আজ জড়বাদ-ঢেউ।
চটে' লাল পরকাল বলে যদি কেউ॥
যা হোক্‌ ইংরাজ তবু লভে ইহকাল।
বাঙালীর ইহ নাই খাই পরকাল॥

স্বেচ্ছাচার যত পার কর প্রাণ ভরে’।
সংস্কারসাজে আর ঢুকো না অন্দরে॥
ধরা ভরে’ ভিক্টোরিয়া পেয়েছিলা মান।
নাহি করে’ দুইবার বরে পাণিদান॥
কুমারীদশায় কন্যা রাখা আমরণ।
হিন্দুর সমাজে বড় লজ্জার কারণ॥
‘দয়ার ভগিনী’দল বিলাতে যা করে।
ভারতে বিধবা বামা সেই ব্রত ধরে॥
পবিত্রপ্রতিমা হেন নাহিক ধরায়।
বঙ্গের বিধবাপাশে দেবী হেরে যায়॥
ভেঙ’ না প্রতিমা চারু মুছ’ না এ ছবি।
গলায় কাপড় দিয়ে পায়ে ধরে কবি॥

কাশীস্তোত্র।

[নিয়তাক্ষর মাত্রাবৃত্ত—লঘু-গুরুর নিয়মে পঠিতব্য।]

জয় জয় কাশী   জয় কাশিবাসী
  জয় বিশ্বনাথ   অন্নপূর্ণা জয়।
জয় চূড়াচয়   জয় দেবালয়
  জয় হে পূজারী   বেশকারী জয়॥
জয় বিল্বদল   জয় গঙ্গাজল
  জয় পুষ্পপুঞ্জ   ধূপদীপ জয়।
জয় শঙ্খঘণ্টা   বোম্ বোম্ কণ্ঠা
  জয় পূজাহোম   ববম্ ববম্ জয়॥

---

* আবৃত্তিসৌকর্য্যার্থ গুরু বর্ণগুলির শীর্ষদেশে ॥ এইরূপ এক একটি দ্বিমাত্রার চিহ্ন ন্যস্ত হইল। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ, অনুস্বারযুক্ত ও বিসর্গযুক্ত বর্ণ এবং দীর্ঘবর্ণ গুরু হইয়া থাকে, আর শ্লোকস্থ প্রত্যেক চরণের শেষের বর্ণটিও বিকল্পে গুরু হয়। বাংলায় এ নিয়ম সকল স্থলে ঠিক রক্ষা করা কঠিন,—একরূপ অসম্ভব। সেইজন্যই চিহ্ননির্দ্দেশ করিতে হইল।

বিশ্বনাথের আরাত্রিককালীন দীপারতির পূত আলোকচ্ছটা, ধূপচন্দনাদি ও পুষ্পস্তূপের পুণ্যগন্ধ এবং ডমরু ও শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য ও বিপ্রমুখোচ্চারিত স্তোত্রের স্নিগ্ধগম্ভীর একতানধ্বনির ভিতর হইতে প্রাণের মধ্যে যে এক চিন্ময় মহাচিত্র ফুটিয়া উঠিত, তাহাই বাহিরে আনিবার চেষ্টায় এই স্তোত্র ও এই স্তোত্রের এইরূপ ছন্দের অভিব্যক্তি।

জয় কাশিখণ্ড জয় মহাষণ্ড
জয় নন্দিভৃঙ্গী ভূতপ্রেত জয়।
জয় বাতাহারী দণ্ডী দণ্ডধারী
জয় ব্রহ্মচারী যোগিজন জয়॥
জয় দেব-অংশ হে পরমহংস
জয় রে ভিখারী মঠধারী জয়।
জয় দিবারাত্রি জয় তীর্থযাত্রী
জয় চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা জয়॥
জয় কাশিরাজ লোকসমাজ
জয় পুণ্যবন্ত পাপ-অন্ত জয়।
জয় গঙ্গাতীর জয় পূত নীর
নিশির নিহার রৌদ্রকর জয়॥
জয় চিতাভস্ম শ্রীকাশি-সর্ব্বস্ব
জয় জয় কাল কালন্দম জয়।

জয় জয় নাম বারাণসীধাম
জয় জয় যাত্রা শ্রীদর্শন জয় ॥
জয় পাপনাশী শিবধন্য কাশী
জয় কাশিলক্ষ্মী পশুপক্ষী জয়।
জয় কোতোয়াল ভৈরব বেতাল
জয় ঘাটোয়াল গঙ্গাপুত্র জয় ॥
জয় রে আরতি মধুর ভারতি
জয় হে মারুতি বিভূতিকি জয়।
জয় মা বরুণা তরল করুণা
পুণ্যরাশি অসি জ্ঞানবাপি জয় ॥
জয় ‘শম্ভো’ রব অন্নপূর্ণাস্তব
হে বেণিমাধব গোপালকি জয়।
জয় দুর্গে মাত জয় জগন্নাথ
জয় চরণামৃত কুণ্ডে কুণ্ডে জয় ॥

জয় দ্বিজদল ভকতমণ্ডল
সধবাসকল কুমারীকি জয়।
জয় অন্নছত্র জয় বৃক্ষপত্র
জয় পঞ্চবক্ত্র নেত্রে নেত্রে জয়॥
জয় উগ্র শূলী জয় কাশিধূলী
জয় পঞ্চক্রোশী পঞ্চগঙ্গা জয়।
জয় দুর্গাধব, শিবরূপী শব
জয় কাশিমৃত্যু তীর্থে তীর্থে জয়॥
জয় ঢুণ্ডিরাজ দুয়ারে বিরাজ
জয় শনৈশ্চর কেদারকি জয়।
জয় রে রসনা জয় রে ঘোষণা
জয় রে বাসনা মর্ত্ত্যদেহ জয়॥

নটনাথ।

রজত-বরণ, রাতুল চরণ,
পরণে বাঘের ছাল!
শিরে শোভে জটা, ফণিমণিছটা,
ঢুলুঢুলু আঁখি লাল॥
শিশুশশিরেখা, ললাটেতে লেখা,
অধরে মধুর হাস্য।
ধুতুরার ফুল, ধরে কর্ণমূল,
প্রফুল্ল অতুল আস্য॥
মহাশঙ্খমালা, করে কণ্ঠ আলা,
তরল গরলভাতি।
সুবিশাল বক্ষ, দুলিছে রুদ্রাক্ষ,
বিভোর ভাঙেতে মাতি॥
করে শিঙা সাজে, ডমরু বা বাজে,
ববম্ ববম্ গালে।
জগমনোহর, যোগী নটবর,
নাচিছে তাণ্ডব তালে॥
নাচে নটনাথ, ষড়রাগ সাথ,
তাথেই তাথেই থিয়া।

গিরিবালা-অঙ্গে, লাস্যলীলারঙ্গে,
রাগিণী সঙ্গিনী নিয়া ॥
বোম্ বোম্ রবে, ভব রচে ভবে,
বিশ্বদৃশ্য-পরকাশ।
মহামায়া-ছলা, নব নাট্যকলা,
গ্রহতারা নীলাকাশ ॥
জলবিম্ব ফোটে, মহাবন্যা ছোটে,
মৃত্তিকা—থিতায়ে বারি।
গিরি তোলে শির, অঙ্গে ঝরে নীর,
প্রান্তরে কান্তার-সারি ॥
বায়ু আয়ু বয়, ঘোরে ঋতু ছয়,
নিশি-নাশে হাঁসে দিন।
তরু ধরে ফুল, ফল পত্র মূল,
সলিলে সাঁতারে মীন ॥
জীব বুকে হাঁটে, মাটীজল চাটে,
ভাবরঙ্গে অঙ্গ পূরে।
দ্বিপদে চৌপদে, চলে মহামদে,
রসনাতে রব স্ফুরে ॥
ভীমবলে ধায়, প্রাণী মহাকায়,
কীটাণু গোচর নয়।

শূন্যে পাখী চরে, পতঙ্গ বিহরে,
জগত জীবনময় ॥
আসে নরনারী, অতি মনোহারী,
সুখের সম্বন্ধ ঘটে।
সাজে মাতা পিতা, বঁধুয়া বনিতা,
রোদন বেদন রটে ॥
যেই মধুদৃষ্টি, করে সুখে সৃষ্টি,
বিনাশের বৃষ্টি তায়!
নটনটীবেশে, কেবলি প্রবেশে,
রঙ্গমঞ্চ ভরে' যায় ॥
প্রস্থান না হ'লে, লীলা নাহি চলে,
অভাবে ভাবের ঘটা।
আঁখিধারা সনে, হাঁসির মিলনে,
নাটকে ফোটায় ছটা ॥
নটী সূত্রধর, গৌরী নটেশ্বর,
পুরুষ প্রকৃতি অঙ্গে।
অতি চমৎকার, রসের সঞ্চার,
এই অভিনয় রঙ্গে ॥
যবে পালা যার, করিয়া বিচাব,
ভূমিকাটি ঠিক রয়।

প্রথমাঙ্কে রাজা, পরে কীট সাজা,
পতঙ্গ মাতঙ্গ হয়॥
নাহি পক্ষপাত, দিবসান্তে রাত,
সুখ দুঃখ দুই তটে।
পরে প্রেমসূত্র, মরে দারাপুত্র,
পালটি প্রকটে পটে॥
দশদিক্‌পাল, সাজে হে কাঙাল,
বিজলী বিধবা হয়।
পত্নী রূপবতী, রুগ্‌ণ-ভগ্ন পতি,
চন্দ্রমুখী বন্ধ্যা রয়॥
আঁখিজল ঢালি, দিই করতালি,
বাহবা বাহবা লীলা।
দেখি তুলে মূল, শুধু এক ভুল,
পরাণ করেছ ঢিলা॥

হরিদাস।

কোলে-কোলে দোলে দুলে গেল বারমাস।
'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' করে পরে হরিদাস ॥
তৃতীয় বছরে ক্রয় হ'ল বর্ণমালা।
শিশুর জীবনে এই সবে স্বরু জ্বালা ॥
পঞ্চম বরষে শিখে 'রুক্মিণী'বানান।
ফলা ভুলে কানমলা মাঝে মাঝে খান ॥
সেই সঙ্গে চলে রঙ্গে বি-এল্-এ-বেলে।
কিলিয়ে কাঁঠাল্-পাকা হতেছেন ছেলে ॥
ডবল ডবল পরে ক্ল্যাস্ ওঠা-উঠি।
ডবল ডবল পড়া যদি হ'ল ছুটি ॥
ক্রমে ক্রমে ক্ষুধামান্দ্য রাত্রিজাগরণ।
এণ্ট্রেন্স্-পাসেতে বাছা জিনিলেন রণ ॥
চাপিল ব'য়ের বোঝা অঙ্কের কঙ্কাল।
কোমল মস্তিষ্ক হয় বিশেষ নাকাল ॥
এলেতে এবার ছেলে হইলেন ফেল্।
সেইখানে ভেঙে গেল আধ্খানা দেল্ ॥
বিবাহে আছিল আঁচ্ আট্টি হাজার।
বাপের হইল ভয় নামিল বাজার ॥

পাঁচের কথায় শেষে পাঁচে হ'ল রফা।
বউ এল শেষ হ'ল ছেলেটির দফা ॥
জনক শ্বশুর দোঁহে তাড়া দেন বেগে।
পড়া চলে হয় ছেলে, রাত জেগে জেগে ॥
এ-বি-সি-ডি পড়ে ছেলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।
সেবার হাবার বাবা পাস্ হন বি.-এ. ॥
পঁচিশ পেরিয়ে হরি হইল উকিল।
শাম্‌লা মাম্‌লা নাহি করিল দাখিল ॥
গাড়িভাড়া ছাড়া আর রজকেরো ব্যয়।
মাঝে মাঝে শাশুড়ীর কাছে নিতে হয় ॥
মেয়ের বিয়ের কালে জীবনে হতাশ।
পাস্ মানে টাকা নয় বোঝে হরিদাস ॥
টাকা হ'লে নাহি আর সম্ভোগের আশা।
শরীরে বিবিধ রোগ বাঁধিয়াছে বাসা ॥

যুগল মন্ত্র।

[বশীকরণ ও মারণ]

দুর্ব্বল হইলে স্নায়ু,   কমে বা না কমে আয়ু,
  মানসিক বল যায় রাহুর কবলে।
যে ইচ্ছা তখন তারে,   উঠাতে-বসাতে পারে,
  রাখিতে পায়ের তলে কানদুটি মলে' ॥
বহু দ্রব্য ধরে গুণ,   স্নায়ুশক্তি হয় ন্যূন,
  মেয়েলি ভাষায় কয় 'গুণ'নাম তার।
কিবা লাভ হয় পরে,   হেন জড়ে জটে ধরে',
  জড়ায়ে-সড়ায়ে রেখে করে' কণ্ঠহার ॥
রুচি কি অরুচি নাই,   রোগে করে খাই-খাই,
  রসের সঞ্চার গেছে নাড়ী পাক খায়।
হামা দে হেঁসেলে যায়,   হাঁড়ি কেড়ে খেতে চায়,
  বাড়ো বাড়ো বলে' পড়ে রাঁধুনীর পায় ॥
খোরা পেতে বসে' যাবে,   বাসী-পচা সব খাবে,
  তাড়াতাড়ি আড়ম্বর দেখে মনে হয়।
থরথর কাঁপে জ্বরে,   তবু অন্ন মুঠো করে,
  রাক্ষসী-গরাসে দিতে বমন নিশ্চয় ॥

দ্রব্যগুণে যেই বশ, হয় তার প্রেমরস,
জ্বরে-জরা-রোগি-তুল্য বাতিকে সঞ্চার।
খেয়ে খেয়ে কুইনিন্, দেহযন্ত্র সব ক্ষীণ,
বসিয়া ঘরের কোণে কুপথ্য-আহার॥
তেজহীন রসহীন, জীয়ানো মাগুর মীন,
নড়ে না চড়ে না জলে মাথামাত্র সার।
দিলে তাড়া জলনাড়া, বেঁচে আছে দেয় সাড়া,
ক্ষণ হ'য়ে তলা-ছাড়া অসাড় আবার॥
জরা-পতি করা গুণ, নেবু-জারা ভরা নুন,
বৈধব্য সহস্রগুণ ভাল তার চেয়ে।
নাহি রস নাহি গন্ধ, হাঁড়ির ভিতরে বন্ধ,
অগ্নিমান্দ্য তা-ও মন্দ যায় কিনা খেয়ে॥
দেহভরা তেজ যার, প্রেমে আছে মধু তার,
সু-তার সুধার ধারা পানে উপকার।
পুরুষে পৌরুষ রবে, স্বামিনাম যোগ্য তবে,
তরু হ'য়ে বহিবে সে লতিকার ভার॥
রমণী শীতল-ছায়া, বেড়িয়া জুড়াবে কায়া,
অঙ্গে অঙ্গে ফুল পরে' করিবে সৌরভ।
তবে তো রমণী ধন্য, পুরুষ পুরুষ গণ্য,
নিয়ে-দিয়ে উভয়ের প্রেমের গৌরব॥

রমণী নিপুণা হ'লে, মায়ার ছায়ার ছলে,
ভুলাতে টলাতে পারে হরে' পতিমন।
পুরুষ কঠিনকায়, কোমলতা পেতে চায়,
স্বভাবের ভাব সদা অভাবপূরণ ॥
দুর্জ্জয় সংসাররণে, ক্লান্ত করি কায়া-মনে,
বিশ্রাম-নিশায় চায় শান্তি-নিকেতন।
ত্যজিয়ে কর্ম্মের বর্ম্ম, মুছিয়ে শ্রমের ঘর্ম্ম,
কলাবতী নর্ম্মসখী অতি প্রয়োজন ॥
যে রমণী জানে তন্ত্র, পুরুষবশের মন্ত্র,
সেই বোঝে, বীর খোঁজে কেমন আসন।
অমন কঠিনকায়, সে পারে লুটাতে পায়,
পুরুষ পিপাসী পেতে প্রেমের শাসন ॥
সংসারে সঙ্গতিহীনা, দাস-দাসী-বাসে দীনা,
বীণা তো বাজাতে পারে প্রিয়সম্ভাষণে।
লুকায়ে দুঃখের রাশি, অধরে ফুটায়ে হাসি,
অতিথির তৃষা নাশে রসালা চুম্বনে ॥
হোক্ শয্যা ছিন্ন-কন্থা, কান্তা যদি জানে পন্থা,
সময় করিয়ে চুরি করে পরিষ্কার।
কাগজ কুড়ায়ে কেটে, মাটীর দেয়ালে এঁটে,
কুটীরবাসিনী কবি ছবি করে তার ॥

ধৈর্য্যবতী গুণযুতা, বিবিধ রঙের সুতা,
ছেঁড়া-শাড়ী-পাড় চিরে করে' লয় 'উল্'।
তাতে কত কারুকাজ, খঞ্চিপোশ জেরেন্দাজ,
কানিতে রুমাল হয় পাড়ে পাড়-ফুল ॥
উঠানেতে শিম পুঁই, আহার বাহার দুই,
সবুজ বেগুনী রঙে লেখে পাখি-বন।
শেফালি ছড়ায় ফুল, হার করে' বাঁধে চুল,
বাসী হ'লে বোঁটা খুলে রঙায় বসন ॥
পুঁতিয়া দোপাটি-সারি, আঙিনাটি মনোহারী,
কড়ার কর্পূরে জলে সুবাস অতুল।
স্বল্পে শিল্প কত করে, রাখে ঘরে বেচে দরে,
গন্ধতৈল কিনে দেয় চিরুণীর চুল ॥
শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'য়ে অতি, সন্ধ্যায় আসিয়া পতি,
সরল সৌন্দর্য্য হেরি জুড়ায় হৃদয়।
কুটীরের রাজরাণী, সেজে লক্ষ্মীঠাকুরাণী,
ফুলের পাখায় করে রাজারে বিজয় ॥
পাচিকা ব্যঞ্জনে যদি, ঢালে ক্ষীর ননী দধি,
তথাপি তাহার তারে নাহি পাই মধু।
কুড়াইয়ে শাকপাতা, ফোড়নে নাড়িয়ে হাতা,
বঁধুর ভোজনে সুধা দেয় কুলবধূ ॥

সংসার দুঃখের ভার, কেহ নাহি পায় পার,
রাজা হোন রাণী হোন ধনী কি নির্ধন।
অকূল-পাথার আশা, দেহ রোগ-শোক-বাসা,
যত আয় তত হয় আরো প্রয়োজন॥
পুরুষ পরের দাস, অর্থচাস বারমাস,
ধরাতলে পদানত পদে পদে হয়।
নারী নিজগৃহে দাসী, গোপনে দুঃখের রাশি,
মান-অপমান সব ঘরে বসে' সয়॥
পতি বিনা কেবা তার, ভাগে ব'বে দুঃখভার,
বেঁটে দিতে হয় বটে পরাণ আকুল।
চতুরা যে কুলবালা, সে জানে জানাতে জ্বালা,
সেবিতে সেবিতে পতিচরণ রাতুল॥
রাঁধুনী হইলে পাকা, শেখে লোক-মন-রাখা,
বুঝে' দেয় নুন-ঝাল চিনি কি তেঁতুল।
সেয়ানা যে পরিবার, বুঝে' করে তিরস্কার,
সাধায় কাঁদায় বুঝে' বাধায় প্রতুল॥
উথলি পড়িলে ডাল, তেল দে নিভায় জ্বাল,
মাত্রা বাড়ে বোঝামাত্র নিজে ভাঙে মান।
পলকে মধুর হাঁসি, অধরে উদয় আসি,
মধুমুখে নিয়ে বুকে আলিঙ্গনদান॥

ঘরেতে পাইলে শান্তি, পরনারী স্বর্ণকান্তি,
পারে না বাঁধিতে কভু পুরুষের মন।
নয়নে লাগালে নেশা, কলাবতী এলোকেশা,
চকিতে ক্ষণিক পারে টলাতে চরণ ॥
সে নেশা কিছুই নয়, ঘর তার মধুময়,
প্রাণের আরাম শুধু জায়ার শয্যায়।
অঙ্কলক্ষ্মী-আশঙ্কায়, পাছে সতী ব্যথা পায়,
মনে মনে মরে পতি গোপনে লজ্জায় ॥
পতিরে বুঝে স্বতন্ত্র, যে জানে বশের মন্ত্র,
খোঁজে স্বামী কি পিয়াসে যায় পরবাসে।
প্রেমের ভাণ্ডার তার, রত্নপূর্ণ পারাবার,
নবভাব-সুধাস্বাদে রূপতৃষা নাশে ॥
পানেতে না খসে চূন, শতগুণ করে 'গুণ',
নূতন নূতন ছটা নূতন বিলাস।
বাড়ে সেবা-অনুরাগ, প্রেমে অশ্বমেধ-যাগ,
হটায় রূপের হাট তার প্রেমপাশ ॥
যে ধরে এ সব গুণ, পতি তার হয় 'গুণ',
শিকড়-মাকড়-মন্ত্র দূরে দাও ফেলে।
সোজা বিদ্যা অতিশয়, 'ধৈর্য্য' "বর্ণ-পরিচয়",
কুরূপা কমলা হয় এই বিদ্যা পেলে ॥

পতিরে তাড়াতে চাও, তার পড়া শিখে নাও,
মাড়ালে তোমার পাড়া পালাবে অভাগা।
শ্মশানে-মশানে যাবে, ছাই-ভস্ম তুলে খাবে,
গলায় লাগায়ে দড়ি লুকাবে সে দাগা॥
রমণী অধৈর্য্য হ'লে, নিজে জ্বলে' হলাহলে,
সোনার সংসারে দেবে ধরায়ে আগুন।
বেশ-ভূষা-বিসর্জ্জন, হাঁসিরে করে' বর্জ্জন,
তর্জ্জন-গর্জ্জন-ভরা রসনার তূণ॥
কথায়-কথায় রাগ, বাড়ীতে না বসে কাগ,
দাম্পত্য সর্পের যজ্ঞে 'পতিবংশ'-নাশ।
নিকষা সাজিবে খাসা, মাথায় কাকের বাসা,
মিলনের শয্যা'পরে উনুনের পাঁশ॥
খুঁজিয়া প্রেমের তন্ত্র, দিলাম উভয় মন্ত্র,
অভ্যাস করগো সেটি যেটি মনে ধরে।
কুটীরে প্রেমের কুঞ্জ, প্রাসাদে নরক ভুঞ্জ,
যাদুর যুগল ছড়ি আছে তব করে॥

দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

অজস্র করেন দান, কভু না যাচেন মান,
মহাবংশ-অবতংস যেই মহাপ্রাণ।
গরবের হাটে এই, না নাচেন ধেইধেই,
সেলামি-গোলামি হ'তে পেয়েছেন ত্রাণ॥
ধরেনি বাজারে বাই, ভেল্ টাইটেল্ চাই,
তেল দেন কাটা-ঘায়ে, নহে কারো পায়।
দিয়ে চাঁটি ঢাকে কাঠি, দাপেতে ফাটায়ে মাটী,
না ঘোষেন নিজ যশ নিজ রসনায়॥
যার ঝরে অশ্রুধার, তার তরে মুক্ত দ্বার,
করুণা-বরুণাগার প্রশান্ত অন্তর।
হৃদয়ের উপদেশে, নহে নিজকার্য্যোদ্দেশে,
কি স্বদেশে কি বিদেশে দান করে কর॥
কমলা বাণীর সনে, বিরাজিত একাসনে,
ভগবতী উমাপতি সতত সদয়।
সাধুভক্ত যোগী সনে, ভক্তিসিক্ত মুক্তমনে,
পুণ্যকথা-আলাপনে কাল হয় ক্ষয়॥
অকালে দৈবের বশে, চন্দ্রতারা গেল খসে',
বক্ষ পাতি বজ্র ধরে শক্তিভক্ত বীর।

সংসারে তুমুল ঝড়, পড়ে তরু মড়মড়,
উদ্যানপালক বোঝে লীলা সে বিধির ॥
ভেবে ভেবে ভোলানাথ, হয়েছেন ভোলানাথ,
অনাথের নাথ হ'য়ে নিজ তাপ ভুলে।
যেখানে শোনেন কষ্ট, ঋণী রোগী বৃত্তি নষ্ট,
সেখানে আকৃষ্ট প্রাণ বুকে নিতে তুলে ॥
দেখেছি স্বচক্ষে বসে', অপার মায়ার বশে,
পথে যায় গঙ্গাযাত্রী চক্ষে বহে জল।
কেঁদে তুষ্ট নহে চোখ, ইঙ্গিতে ছুটিল লোক,
শোকার্ত্তে সান্ত্বনা দিতে বুঝিয়া সম্বল ॥
পরঘরে খেয়ে তাড়া, ছুটেছে কাঙালী-পাড়া,
ক্রন্দনে মিশায়ে গালি বন্দনা গাহিয়ে।
কাতরের তরে সৃষ্ট, দানবীর কালীকৃষ্ণ,
ডাকিয়ে দেছেন দান আপনি যাচিয়ে ॥
একমুঠা-চাল-তরে, নারিকেলমালা করে,
দাঁড়াল দুখিনী এসে সদর দুয়ারে।
দুর্ভিক্ষপীড়িতা মাতা, সম্মুখে দেখিলা দাতা,
কোলেতে উপাসী শিশু—কাঁদিল ফুকারে ॥
হৃদয়ে বাজিল তান, জাগিল কাঁদিল প্রাণ,
দান দে বিদায় নহে পেলে চিরাশ্রয়।

বার্ত্তাপত্রে এ সংবাদ, অবশ্য পড়িল বাদ,
কৈলাস-আবাসে কিছু ভূমি হ'ল ক্রয় ॥
কি মধুর সম্ভাষণ, সর্ব্বলোকে নিরীক্ষণ,
আশ্রিত সেবকগণ দেবসম মানে।
বাটীতে কতই পর, কিন্তু যেন নহে পর,
আপনার ঘর বলে' সকলেই জানে ॥
যখনি গিয়েছি কাছে, প্রাণটা জুড়ায়ে গেছে,
এমনি স্নেহের ভাষে মধু আলাপন।
শরীর কাতর অতি, তবু মুখে ফোটে জ্যোতি,
পুণ্যের হৃদয় করে সুধাবরিষণ ॥
হে পিতা জগৎমাতা, মানবের শিক্ষাদাতা,
ভাল ছেলে পেলে কর বিশেষ শাসন।
পাছে মায়ামোহ ছুঁলে, স্বরগের পাঠ ভুলে,
খোয়ায় তোমারে ছেড়ে প্রথম আসন ॥
বিশ্বের ঠাকুর-অংশে, জন্মিয়ে ঠাকুরবংশে,
সংসার-সরের হংস দাতা কালীকৃষ্ণ।
দেবের 'প্রসাদ' বোলে, এক পৌত্র আছে কোলে,
প্রসন্ন করিও বিভু শিশুর অদৃষ্ট ॥
চিরদিন এই ঘর, নাহি জানে আত্মপর,
ব্যথিতে অমৃত দিয়ে বেদনা নিবারে।

পিতামহসম ধীর, হ'য়ে শিশু দানবীর,
করিবে ঈশ্বরকার্য্য বসিয়ে সংসারে ॥

হেমচন্দ্রের মুক্তি।

১

বাঁচিলে কি কবিবর জুড়াল কি জ্বালা।
ছুটি কি দিলে গো শেষ ভব-নাট্যশালা ॥
নিজে হ'য়ে দৃষ্টিহীন,
খেতে-শুতে পরাধীন,
বুঝিয়াছি মর্ম্মে-মর্ম্মে যাতনা তোমার।
অন্ধের বুকের মাঝে কি-যে অন্ধকার ॥

২

আমিও করেছি কালে অর্থ উপার্জ্জন।
শুনেছি মাতাল কানে সুখ্যাতি-গর্জ্জন ॥
কিন্তু হে তোমারি মত,
ব্যয় করি অবিরত,
বর্ষায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটীর।
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আঁখিনীর ॥

৩

চারিধারে ক্ষুণ্ণ মুখ খাদ্যশূন্য পেট।
অতি উচ্চ মাথা তব করেছিল হেঁট॥
যার-তার 'আহা' শুনে,
মরণের দিন গুণে,
অহরহ আপনারে ভেবে হেয়-হীন।
কত কষ্টে কাটাইলে দৃষ্টিহারা দিন॥

৪

বুঝিবে কে ব্যথা তব বুঝাব কাহায়।
এ কাঁটা ফোটে না যেন শমনেরো পায়॥
কাল করি শয্যাঘর,
নিবসে যে বিষধর,
চক্ষুরত্ন আহা যেন সে-ও না হারায়।
তুলেছে যে ফণা,—যেন তোলে পুনরায়॥

৫

যে দিন কাটায়ে চক্ষু আবদ্ধ শয্যায়।
শুনিনু, সেদিন তুমি গেলে অমরায়॥
পাইয়া চিতার ঘ্রাণ,
আনন্দে ভরিল প্রাণ,
ভাবিলাম ভাগ্যবান্ পেলে পরিত্রাণ।
অন্ধচক্ষু সঙ্গে ভস্ম হ'ল অভিমান॥

৬

ভাবিলাম সমদুঃখী দয়ালু ব্রাহ্মণ।
জেনে গেছে কি আগুনে হতেছি দহন ॥
যদিগো যমের কাছে,
অধমের তরে যাচে,
হয় তো তাঁহার পুণ্যে আমিও ত্বরায়।
যেতে পারি নমস্কার করে' এ ধরায় ॥

৭

সত্য আনন্দিত আমি মরণে তোমার।
বিনিময়ে একমাত্র চাহি উপকার ॥
শমনের দেখা পেলে,
ফোঁটা কত মধু ঢেলে,
আসিতে আমারে নিতে বোলো বীণাধর।
গলিবে হেমের গানে যমের অন্তর ॥

* * * *

সৎকার।

১

বল হরি হরিবোল হরি হরি বোল।
ধীরে ধীরে তোল শব কোরোনাক গোল ॥
শোয়ায়ে দড়ির খাটে,
নে চল শ্মশানঘাটে,

খেলো ঠাটে ডেলো কাঠে সাজাইয়ো চুলি।
মুখ-অগ্নি কোরো জ্বেলে ভিক্ষাকরা ঝুলি॥

২

এ নয় সে হেম যেই শাম্‌লা মাথায়।
হপ্তায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায়॥
সন্ধ্যায় বৈঠকে যার,
বন্ধুরা দিতেন বার,
প্রভাতে পাতিতে হাত আসিত অনাথ।
বাড়ীতে পড়িত কত হাবাতের পাত॥

৩

সে হেম অনেকদিন মরিয়াছে আজ।
পূজেছিল বঙ্গ যাঁরে বলে' কবিরাজ॥
শিহরি যাঁহার গীতে,
ঘুম ভেঙে আচম্বিতে,
শুনেছিনু কলরব বাঙালীটোলায়।
"জাগ রে ভারতবাসি" বঙ্গবাসী গায়॥

৪

মানবের কণ্ঠে গান জন্ম দেব-বরে।
শুনেছিল সেই গান অবশ্য অপরে॥
বুঝি-বা জাপানে কেউ,
নিয়ে গিয়েছিল ঢেউ,

'অসভ্য' জাপানী তাই আজি বজ্রপাণি।
পাশ্চাত্য জগৎ মত্ত মহিমা বাখানি॥

৫

মধুদত্তমৃত্যুশোকে প্রবোধিতে মনে।
বঙ্কিম বসালে যাঁরে দর্পে সিংহাসনে॥
চক্ষু অর্থ নষ্ট করে',
সে হেম গেছে গো মরে',
'দুর্ভাগ্য'দানায় করে' গ্রহদোষে ভর।
রেখেছিল দেহখানা এ কয় বছর॥

৬

বিধিরে বুঝায়ে বুঝি আজি সরস্বতী।
পুত্রের প্রেতত্ব নাশি করালেন গতি॥
চুপিচুপি চল ভাই,
খাট তুলে ঘাটে যাই,
মরা মড়া পোড়াইতে কাজ নাই গোল।
মনে মনে কাঁদ বল ধীরে হরিবোল॥

বঙ্গের আর-এক রঙ্গ।

প্রান্তপথে গতায়াতে, মহারাট্টা-পরিখাতে,
স্থানে স্থানে আজো দৃষ্টি পড়ে এ নগরে।
শিশুরে পাড়াতে ঘুম, এখনো বর্গীর ধূম,
ভীতস্বরে গীত হয় বঙ্গে ঘরে ঘরে॥
ভাস্কর তস্করসাজে, নিত্যব্রতী হত্যাকাজে,
কলঙ্কিত করিয়াছে পণ্ডিত-উপাধি।
দারুণ লোভেতে তার, গ্রামে গ্রামে হাহাকার,
গৃহস্থগৌরব কত হয়েছে সমাধি॥
বাঙ্গালা-উড়িষ্যা জুড়ে, বেড়াইত যেন উড়ে',
চাসার আশার কুঁড়ে—ধনীর ভবনে।
সন্ধ্যায় না দিতে বাতি, তার দুষ্ট দস্যুসাথী,
ল'য়ে যেত ধনধান উড়ায়ে পবনে॥
নিত্যখাদ্য হ'ত হ্রাস, কাড়িত মুখের গ্রাস,
পিতা-মাতা-শিশু-ত্রাস নির্ম্মম গোঁয়ার।
এ লুণ্ঠন-মহাযাগে, আহুতি দানিতে ভাগে,
সঙ্গী ছিল রক্তরঙ্গী রঘুজী সোয়ার॥
ভীষণ এ দস্যুদায়ে, আগুন লাগায়ে গাঁয়ে,
অদৃশ্য হইয়া গেছে কত পরিবার।

কেহ দূর দেশান্তরে, কেহ শোকে লোকান্তরে,
লইয়া অন্তরব্যথা পাইতে নিস্তার ॥
সে কাহিনী মনে হ'লে, অন্তরাত্মা ওঠে জ্বলে',
পিতৃগণে স্মরি' চক্ষু জলে ভেসে যায়।
ভাবি তার তুলনায়, ইংরাজের মহিমায়,
নিশ্চিন্ত নিদ্রার পরে রজনী পোহায় ॥
বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী ল'য়ে, আছে নানা তর্ক হ'য়ে,
এক বাক্যে ইতিহাস কিন্তু তবু কয়।
রাখিতে দস্যুর হাতে, প্রজাগণে ভাতে-পাতে,
বহু কষ্ট করেছেন এই মহাশয় ॥
শুভ্র কেশ লোলচর্ম্মে, আবরি সমরবর্ম্মে,
সহিয়া পথের ক্লেশ ঋতুর প্রহার।
এক হাতে তরবার, অন্য করে উপহার,
"সরদেশমুখী" প্রাণ বাঁচাতে প্রজার ॥
বেড়িয়া ভারত-অঙ্গে, বাষ্পরথ চলে রঙ্গে,
বোম্বাই-বঙ্গেতে আজি প্রেম-আলিঙ্গন।
পুণা হ'তে পুনরায়, মহারাট্টা আসে-যায়,
বর্গীর হাঙ্গামা চাই হ'তে বিস্মরণ ॥
গৌরাঙ্গের এই বঙ্গ, জীবমাত্র অন্তরঙ্গ,
বিদ্বেষ পোষে না বুকে বৈষ্ণবসন্তান।

মারহাট্টা-বীর্য্য স্মরে', বঙ্গ আজ সভা করে',
শিবজী-গৌরব-গাথা গর্ব্বে করে গান ॥
ভুলিয়াছি দস্যুসেনা, অশ্বমুখে শ্বেত ফেণা,
শস্যক্ষেত্রে রক্তনেত্রে "মার্ মার্" রব।
দগ্ধগৃহ গেছি ভুলে, লুটপাট ধরে' চুলে,
ভুলে গেছি বর্গীপদে স্বজাতির শব ॥
শিবজী তো ছিল হিন্দু, এক রক্তে দুই বিন্দু,
প্রেমসিন্ধু তাঁর তরে উথলিছে তাই।
কুমারিকা-হিমালয়, রেলজাল দেহে বয়,
উন্নত বাঙালী বলে যবনেরে ভাই ॥
খাইয়া গোরার কিক্, জেগে ওঠে পলিটিক্,
শিখের বাহুর বল এল রসনায়।
চ্যাটার্জি বনার্জি বাসু, খেলারাম ফেলু রাসু,
প্রস্তুত 'ঘোষা'র সনে রণঘোষণায় ॥
বাক্যবীর নববঙ্গে, ঐক্য হ'য়ে জাতিভঙ্গে,
জাতীয় একতা করে আকাশে স্থাপন।
দুর্ভিক্ষ পাকায় অন্ত্র, ঝাড়েন ইংরাজী মন্ত্র,
মুদ্রাযন্ত্র ঘনঘন ছাপে বিজ্ঞাপন ॥
অবকাশ বারমাস, না পিটে' বকেয়া তাস,
খাস করে' নিতে দেশ বেঁধে লন খাতা।

মুখে বুলি "কর কর", যারা পার লোড়ে মর,
ম্যাও ধরে 'গৌরী সেন' যত চাঁদাদাতা ॥
রাঘববিজয় স্মরি', দুর্গার প্রতিমা গড়ি,
প্রচণ্ডা চণ্ডীর স্তব নাহি করি পাঠ।
বিজয়াদশমীপর্ব্বে, মল্লদলে আনি গর্ব্বে,
লাঠী-অসি-খেলা ল'য়ে নাহি রণনাট ॥
ধরেছে নূতন বাই, বীরত্ব-উৎসব চাই,
যারে পাই তারে ধরে' নাচি কাছা খুলে।
আর্য্যের আদর্শ উচ্চ, এখন করেছি তুচ্ছ,
পূজি না শ্রীরামে আর চন্দনে কি ফুলে।
সাহেবে করিবে ঠাট্টা—ওই ভয় মূলে ॥

কোথা গেলে বিনোদিনি।

বিনোদ বীণাটি তব কোথা বিনোদিনি।
ঝঙ্কার থামিল কেন সরোজবাসিনি ॥
সারদে শিয়রে আসি বসিতে নিশীথে।
ভাষায় মিশায়ে সুধা হৃদে ঢেলে দিতে ॥
কদিন কোথায় বালা লুকায়েছ কায়া।
দোলে না নয়নে আর আঁচলের ছায়া ॥

কল্লোলিনী কল্পনার ভাব-ভরা ধারা।
কোথায় আঁধারে ধেয়ে হ'ল পথহারা॥
শশিকর ঝরে' ঝরে' হীরার তরঙ্গ।
লীলাময়ী হেলাদোলা কোথা নৃত্যরঙ্গ॥
অনিল কমল-বাসে নাহি আর ভরে।
মধু পিয়ে অলি নাহি মৃদুল গুঞ্জরে॥
কোথায় কোমল তব কুন্তলের রাশি।
কোথা সেই সুধাধরে মাধুরীর হাঁসি॥
কজ্জলে উজ্জ্বল কোথা নয়ন বিশাল।
পীযূষভারেতে গুরু হৃদয় রসাল॥
সীতাঙ্গি কেন না দেখি পদ-শতদল।
লাবণ্য-ললিত লাস্যে দোলায় কমল॥
শুনিয়া বীণার গীত নূপুরের তাল।
ভুলিতাম অবসাদ হইয়া মাতাল॥
কি সাধে বিষাদ আর বল পুষি বুকে।
বিধুমুখি তুমি মধু নাহি দিলে মুখে॥
সাগরে শুইয়ে আমি পিপাসায় জ্বলি।
প্রসূনপ্রান্তরে বাস অঙ্গে দংশে অলি॥
বটবৃক্ষতলে বটে ঢালিয়াছি কায়া।
ভাগ্যেতে পশ্চিমভানু না মিলিল ছায়া॥

আনন্দবাজারে পশে’ ক্ষুধায় কাতর।
বুকপোরা হীরাহার হইল পাথর॥
সব আছে কেউ নাই ভাগ্য চমৎকার।
দীপ্ত দিবালোকে দেখি দুচক্ষে আঁধার॥
একমাত্র সুধাপাত্র ল’য়ে কম-করে।
ধরেছিলে সুলোচনি তুমি লো অধরে॥
ভুলিয়া সকল জ্বালা তোমার খেলায়।
বেদনা বারণ আমি করেছি হেলায়॥
তরল নিশ্বাসে তব স্বর্গের সরলে।
করেছে মদির-মধু চিন্তার গরলে॥
বাঁধিতে পারিনি কভু বিষ্ণুর বামায়।
তুমি আর এ দশায় ছেড় না আমায়॥
কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ গুমরি গুমরি।
আবার বাজাও বীণা বাজাও কুমারি॥
আবার ঢাললো সুধা লহরে লহরে।
নাচিয়ে উঠুক প্রাণ পুলকে শিহরে’॥
লোটায়ে আঁচল চুল এস দুলে দুলে।
চরণ ছুঁয়ায়ে দাও হৃদিখানি খুলে॥
মাথাটি রাখিয়া তব চরণের তলে।
তুমি আমি দুইজনে রহিব বিরলে॥

ঘুমায়ে তোমার পায় দেখিব স্বপন।
সংসারে জাগিতে আর নাহি প্রয়োজন॥
চাহি না অন্যের সঙ্গ বিষয়ের রঙ্গ।
কবিতার স্বপ্ন যেন নাহি হয় ভঙ্গ॥
হৃদয়ে চরণ দাও ছোঁয়াও গো বীণ।
এই ভাবে কেটে যাক্ বাকি ক'টা-দিন॥

নগরের বিবাহ।

বরিষার বড় ঘটা, আকাশে তামসী ছটা,
ছুটাছুটি খেলা করে চপলা-কামিনী।
উন্মাদ প্রেমের রঙ্গ, উঁকি মারে ঝাঁপে অঙ্গ,
জলদ-স্বামীর সঙ্গ দিবস-যামিনী॥
গুরুগুরু গরজন, ধারা-বারি-বরিষণ,
শ্রাবণপ্লাবনে ধরা হয় সুশীতল।
গিরি হ'তে নামে বান, চলে জল কানেকান,
যৌবনে তটিনীরূপ করে ঢলঢল॥
স্নান করে' তরু হাঁসে, সলিলে কমল ভাসে,
আকাশে পিপাসা নাশে চাতকদম্পতি।

কদম্ব দুলিছে ডালে, শিখী নাচে পালে পালে,
তালে তালে পাখা হেলে খেলে ফুল্লমতি ॥
বরষার শুনি নাম, ব্রজমাঝে ধুমধাম,
বাঁকাঠামে স্মরি সবে প্রমোদে পাগল!
আসিছে ঝুলন-ঝোলা, ঘরে ঘরে দোলে দোলা,
আমোদে বিহ্বল যত ব্রজবালাদল ॥
অঙ্গ-ঘেরা নববাস, অধরে মধুর হাস,
পদে লোটে প্রেমদাস প্রেমিকা দোলায়।
হেলে'-দুলে' দোল খায়, গুঁজরি কাজরি গায়,
বেণী দোলে ফুলমালে নাগরে ভোলায় ॥
দুই হিয়া মিলাবার, বরিষার অধিকার,
বসন্ত হইতে ঋতু প্রচুর মধুর।
মেঘের গভীর ডাক, মদন বাজায় শাঁক,
নবীন-নবীনা-বুক করে দুরু্দুরু্ ॥
কুমার-কুমারী-অঙ্গে, প্রজাপতি বসে রঙ্গে,
পতঙ্গ অনঙ্গদূত রঙিনবরণ।
সুমঙ্গল পরিণয়, এই কালে যদি হয়,
বর-বধূ করে দোহা মানস হরণ ॥
কি নির্ব্বন্ধ বিধাতার, সম্বন্ধ কি চমৎকার,
দোঁহাকার তরে যেন দোঁহার সৃজন।

দূরে কন্যা দূরে বর, এতদিন ছিল পর,
হর-বরে হবে হের জীবনমিলন ॥
নাশিয়ে সন্ধ্যার মসী, পঞ্চকলা খুলি শশী,
ঢলঢল সুধা ঢালে আকাশেতে ভাসি।
শ'বাজার-রাজবাটী, সুসজ্জিত পরিপাটী,
রাঙারঙ্-ধুতিশাটী-পরা দাসদাসী ॥
তোরণে রৌসন সাজে, বিনায়ে সানাই বাজে,
সোহাগী সাহানা-সুর শুনি সুধাময়।
কুমার অসীমকৃষ্ণ, মানসে অসীম হৃষ্ট,
ভূপসুত উপেন্দ্রের তরুণ তনয় ॥
স্থিরপ্রভা কন্যা তাঁর, দিবে আজি পুষ্পহার,
রাজেন্দ্র-তনয় ধীর দ্বিজেন্দ্রের গলে।
সার্থক রাখিল নাম, শ্রীঅঙ্গ সৌন্দর্য্যধাম,
প্রভা যেন চিরস্থির চৌদিক্ উজলে ॥
পাত্র মিলে অনুরূপ, গুণের স্বরূপ রূপ,
বীণাপাণি করে ঘর বরের ভবন।
কি কন্যা কি বর পক্ষে, লক্ষ্মী চান কৃপাচক্ষে,
দু'কুলের যশোগান ঘোষিছে পবন ॥
পরি মনোহর সাজ, দ্বিজেন্দ্রকুমার আজ,
আসিছেন শুভকাজে রাজনিকেতন।

কেয়ারি করিয়ে চুলে, প্রমোদলহর তুলে,
প্রাণ খুলে সাথে চলে ভাইবন্ধুগণ ॥
বালকমহলে দাপ, সাত খুন আজি মাপ,
এ হাঁসির নিশাতরে সবাই স্বাধীন।
দলে চলে গোরাগণ, বাজে ড্রম্ ক্ল্যারিয়ন্,
প্রেমরণে আগুয়ান বয়ুজ নবীন ॥
হেথা সন্ধ্যাসমাগমে, অলঙ্কার ঝম্ঝমে,
রমাসমা বামাদল আমোদে বিহ্বল।
সবার বিচিত্র বেশ, নানা ছাঁদে বাঁধা কেশ,
অশেষ-মাধুরী-ভরা বদন বিমল ॥
কাহারো কুণ্ডলী ফণী, কারো পৃষ্ঠে কালো বেণী,
কারো বা উদাসী ভাবে দোলে এলো চুল।
মতিমালা হৃদাগারে, কারো শোভা চন্দ্রহারে,
কারো কানে দল্মলে হীরকের দুল ॥
কাদম্বিনী করে জাঁক, তাইতে তারার ঝাঁক,
অঙ্গনে অঙ্গনারূপে যেন ঝল্মলে।
কারো করে ফুলমালা, কাহারো মঙ্গল-ডালা,
কেহ ধরে দীপশলা চম্পাকলিদলে ॥
রাঙা পদ শতদল, ঠুন্ঠুন্ বাজে মল্,
কলকলে হুলু দেয় যত শশিকলা।

কেহ বা নথের ঝাঁকে, ফুঁ দিতেছে শুভ শাঁকে,
কেহ কেহ হাঁকে-ডাকে ভাঙে মিষ্ট গলা ॥
বরের বরণ-তরে, থালা ভরে' থরে থরে,
রাখেন রমণীগণ রম্য উপহার।
বেড়ি' পীঁড়িকলাগাছে, শুভ দ্রব্য রাখে কাছে,
ছাদনতলায় খোলে বিচিত্র বাহার ॥
ফোট-ফোট ছোট 'লিলি', আঁচলে পানের খিলি,
নেচে ছুটে করিতেছে মিষ্ট অত্যাচার।
বালিকা-কলিকা-হার, ছোট ঠোঁটে রক্তধার,
বাসর জাগার তরে বেশী আব্দার ॥
মাতা কন্যা উপবাসী, সর্ব্বগ্রাসী যত দাসী,
রাশিরাশি বাসী লুচি গোপনে সরায়।
বোনপো আছে তো ঘরে, খাবে বেটা পেট ভরে',
নতুন-ঝিয়ের সেটি সর্ব্বস্ব ধরায় ॥
বাহির-অঙ্গনে গোল, বাজিল মঙ্গল ঢোল,
কোলে শিশু বঙ্গাঙ্গনা আগু পা বাড়ায়।
উথলে অতুল সুখ, নেহারি বরের মুখ,
আড়ালে পাড়ার মেয়ে সারি দে দাঁড়ায় ॥
ঘনঘন শাঁকে জল, হুলুহুলু কোলাহল,
সুবেশে বালকদল ঘিরে' বসে বরে।

ঝম্‌ঝম্ বাজে ব্যাণ্ড, হাড়ুডুডু শেক্‌হ্যাণ্ড,
ফ্রেণ্ডে ফ্রেণ্ডে সম্ভাষণ অধর-আদরে ॥
আলাপন পরস্পরে, কার্ কত চিনি ক্ষরে,
অম্বলে জঠরে কার্ জীর্ণ নহে জল।
এ ওরে কাহিল বলে, শুনে দোঁহে যান গলে',
ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন যেন শরীর দুর্ব্বল ॥
কটাক্ষে করেন লক্ষ্য, কোন বন্ধু কার্য্যদক্ষ,
বিনামা করেন পাছে সাধু বিনিময়।
একটি সুবোধ ছেলে, বরের বালিশে হেলে,
দেশালাই হাতে ভাবে কি পোড়ালে হয় ॥
পল্লীর যুবক-ক'টি, হাতে লাঠি আঁটা ধটি,
ভেটি-তরে ভিটামাটী করেন গরম।
দুই পক্ষে পুরোহিত, সাধিতে পুরের হিত,
বুঝান্ নাপিতে ধরে' দক্ষিণা-ধরম ॥
মুরুব্বির হাঁকডাক, দে তামাক দে তামাক,
কর্ত্তারা হাতের হুঁকা কেহ নাহি ছাড়ে।
ওহো! ইউ ড্যাম্ ফুল্, সর্‌কারা শ্যালককুল,
কোথা গেল উড়ে মেড়া ধরে' আন ঘাড়ে ॥
"আজ্ঞে" বলে' করপুটে, ধূর্ত্ত নাপ্তে চলে ছুটে,
সব কাজে পটু বটে দাড়ী-বিমোচন।

সেজে সেজে তাম্রকূট, দেয় সে হরির লুট,
আড়ালেতে আপনারে করে' নিবেদন ॥
গরম-গরম লুচি, পার হবে গুছি-গুছি,
রুচি বুঝে ছক্কা-দম ভাজীর ভোজন।
খাজা গজা মতিচূর, পানতুয়া সুপ্রচুর,
ক্ষীর দধি কাঁচাগোল্লা কে করে ওজন ॥
ফলারেতে যারা দক্ষ, উদরে না পূরি ভক্ষ্য,
অলক্ষ্যে বাঁধিয়ে ছাঁদা থুইবেন পাশে।
আহা আহা নিক্ নিক্, বাড়ীতে দু'খানা দিক্,
মাগ-ছেলে খেলে খুসী—আছে তারা আশে ॥
কন্যাকর্ত্তা মুক্তহস্ত, উদয়াস্ত ব্যতিব্যস্ত,
আড়ম্বরে কুটুম্বের রাখিতে সম্মান।
প্রজাপতি-লীলাখেলা, বড়ই আনন্দমেলা,
শুভক্ষণে ফুল্লমনে আজি কন্যাদান ॥
চন্দনে চর্চ্চিত গাত্র, বরাসনে বসি পাত্র,
বরযাত্র কন্যাযাত্র ঘিরে চারিপাশে।
কন্যাকর্ত্তা প্রীতমনে, মিলি বৈবাহিক সনে,
আত্মীয়কুটুম্বগণে সাদরে সম্ভাষে ॥
অন্দরে সুন্দর সাজে, সখীদলমাঝে রাজে,
আজিকার অধিষ্ঠাত্রী পাত্রী রাজবালা।

নির্ম্মলা কুমারী সতী, স্থিরপ্রভা লজ্জাবতী,
সানন্দে দ্বিজেন্দ্র-অঙ্ক করিবারে আলা ॥
শুভ লগ্ন ছিল ধার্য্য, সাঙ্গ হ'ল শুভকার্য্য,
প্রেমরাজ্যে প্রবেশিল নবীন দম্পতি।
লজ্জাশীলা লজ্জাশীল, চারি চক্ষে হ'ল মিল,
ফুলমালা-বিনিময় স্মরি' প্রজাপতি ॥
উপেন্দ্র আশিষ করে, অসীম আনন্দে ঝরে,
রাজেন্দ্রসমান সুখী হয় যেন বর।
সংসার-কুসুমবনে, পতিসুখে সুখী কনে,
ধনে ধানে পূর্ণ হোক্ দোঁহাকার ঘর ॥
এ প্রভা দ্বিজেন্দ্র-অঙ্কে, শোভিয়া সিন্দূরে শঙ্খে,
দাম্পত্যপর্য্যঙ্ক যেন করে ফলবান্।
পতি হোক্ অলঙ্কার, প্রেম সঙ্গীতঝঙ্কার,
শিশুহার তুজনার প্রণয়ের দান ॥
যে যেথা পাত্রের মিত্র, দেখ এ পবিত্র চিত্র,
দেবগণ অষ্ট বসু দেখগো মিলন।
সবে বল জয় জয়, বরের কনের জয়,
শতায়ু হইয়ে জীয়ে সুখে তুইজন ॥
এয়োগণ বিম্বাধরে, হুলু দিয়ে মধুস্বরে,
বাজায়ে পাঁজর চুড়ী যাওগো বাসরে।

ধীরে ধীরে মোলো কান, শুনো দুটো মিঠে গান,
ঘুমাতে দিও না বরে যদি পায়ে ধরে ॥

আদর্শ-কবিতা।

[বিদ্যালয়ের পাঠ্য]

১নং।

নদী।

নদী হয় জগতের বহু উপকারী।
পশু পক্ষী মানুষেরা খায় নানা বারি ॥
নদী হ'তে হয় আরো কতরূপ কাজ।
বাণিজ্য লইয়া যায় নৌকা ও জাহাজ ॥
আছে বলে' গঙ্গা মেঘ্না ও পদ্মা নদী।
এবং চলে বেলেঘাটা হাটখোলা গদি ॥
পড়িতে পড়িতে পাইলে তোমাদের তৃষ্ণা।
নিবারণ করে নদী কাবেরী ও কৃষ্ণা ॥
যদি না থাকিত নদী ভারতবর্ষে বৎস।
কোথা হ'তে খেতে তবে মদ্‌গুরিলিশ মৎস্য ॥

ভাগ্যিস্ আছে হে নদী এ জগৎসংসারে।
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দে ওপারে॥
খুঁজিয়া খুঁজিয়া চাক্‌রি নাহি পেলে নরে।
জুড়ায় সকল জ্বালা জলে ডুবে' মরে'॥
যদি না থাকিত নদী গভীর ও তরল।
কোথা হ'তে সাগর তবে পেত বল জল॥
দৈবাৎ রয়েছে নদী ঈশ্বরের কাটা।
তাই শিশু দেখে নাও জোয়ার ও ভাঁটা॥
এমন মহৎ নদী করেন যিনি সৃষ্টি।
বুঝহ বালক তাঁর কতদূর দৃষ্টি॥

২নং।

ঝড়।

বাতাস উঠিলে জোরে তারে বলে ঝড়।
বড় ঝড়ে ডোবে কত গাধাবোট্ ভড়॥
ঝড়ের সমান বস্তু নাহি দেখি আর।
ধূলা উড়ে' করে' দেয় রাস্তা অন্ধকার॥
বড় বড় তালগাছ এবং অশ্বত্থ।
বায়ুবেগে পড়ে' করে শিকড়েতে গর্ত্ত॥

ঝড়ের সঙ্গেতে যদি হয় বজ্রাঘাত।
শোন শিশু তার নাম হয় ঝঞ্ঝাবাত ॥
তোমরা বোধ হয় সবে দেখিয়াছ ঝড়।
কলাগাছ পড়ে যাতে করে' মড়মড় ॥
অনেকে বাতাসকে বলে পবনঠাকুর।
সে কুসংস্কার শিশুগণ করে' দাও দূর ॥
এই ঝড়ে হয় বহু দেশের উপকার।
কমে' যায় ওলাউঠা প্লেগ্ ও বিকার ॥
চৈত্রমাসে ঝড়ে পড়ে করে' দুম্‌দাম্।
গাছতলায় গণ্ডা-গণ্ডা কাঁচা-পাকা আম ॥
ঈশ্বরের দয়া কভু না হয় আরোগ্য।
দেখ ঝড়ে নষ্ট হ'য়ে আম হয় মহার্ঘ ॥

৩নং।

ছাত্রগণের কর্ত্তব্য।

প্রতিদিন বিদ্যালয়ে সকালে আসিবে।
পড়িবার কালে বসি কখন না হাঁসিবে ॥
সকাল-সকাল যদি বাড়ী যেতে হয়।
চিঠি চেয়ে এনো কাছে পিতামহাশয় ॥

মাসের প্রথম দিনে আনিবে মাহিনা।
দেরি হ'লে দিতে হবে বেশী জরিমানা॥
শিক্ষকেরা লিখিবেন যতগুলি বই।
মনোযোগ দিয়া সব ক্রয় করা চাই॥
বালকের সরল স্বভাব বই ছিঁড়ে ফেলা।
মলাট ছিঁড়ে' অথবা পাখা করে' খেলা॥
তাহাতে নাহি দেখি অধিক কিন্তু দোষ।
পিতা-জাতি অকারণ করিবেন না রোষ॥
যত ক্রয় কর বই বিদ্যা বেশী হয়।
শিক্ষক আর সরস্বতী সন্তুষ্ট উভয়॥
শিশুর এই দোষ নাহি হয় হে ধর্ত্তব্য।
পুস্তক-হারাণো বালকের নিতান্ত কর্ত্তব্য॥
চারিখানি অঙ্কপুস্তক বাড়ীতে রহিবে।
চারি ভাই একসঙ্গে অসংখ্য অঙ্ক কসিবে॥
গ্রীষ্মকালে টাকা দিবে পাখা টানিবার।
তাহাতে বাতাস বহু খাবে অনিবার॥
অগ্রিম বেতন আর পাখার জন্য অর্থ।
জমা দিলে ছুটি পেতে হইবে সমর্থ॥
ষাণ্মাসিক পরীক্ষার হইলে সময়।
প্রশ্নপত্র মুদ্রিতের দিতে হয় ব্যয়॥

একটার সময় যদি খাও বার্ডসাই।
তার জন্য তদ্‌ভিন্ন জরিমানা চাই ॥
রোজ যদি ইস্কুলেতে নাহি এস তবে।
অগ্রিম পাঠালে বেতন শ্রেণী উঠে যাবে ॥
এই সব নীতিকথা রাখিলে স্মরণ।
বছরে ছমাস ছুটি পাবে শিশুগণ ॥
মাহিনার তরে জেনো মাষ্টারের সৃষ্টি।
ইহাতেই বুঝা যায় করুণার বৃষ্টি ॥

বিড়াল ও বাঙালী।

দেখে ভেবে এই আমি আছি স্থির করে'।
বিড়াল বাঙালী দুই এক ধাতু ধরে ॥
দুধ আর মাছ বড় প্রিয় দুজনার।
উচ্ছিষ্ট হইলে তা'র আরো বাড়ে তার ॥
তা'র চেয়ে আরো তার লাগে চোরামালে।
মাহিনা হইতে মিষ্ট উপ্‌রি পোষালে ॥
যতই পৃথক্ অন্ন দাও না বিড়ালে।
পাতের কুড়ায়ে খেতে ফেরে তালে তালে ॥

ইংরাজ করিবে রাজ্য বাণিজ্য বা চাস।
দাস হ'য়ে বাঙালীর উচ্ছিষ্টেতে আশ॥
সাহেবে ব্যবসাতরে নিজে দিয়া ধন।
আপিসে বসিয়া বাবু লইবে বেতন॥
একান্ত সাহেব যদি ভাগ্যে নাহি জুটে।
মাড়োয়ারীর এঁটো খেতে যাবে করপুটে॥
মার্জ্জারের লজ্জা নাই পরদ্রব্য নিতে।
ফাঁক বুঝে ল্যাজ গুঁজে আসে আচম্বিতে॥
শয্যায় শুইয়া রোগী খাবে দুধ-সাবু।
আসেন বিড়ালবেশে ডাক্তারবাবু॥
দুভায়ে কলহ করে' ছোঁড়ে অন্নথালা।
এবার মার্জ্জাররূপে উকিলের পালা॥
ভায়ে ভায়ে ঘুষোঘুষি বাড়া-ভাত মাটি।
বিল্লি খায় কইমাছ দুধটুকু খাঁটি॥
পাঁচিল পড়িল মাঝে বাড়ী হ'ল ভাগ।
ইঞ্জিন্যার-মার্জ্জারের বসিবার বাগ॥
বিড়াল বাঙালী দোঁহে খোঁজে গৃহকোণ।
বিছানাটি পাতা পেলে চুপিচুপি শোন্॥
লাথি-ঝাঁটা-কিলে নাহি বিড়ালের লাজ।
না চাহিতে দেয় তাহা বাবুরে ইংরাজ॥

দিবারাত্রিভেদ নাই তুল্য দুইজনে।
ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ করে মেনির পিছনে ॥
বিড়াল বাঙালী দোঁহে দেখিলে স্বজাতি।
ল্যাজ তুলে গলা খুলে যায় রণে মাতি ॥
কোন কাজ না থাকিলে ব্যাদানি বদন।
বিড়াল বাঙালী দোঁহে জুড়িবে রোদন ॥
অশুভ লক্ষণ বড় এই কান্নাহাটি।
তাড়াতে পাড়ার লোক বার করে লাঠি ॥
ছানাগুলো ধরে' খায় ধাড়ী জন্মদাতা।
বহুরূপে খাই মোরা ছেলেদের মাথা ॥
মারিত ইঁদুর ধরে' আগেতে বিড়ালে।
হ'তো বা ধরিত ডাকু বাঙালী সেকালে ॥
এখন ইঁদুর দেখে বিড়াল পালায়।
আঁচল-আড়ালে বাবু চোর এলে ধায় ॥
ন'টা প্রাণ ধরে কিন্তু শুনেছি মার্জ্জার।
বাবুরা মৃত্যুর আগে মরে বহুবার ॥
কলিকাতামাঝে আছে অদ্ভুত এ ভাব।
সভ্যতার সহবাসে মিলেছে স্বভাব ॥

মান।

বারমাসে একবার, যদি কর মুখ ভার,
বড়ই বাহার হয় ও বিধুবদনে।
রাগে গালে লাল ফোটে, ঈষৎ ফোলান ঠোঁটে,
রাঙা হ'য়ে ওঠে চোখ নীরব রোদনে॥
খুলিয়া ফেলায় হার, গলা যেন আর কার,
হাতছাড়া হ'য়ে চুড়ি গড়াগড়ি খায়।
গলিত চুলের ভার, পিঠ করে অন্ধকার,
বসন বসাতে শিরে খসে' খসে' যায়॥
সাধিতে ধরিতে কর, রাগে হ'য়ে গরগর,
ছুটিয়া পালাতে চাও ঘরের বাহিরে।
আঁচল টানিয়া ধরে', চেপে রাখি বুক ভরে',
আঁখিতে-অধরে চুমো চাপি ধীরে ধীরে॥
কলহে করিতে সন্ধি, বাহুতে বাঁধিয়ে বন্দী,
শয্যায় বসিয়ে কোলে বসাই কৌশলে।
কুলাতে কুলাতে চুল, পরাই কানের ফুল,
চুড়ি হাতে দিতে দিতে পড়ি পদতলে॥
"ছাড় ছাড় ছেড়ে দাও, যাও না যেখানে যাও",
প্রথমে ফোটাই বুলি ভর্ৎসনার ছলে।

ফোয়ারা ফুটিয়ে ওঠে, মিঠেকড়া ধারা ছোটে,
করুণ কুহর কণ্ঠে আঁখি ভাসে জলে ॥
আঁচল গুছায়ে তোর, মুছায়ে নয়নলোর,
বিভোর হইয়া দেখি নূতন মাধুরী।
কাঁধেতে কাঁদিতে ছলে, হেলিয়া পড় লো ঢলে',
আদর জানাতে জানে আমার আদুরী ॥
আলিঙ্গন-সোহাগায়, অভিমান গলে' যায়,
প্রেমনিবেদন ভাষে বেদনার স্বরে।
হৃদি-হ্রদে তুই তরি, তোর তরে বাঁচি-মরি,
অধরে স্বাক্ষর করি অধর-মোহরে ॥
কভু মনে মেঘ হ'লে, প্রণয়জাহ্নবীজলে,
বৈশাখ-বৈকালে ভাল লাগে লো তুফান।
তরি করে টলমল, ডুবিলে জানুতে জল,
নিকটে মিলনঘাট আশার সোপান ॥
কিন্তু যদি রোজ রোজ, থাক মুখ করে' গোঁজ,
ঝড়ের আড়ঙ্ যেন 'বিস্‌কে'-সাগর।
তবে দীন কর্ণধার, ফেলে' হাল-পাল তার,
ঝাঁপ দিবে জলে গলে বাঁধিয়ে পাথর ॥
অবিরত ঝঞ্ঝাবাতে, তরঙ্গের ঘাতে ঘাতে,
তরি-অঙ্গ জীর্ণ হয় মাজি ভগ্নমন।

পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ, পারে কি তরিতে কেউ,
প্রতিদিন করে যদি বলে আস্ফালন ॥
মানের কবিত্বে আর, থাকে না মধুর তার,
বাঁধাবাঁধি সাধা-কাঁদা মাদা মেরে যায়।
নিত্য নিত্য এক পালা, করে কান ঝালাপালা,
'গোবিন্দে'র সাধ্য নয় সে গান জমায়।
নূতনত্ব কোথা—নিত্য চরণ-ধরায় ॥

কিসে মন পাই ?

কি করিলে বল নাথ তব মন পাই।
কি পিপাসা পোষো প্রাণে বল না সুধাই ॥
বল কি সুন্দর সাজে,
রূপ তব হৃদে রাজে,
কি ছবি লিখেছ কবি প্রেমতূলিকায়।
কেমন সাজিলে আমি তেমন দেখায় ॥
বিনা তব দাসী বলা,
জানি না তো অন্য কলা,
শিখাইয়া কর তুমি মনের মতন।
প্রিয়শিষ্যা হ'তে আমি করিব যতন ॥

কত যত্নে মণিকার,
ধুয়ে ধুয়ে খার ছার,
মাজিয়ে খনির মণি কান্তি করে বার।
বিপণীর হীরা—পরে রাজকণ্ঠে হার॥
কাটিয়া মাঠের মাটী,
প্রতিমাটি পরিপাটী,
করের কৌশলে করে পটু কুম্ভকার।
পূজা পেলে হয় ছবি দেবীর আধার॥
অনাদরে ভূমিগতা,
বনের লুণ্ঠিতা লতা,
মমতা করিয়া মালী পালিলে তাহায়।
কানন করে তো শোভা প্রসূনে পাতায়॥
কুড়ায়ে কুটীর হ'তে,
বসালে সোনার রথে,
ভূপতি পতির তেজে কাঙাল-কুমারী।
প্রজার পূজিতা রাণী রাজার পিয়ারী॥
স্বজন সহিত থাকি,
বিজনবিহারী পাখী,
শিখালে বলে তো বুলি পালিকার স্বরে।
শ্যামনাম গায় শারী কাকলি-লহরে॥

বনের বিহঙ্গবালা,
তোমারে দিয়াছে মালা,
তুমি দাও আলো করে’ আঁধার হৃদয়।
রবিকর বিনা শশী উজল না হয়॥
বল বল প্রিয় স্বামি,
হব কোন্-পথ-গামী,
কিসে বা তুষিব আমি তোমারে সেবায়।
কেমনে কামিনী স্থান পাবে প্রিয়-পায়॥
কি বিদ্যা করিব শিক্ষা,
কেবা দেবে তার দীক্ষা,
তোমা বিনে কার্ কাছে যাব সে ভিক্ষায়।
কার্ কাছে হেঁসে জয়ী হব পরীক্ষায়॥
আরশি করেনি ভুল,
দেখ না দুলিছে চুল,
আকুল চিকুরমূল ছুঁইতে চরণ।
ক্ষীরোদসাগরে ঢেউ নীরদবরণ॥
বল না শিখিব সাধি,
কি ছাঁদে কবরী বাঁধি,
রাখিব কি এক-বেণী পিঠে ফেলে খুলে।
বাঁধিব বা এলোখোঁপা ফুলো-ফুলো চুলে॥

বেণীতে বেলের হার,
সীঁথিতে যূথীর সার,
বেণীমূলে গুঁজিব কি গোলাপের কলি।
মুখপদ্মমধু কিগো পিবে মম অলি ॥
বলে তো আমারে লোকে,
কাজল জ্বলিছে চোখে,
উজল কি হবে আরো দীপশিখা পরে'।
আল্‌তা কি লাগে নাথ ললিত অধরে ॥
ললাটে খয়ের-বিন্দু,
শোভিবে কি মুখ-ইন্দু,
নাসায় রসের কলি হবে কি ভূষণ।
মুকুতামালায় বুকে দেব কি আসন ॥
লাল কানে দুল নীল,
খাবে কি রঙেতে মিল,
পরি যদি ক্ষীণ অঙ্গে নীলাম্বরী বাস।
কটিটি আঁটিয়া বেঁধে কাঞ্চনের পাশ ॥
অলঙ্কার রচি রঙ্গে,
রঙিন কুসুম অঙ্গে,
পরে' কি সাজিয়ে সখা দাসী ফুলরাণী।
হরণ করিতে যাবে চরণ-দুখানি ॥

করিব কি তেজে' লজ্জা,
বিলাতি বিবির সজ্জা,
শয্যাঘরে রুদ্ধদ্বারে সুমুখে তোমার।
তা'তে কি বাড়িবে রূপ বাঙালী-বামার॥
দুধে হবে বিধুমুখ,
উলঙ্গ আধেক বুক,
ঘাগ্‌রা ঘেরিয়া অঙ্গ লুটাইবে ভূমে।
কুঞ্চিত কুন্তলদল গ্রীবাতল চুমে॥
আছে অঙ্গ ছিপ্‌ছিপে,
চলিব চরণ টিপে,
কর্‌সেটে ক্ষীণ কটী হবে মুঠি-ভোর।
সোহাগে শ্যাম্পেন্‌-পানে নেশায় বিভোর॥
নাম ধরে' ডেকে নাথ,
হাত পেতে নেব হাত,
"ডিয়ার্‌ ডিয়ার্‌" বলে' প্রেম-আলিঙ্গন।
রঙ্গেতে ঢলিয়া অঙ্গে হব অচেতন॥
বল তো যাপিতে যামি',
তাপসী সাজিব আমি,
রুখুরুখু কেশরাশি এলাইয়ে রেখে।
বিভূতির ভাতি—কায়া পাউডারে ঢেকে॥

আকাশে নয়ন রেখে,
অধরে বিষাদ মেখে,
যৌবন যোগের ক্ষেত্রে যোগিনী উপাধি।
হৃদাসনে যোগাসনে যোগীর সমাধি ॥
নিত্য নব-নারী-আশে,
পিপাসা যদি হে আসে,
আমার সকাশে সখা কর তা প্রকাশ।
এক জায়া শত কায়া করিব বিকাশ ॥
পুরুষ রসের কবি,
চায় নিত্য নব ছবি,
যত জানে তত বাড়ে জ্ঞানের পিপাসা।
বিদ্যার বাঁধিয়া সীমা নাহি মিটে আশা ॥
খুলিয়া কল্পনাদৃষ্টি,
অভাব করিয়া সৃষ্টি,
হৃষ্টমনে ঝাঁপ দেয় বিপদ-পাথারে।
তুষ্ট তার নহে মন এক মিষ্ট তারে ॥
আমারে শিখালে বঁধু,
নিত্য দিব নবমধু,
এক অঙ্গে নানা রঙ্গে কলার বিলাস।
আমাতে দেখিবে তুমি যারে অভিলাষ ॥

হ'লে জায়া গুণযুতা,
জননী ভগিনী স্থতা,
এক কায়া এক মনে হয় প্রয়োজনে।
নানা ফুল হব একা প্রমোদকাননে ॥
বসন্তের বিভাবরী,
কাঁপিতেছি থরথরি,
টলমল অঙ্গতরি যৌবন-তুফানে।
ঢলঢল প্রেমজল প্রাণে কানেকানে ॥
এস বঁধু বসি ছাদে,
আমি দেখি দুই চাঁদে,
চাঁদনীসাগরে দেব দুজনে সাঁতার।
এক স্থরে বাজাইব দুটি হৃদি-তার ॥
নিঝুম নীরব রাত,
অলস আবেশে নাথ,
সোহাগে গলিয়া আমি গাহিব বেহাগ।
ঝরিবে অক্ষরে স্থরে প্রেম-অনুরাগ ॥
কেশে কুন্তলীন-গন্ধ,
বাতাসে ভাসিবে মন্দ,
গীতছন্দ সনে হবে মধুর মিলন।
যাপিব যামিনী সারা করে' জাগরণ ॥

প্রিয়তমা যদি গীতে,
পারে মন কেড়ে নিতে,
পুরস্কার তবে তার দিও প্রাণধন।
সুখে বুকে তুলে ল'য়ে অধরে চুম্বন ॥

ব্যাঘ্র-বক মহাকাব্য।

[আদর্শ অমিত্রাক্ষর]

একদা গো, এক বাঘের গলায়, ফুটি-
য়াছিল রে হাড়। বাঘ যন্ত্রণায়, ইত-
স্ততঃ ছটফট করিতেছিল,—হায় রে
যেমতি শচীন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ি বৃত্রের
কবলে ;—কিম্বা যথা মীনকুলরাণী কৈ,
পড়িয়ে কড়ায় তপ্ততৈলমাঝে, হায়,
সডিম্ব উদরে। সে বাঘ, যথেষ্ট করি-
য়া চেষ্টা, পারিল না বাহির করিতে হা-
ড় ; পারে না যেমন বাহির করিতে জ-
ল, কেহ কল হ'তে, দশটা বাজিয়া গে-
লে, ঘুরায়ে ঘুরায়ে কক্ ; অথবা, বস-
ন্ত-খোদিতমুখী কানা-কুলবালা, চল্লি-

শ হইলে পার, পারে না করিতে বার
সমাজসম্মুখে তারে, রূপমুগ্ধ প্রাণে-
শ্বর তার। সে যে জন্তু সম্মুখে দেখে, ব-
লে তারে—"ভাই, যদি হে আমার গলা হ-
তে তুমি, বাহির করিয়া দাও এই হা-
ড়,—দুষ্ট নীচাশয় হাড় গোহাড়-সমা-
ন হায়—তা হ'লে তোমায় আমি, দিব বি-
লক্ষণ—দেয় যথা পাহার'লা মাতালে
নিশায়—পুরস্কার, তুলনা যাহার শু-
ধু আছে উপহার, বিতরণ হয় যা-
হা বরষে দুবার, বাঙ্গালা সংবাদ-প-
ত্র-আপিস হইতে।" কহিলা শার্দ্দূল পু-
ন উদারতাভরে, দেখায়ে উদর তা-
র ঈষত ইঙ্গিতে—"ও রহিব কেনা চি-
রকাল জন্য; যেমন থাকে হে কেনা, ধ-
নী ঋণিগণ হাটখোলা-দোতলায়, বা-
রেক করিলে ধার; কিম্বা যথা গুলিখো-
র, তোড়জোড়-পায়।" কোন জন্তু কিন্তু ভ-
য়ে, হ'ল না সম্মত,—না হয় সম্মত য-
থা পাশের ছেলের বাপ, পুত্রে দিতে বি-

য়ে,—বি.এ.-পড়া-কালে তার, হাজার দশে-
র কমে ; অথবা, না হ'ল সম্মত যথা
মন্থরা সুন্দরী, রামে দিতে যৌবরাজ্য,
ভরত-বদলে। অবশেষে এক বক,
হইল সম্মত পুরস্কারলোভে ; স্বাধী-
ন-ইংরাজ-রাজবংশ-জাত, সে-ও পড়ে
অধম বাঙ্গালা, বর্ব্বর দাসের ভাষা
অসভ্য ক খ গ, পুরস্কারলোভে ; লোভে
ছবিপুস্তকের, দুগ্ধপোষ্য শিশু, হায়,
ধরে সিগারেট্। এবং করায়ে প্রবেশ,
লম্বা ঠোঁঠ অতি, বাঘের গলায় ; প্রবে-
শ করায় যথা মিউনিসিপাল বিল, আ-
ইন-কৌন্সিলে, বক-বর্ণ মেম্বার সা-
হেব ; অথবা, হায়রে, কি আর বলিব,—
সভ্যতার অলঙ্কার, মনে নাহি আসে
কিছু—বহুকষ্টে আনিল বাহির করে'
দুষ্ট হাড় ; করয়ে বাহির যথা সিলে-
র পেয়াদা, বাকি-টেক্স-দায়ে ভাঙা তক্তা-
পোষখানি, দুঃখিনীকুটীর হ'তে। সুস্থ
হ'ল বাঘ, মাতাল যেমতি খোঁয়ারি-প্র-

ভাতে, কসে' টানি এক গ্লাস। উত্থাপন
করে যেই বক, পুরস্কারকথা, করি
দন্ত কড়মড়, রক্তবর্ণ চক্ষু, বলি-
ল সে ; যেন সতী শকুন্তলা, দুষ্মন্ত-ব-
দনে শুনি প্রত্যাখ্যানকথা ; অথবা রে-
লের সাহেব গার্ড, থার্ডক্লাস-যাত্রী দে-
খি গাড়িতে শুইতে। "তুই যে নির্ব্বিঘ্নে ঠোঁ-
ট, করিলি বাহির, ভাগ্য বলে' মান্ তা-
হা, মানে যথা ভাগ্য বলে' মক্কেল স্বজ-
ন, পারে যদি করিতে বাহির টাকা, আ-
পনার এটর্নির হাত হ'তে।" তীব্র বা-
ক্যে ব্যাঘ্র পুন, করিয়ে ভৎ'সনা বলে—"দু-
ষ্ট বকাধম, কোন্ লাজে চাস্ পুরস্কা-
র, চাহে যথা লজ্জাহীন গৃহস্থ গরী-
ব, পেতে কোন উপকার ধনবান হ'-
তে, প্রাণ দিয়া গুরু কার্য্য সাধন করি-
য়া তাঁর। থাকে যদি সাধ বাঁচিবার, দূ-
র হ রে সম্মুখ হইতে মোর, অন্তঃপু-
র হতে' দূর জননী যেমতি হয়, বা-
বুর বনিতা-নিধি পাইলে যৌবন। ন-

তুবা এখনি তোর ভাঙিব রে ঘাড় ; ভা-
ঙে যথা নেটিভ-পেটের প্লীহা লীলায়
সাহেব ; অথবা যেমতি, হায়, সহুরে
আমীরপুত্র, ঘাড় ভেঙে খায় আধানি-
ধনীর। শুনিয়া বাঘের বাণী হতবু-
দ্ধি হ'য়ে বক,—দেখিয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন, ছা-
ত্র যথা পরীক্ষা-মন্দিরে,—মুহূর্ত্তে সে স্থা-
ন হ'তে করিল প্রস্থান ;—করেন প্রস্থা-
ন যথা কৌন্সুলি-সাহেব, পসার-জমা-
র পরে আদালত-ঘর হ'তে, মক্কেলে-
র মকদ্দমা হবামাত্র ডাক। অথবা
আমার মতন কবি, যথা যায় সংসা-
র ছাড়িয়া, গৈরিক বসন পরি, কিনে'
নাহি লয়, বই যদি গুরুদাসবাবু।

রোষ-বিহ্বলা।

আবার আবার তুমি কর তিরস্কার।
ফণিনী-সমান উঠ গর্জ্জিয়া আবার॥
হেলাইয়া গ্রীবাদেশ,
আবার দুলুক কেশ,
ফুটুক ছুটুক কণ্ঠে গালি সুধাধার।
রক্তিম আঁখিতে খুলি' গোমুখীর দ্বার॥

লোহিত অধর রোষে হউক স্ফুরণ।
নিটোল ললাটে দেখি ঈষৎ কুঞ্চন॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার কর,
অঙ্গুলি হেলায়ে ধর,
নাচিয়া উঠুক অঙ্গ তরঙ্গে যেমন।
শ্বাসে শ্বাসে হৃদাবাসে মেদিনীকম্পন॥

উঠুক গোলাপ ফুটে গালে পুনরায়।
রঞ্জিত বদনে ভয় দেখাও আমায়॥
ঘুরুক্ নয়নতারা,
যেন হ'য়ে পথহারা,

মুহু মুহু বাহু তুলে কুহর' গলায়।
রাঙা কানে দুল দুলে' ঝলুক আভায়॥

সমরে শ্যামার শোভা জগ-মনোহর।
মোহিত পতিত পদে ভোলা দিগম্বর॥
হ'লে শক্তি মুক্তকেশী,
ভক্তের আনন্দ বেশী,
অসি-ধরা কর হেরে' বিভোর নয়ন।
রণে নাচে, প্রাণ যাচে চরণে শয়ন॥

বিরহ।

বাহিরে বিরহ, হৃদে অহরহ,
কাঁদিয়ে মধুর সুখ।
চোখেতে চাতকী, চিতে চকাচকী,
উড়ে গে জুড়েছে বুক॥
বুকে করে' তারে, ফিরি দ্বারে দ্বারে,
যেখানে বসাই বসে।
অপরের সনে, থাকি আলাপনে,
তার কথা কানে পশে॥

নিত্য ব্রতধর্ম্মে, বসি কাজকর্ম্মে,
মর্ম্মেতে তাহার স্থান।
সেথা ঘোরে-ফেরে, ডাকে আঁখি ঠেরে,
শুনায় আশার গান॥
বিরলে অলসে, কলসে কলসে,
সে ঢালে সুধার ধারা।
রসে ডুবে যাই, হাঁসি কাঁদি গাই,
প্রেমমদে মাতোয়ারা॥
মুদ্দিয়া নয়ন, করি গো শয়ন,
ভাবিতে ভাবনা ভরে'।
ঘুমাতে যতন, দেখিতে স্বপন,
সে শোবে গলাটি ধরে'॥
শ্যামালতা দোলে, তারে মনে তোলে,
কুসুমে সুষমা তার।
কোমল শিরীষে, থাকে গো সে মিশে,
নীরদে কবরীভার॥
ডুবুডুবু চাঁদে, সে যেন গো কাঁদে,
মুখটি লুকায়ে লাজে।
শুকতারা জ্বলে, তারি কথা বলে,
নয়ন অমনি সাজে॥

কমলে সলিলে, সহসা দেখিলে,
ভাবি হাঁসে বিনোদিনী।
হংসী ভেসে যায়, ঠিক সে পালায়,
খেলাছলে আদরিণী ॥
উষার বাতাসে, যে জীবন ভাসে,
সে যেন মিশান তায়।
সদ্যফুলগন্ধে, প্রেমানন্দছন্দে,
যৌবনে কাঁপায় কায় ॥
নীরব দুপুরে, বুকভাঙা সুরে,
ঘুঘু তরুশাখে ডাকে।
যেন সে শিহরে', আমার ভিতরে,
আমারে ধরিয়ে রাখে ॥
সন্ধ্যাসমাগমে, এলান আরামে,
এদিকে ওদিকে যাই।
বামে কি ডাহিনে, বিফলে চাহি নে,
আকাশে দেখিতে পাই ॥
যত বাড়ে রাতি, তত ফোটে ভাতি,
যামিনী কামিনী-রাজ্য।
ভুবন পরিয়ে, ভাবনা ভরিয়ে,
সে হরে আমার বাহ্য ॥

একখানি দেহে, যেন বিশ্বগেহে,
ঘুমায়ে রয়েছে এই।
তারায় তারায়, সুধাকরকায়,
আলাদা আবার সেই ॥
জ্যোৎস্নার পুঞ্জ, কুসুমিত কুঞ্জ,
খদ্যোত-খচিত শাখী।
তারি রূপ ধরে', থাকে থরে থরে,
আমি নাম ধরে' ডাকি ॥
যেথা স্নেহমায়া, সেথা তার ছায়া,
পিরিতি মূরতি তার।
নিরাশা কি আশা, তার যাওয়া-আসা,
ভালবাসা তারি সার ॥
শিশুর হাঁসিতে, সে থাকে ভাসিতে,
কিশোরখেলায় খেলে।
যৌবন-মদিরা, সে যেন অধীরা,
অমৃত ঢালিয়া ফেলে ॥
সুস্থির স্থবিরে, সেই বসে ধীরে,
শান্তি কান্তিটুকু যার।
নর নারী নাই, সে যেন সবাই,
জড়েতে চেতনা তার ॥

পলে পলে নব,— লীলা-অনুভব,
এ মজা বুঝাব কা'য়।
'হারাই হারাই',— মনমাঝে নাই,
নাহি অবসাদ-দায়॥
রহ রে বিরহ, আমরণ রহ,
আমারে সে-ময় করে'।
চোখোচোখি হ'তে, এ হারাণ পথে,
অভাবে শ' ভাবে ধরে'।
চলি গো নেশার ভরে॥

শ্রীমতীর অভিসার।

যামিনী তিমিরা ঘোরা, ভেটিবারে মনচোরা,
সখী সনে রাধারাণী বনে বাহিরায়।
নিশার তামস কায়, নীলশাটী মিশে যায়,
লাজেতে নয়ন-নীল পল্লবে লুকায়॥
কৃষ্ণবেণী দোলে পৃষ্ঠে, হৃষ্ট-হৃদে ধরি কৃষ্ণে,
অভীষ্টে করিতে দৃষ্টি মিষ্টিচোখে চায়।
তুলিতে ফেলিতে পদ, ফোটে লোটে কোকনদ,
চরণে নূপুর বেজে লাজেরে মজায়॥

গোল হাতে কালো চুড়ি, মুখটি ফুলের কুঁড়ি,
হুড়াহুড়ি মনমাঝে প্রেমের তরঙ্গ।
টিট্‌কারী চাপা-হাঁসি, সখীদল ঢাকে কাশি',
অঙ্গে-অঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি টিপে-টিপে রঙ্গ॥
পথে হ'তে অগ্রসর, কৃষ্ণগন্ধ মনোহর,
শ্রীমতীর নাসারন্ধ্রে মন্দশ্বাসে পশে।
অধীর মদির-গন্ধে, ধায় ধনি প্রেমানন্দে,
ছুটে যেতে কটি হ'তে শাটী পড়ে খসে'॥
বেণী দোলে দলমল্, কানে হীরা ঝলমল্,
শ্রমজল অবিরল সুকপোলে ঝরে।
আঁচল ভূতলে লোটে, কুশ-কাঁটা পদে ফোটে,
পাছে ছোটে সখীদল আকুলিতা ডরে॥
উরু-দুটি গুরুভার, ভারি অতি হৃদাধার,
রজনী আঁধার তায় পথ বনে বনে।
রাধার সে চিন্তা নাই, চিন্তামণি চোখে চাই,
ভ্রান্তমনে শ্রান্ত সতী চলে চিন্তা সনে॥
অদরে বাঁশরীরব, ক্রমে কানে অনুভব,
মুরলী বিজন বনে বাজে করুণায়।
বিনায়ে বিনায়ে ছাঁদে, বাঁশী বুক ভেঙে কাঁদে,
"আয় রাধে আয় রাধে" সুরে ফুকরায়॥

মিশিয়া বাঁশীর স্বরে, যমুনা কল্লোল করে,
“তবে নয় বহুদূরে মম শ্যামরায়।
“ছুটে চল চল আলি, সর্ব্বস্ব দিব লো ডালি,
রাধা-আশে বনমালী বিজনে বেড়ায়॥”
নিকটে শ্যামের ঘ্রাণ, বিভোর করেছে প্রাণ,
বঁধুগন্ধে অন্ধ রাধা দৃষ্টি নাহি চলে।
“তিলেক অলস ছাড়ি, এস সখা আগুবাড়ি,
চলিব সে কেলিকুঞ্জে বাহু বেড়ি’ গলে॥
কলঙ্কের অলঙ্কার, করেছি কেশের হার,
লাজভয় জাতিকুল গিয়েছে আমার।
সতী বা অসতী হই, জানি না তো কৃষ্ণ বই,
ব্রজপতি পতি মোর ব্রহ্মাণ্ড রাধার॥
যে দিন নয়নে মোর, প্রথমে হে মনচোর,
উদিলে তমালতলে হ’য়ে বংশীধারী।
ভুলিনু সে শুভক্ষণে, নিজ দেহ প্রাণ মনে,
ভুলিনু কি নাম ধরি নর কিম্বা নারী॥
যত কিছু হ’ল দৃষ্ট, দেখিলাম সব কৃষ্ণ,
অদৃষ্ট বলেছি যারে সেও কৃষ্ণচন্দ্র।
কৃষ্ণনাম সব শব্দ, স্পর্শে কৃষ্ণ উপলব্ধ,
কৃষ্ণগন্ধ শ্বাসে শ্বাসে লভে নাসারন্ধ্র॥

হে মাধব হে মাধব, সেই দিন গেছে
করিবারে কৃষ্ণরব ভিন্ন দেহ আছে।
হৃদিপদ্মে বসাইতে, সুধারসে রসা
আলাদা রাধার রূপে আছি পাছে পা
পুলককণ্টক কায়, পদে পদ বেধে
ধাইতে ধাইতে রাই কত কথা বলে।
চাঁচর চিকুর হ'তে, পদতলে ধূ
তরঙ্গিত প্রতি অঙ্গে পিরিতি উছলে।
বাঁশরী বাজিল পষ্ট, আঁধার করি
প্রকাশ হইল কৃষ্ণ গোপীর নয়নে।
আহিরীকুমারীকুল, উল্লাসে দুলা
হরি বলি করতালি দিল ঘনে ঘনে॥
বলে "দেখ দেখ রাই, কৃষ্ণ আর কা
কি বর্ণ এ বর্ণ হেরি বর্ণনা না হয়।
স্বর্ণ-আভা ল'য়ে বামে, ঘন করে' দে লো
নিশ্বাসে মিশায় পাছে মনে হয় ভয়।
হাত রেখে পতিকাঁধে, হেলিয়ে দাঁড়া
ভুজফাঁদে শ্যামচাঁদ ছাঁদিল রাধায়।
চুমিতে চাঁচর চুল, চূড়া ছেড়ে পা
সুনীল দুকূল দুলে' ধটি ছুঁতে ধায়।

কদমে কনকলতা, চারি চোখে কত কথা,
অধরে অধর করে প্রেমের স্বাক্ষর।
এই রূপ দেখি চক্ষে, এই রূপ রাখি বক্ষে,
লক্ষ্যে থাক রাধাকৃষ্ণ চারিটি অক্ষর।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ চারিটি অক্ষর ॥

উন্মত্তা।

সংসারবন্ধনমূল স্নেহপারাবার।
এই কি গো সেই নারী মমতা-আধার ॥
এই সেই কেশরাশি নবজলধর।
চুম্বনের খনি কি গো অই সে অধর ॥
সে দুটি নয়ন অই মম মনহরা।
জীবন-জুড়ান দৃষ্টি মিষ্টি স্নেহভরা ॥
অই সে রসনা যাহা দিত সুধা ঢেলে।
দিয়াছে কি আলিঙ্গন ওই বাহু মেলে ॥
ওই বক্ষে ভাবিয়াছি স্বর্গ-উপাধান।
ওই বক্ষ করায়েছে সুতে সুধাপান ॥
ওই হৃদি গলে' ছুটে' নয়নেতে জল।
মমতার কথাগুলি করে কি শীতল ॥

কন্যারূপে ছিল এ কি মায়ার পুতুল।
যৌবনের ছায়া জায়া ঐশ্বর্য্য বিপুল॥
জননীরূপিণী নারী ইনিই আবার।
ধরায় জীবন্ত মূর্ত্তি গৌরীপ্রতিমার॥
কোথায় সে সব রূপ লুকাল কোথায়।
প্রলয়ের কালো ছায়া গ্রাসিল মায়ায়॥
সুধাকর বিষধর হ'ল কোন্ মন্ত্রে।
শতদলে দাবানল কোন্ যাদুযন্ত্রে॥
কি বিষ পশিয়া প্রাণে করিল উন্মাদ।
দৃষ্টিতে বিষের বৃষ্টি স্বরে বজ্রনাদ॥
স্খলিত কবরী রুক্ষ বেণী লট্‌পট্।
ঠিকরিয়া পড়ে চক্ষু চাহে কট্‌মট্॥
দন্তে দন্তে ঘরষণ বাহু-আস্ফালন।
ঝম্পে ঝম্পে ভূমিকম্প উল্লম্ফ নাচন॥
কণ্ঠায় গরজে সর্প শাপ বিষবাণ।
কোথায় লুকান ছিল প্রেত-অভিধান॥
প্রেম-উপাধান বক্ষে উত্থান-পতন।
দৈত্যদল করে যেন সাগরমন্থন॥
কোথায় লুকাল কন্যা বনিতা জননী।
কোথায় পালাল লজ্জা কুলের রমণী॥

শত আদরের পূজা পেত যে মাধুরী।
ঈর্ষার তস্কর তারে পলে কৈল চুরি॥
অবাক্ অবাক্ একি প্রকৃতি অদ্ভুত।
লক্ষ্মীর কমলবনে নৃত্য করে ভূত॥
অত কোমলতা লতা হারাইয়া পলে।
হাউয়ের ঝাড় ওঠে লতায়ে অনলে॥
বিকার পাইলে বুঝি অতি সুকুমার।
চিহ্নমাত্র নাহি থাকে পূর্ব্ব সুষমার॥
যতদূর ছিল আগে শোভার আকর।
প্রকটে বিকট রূপ তত ভয়ঙ্কর॥
অতি মনোহর গন্ধ সদ্য-যূথিকার।
ঘর্ম্মসিক্ত হ'লে মালা ঘরে রাখা ভার॥
সুধাসম তারে মুগ্ধ করে দুগ্ধ ক্ষীর।
ঈষৎ আঁকিলে জ্বালে দুর্গন্ধে অস্থির॥
সৌন্দর্য্যে কলঙ্ক-অঙ্ক স্পষ্টতর হয়।
তুষারে মসীর বিন্দু লুকাবার নয়॥
যা কিছু সুন্দর মিষ্ট বিমল কোমল।
গোলোক আলোক করে শোভে ধরাতল॥
সকলের সার ল'য়ে করিয়ে আদর।
রমণীরতন সৃষ্টি করেন ঈশ্বর॥

সংসারমরুতে ছায়া সলিল শীতল।
কণ্টককাননমাঝে ফুল্ল শতদল॥
দুর্ভিক্ষে অন্নের মেরু দৈন্যে হীরাহার।
উদয়ে প্রাসাদ হয় অন্ধ-কারাগার॥
রোগেতে অমৃত নারী চিন্তাজ্বরে শান্তি।
অন্ধের কমল-চক্ষু কুৎসিতের কান্তি॥
কঠিন মাটীতে কম অমরার ছায়া।
তুমি নারি কন্যা মাতা জায়া অর্দ্ধকায়া॥
হিংসা ঈর্ষা কিন্তু যদি পরশে হৃদয়।
পিশাচী তোমার কাছে পায় পরাজয়॥
সরম-ভরম সতী করিলে বর্জ্জন।
দেবীর প্রতিমা হয় সঙ্গে বিসর্জ্জন॥
বড়ই দুর্লভ নাম এ জগতে সতী।
চিহ্ন শুধু নয় তার এক পতিরতি॥
পতি ধ্যান-জ্ঞান পতি মান-অপমান।
পতির সুখের তরে করে আত্মদান॥
অত্যাচারী অনাচারী হ'লে পরে পতি।
তারে যেই পূজে সেই সতী—সতী—সতী॥

রূপবর্ণনা।

দুহাতে দুগাছি আছে মকরের বালা।
তাতেই কেমন দেখ সাজিয়াছে বালা॥
তার কোলে ঢেউ খেলে' আছে চুড়িগুলি।
ঠুন্‌ঠুন্ রবে কানে দেয় সুধা গুলি'॥
বাহুতে আঙুরপাতা উজ্জ্বল অনন্ত।
মনোলোভা চারুশোভা খুলেছে অনন্ত॥
গলায় প্রেমের ফ্রেমে ঝকে হেম-চিক্।
হীরা-ছোলা-টোপ্-তোলা জ্বলে চিক্‌চিক্॥
বাহারে বিহরে বুকে সাত-নর হার।
সে হারে হরিয়া মন মানায় গো হার॥
দুটি কানে ফুটে আছে হীরকের টোপ্।
পতিরে ফেলিতে ফাঁদে মাছধরা টোপ্॥
বিউনি না করে' কেশে এলোখোঁপা বাঁধে।
খোপাটি বাঁধিতে সাথে বঁধুহিয়া বাঁধে॥
কবরী আটকে রাখে কাঞ্চনের কাঁটা।
চিকুরে পতঙ্গ হেরে' অঙ্গে দেয় কাঁটা॥
অধরে ঢালিয়া দেছে সুধারস পান।
বড় ভাগ্যধর ভাগ্যে তাতে মধু পান॥

ভুরুদুটিমাঝে রাজে খয়েরের টিপ্।
নয়নের দীপে করে বুক টিপ্‌টিপ্॥
অঙ্গ ঘিরে আছে শাটী বসুন্তীবরণ।
করিবে সে শান্ত শোভা কাহারে বরণ॥
পায়ে লোটে ছয়গাছি ছিলে-কাটা মল্।
চলিতে উছলে ছটা করে ঝল্‌মল্॥
আরক্ত অলক্তরসে চারু পদতল।
সে রসে মিশায় ধরা স্বর্গ রসাতল॥
মাটিতে হাঁটিতে বালা চলে ধীর-পায়।
ভয় বুঝি বসুমতী পাছে ব্যথা পায়॥
প্রফুল্ল বদনখানি সদ্য-ফোটা পদ্ম।
আভায় নিভায়ে ফেলে শশী কোটিপদ্ম॥
হাঁসিলে দশনে দেখি মুক্তাফল ক'টি।
ক্ষীণতনুমাঝে রাজে আরো ক্ষীণ কটি॥
ব্যথিতে সেবিতে মুক্ত কমনীয় কর।
হৃদয়ে বুলালে হাত অতি শান্তিকর॥
কোমল কণ্ঠের স্বরে কোকিল কুহরে।
সরল তরল ভাষে মনের কু হরে॥
টুক্‌টুকে মুখ জুঁকে মানায়েছে নাসা।
দুটি সরু চারু ভুরু যুবজন-নাশা॥

কপোলযুগলে হেরি কোকনদ-রাগ।
প্রেমযাগে যুবকের জাগে অনুরাগ ॥
ফুল ফুটে আছে যেন দুটি ছোট কান।
যৌবনে লাবণ্যজলে অঙ্গ কানেকান ॥
পুলকে ঝলকে বুকে যুগল গোলক।
কৈলাসের কুঞ্জপাশে বিষ্ণুর গোলোক ॥
আঁখিতে মাখিয়া রাখা প্রাণের প্রতিভা।
ধরায় ধরেছে নাম বালিকা "প্রতিভা" ॥
কার্ গলে দেবে মালা এই শোভারাশি।
কোন্ লগ্নে জন্ম তার কিবা উচ্চরাশি ॥
যে হও সে হও তুমি কবি সাধে পদে।
প্রতিপদ্‌চন্দ্রে দেখো স্নেহে পদে পদে ॥
মরদেহ ধরে' যবে লভিবে অমৃত।
বলিও সকলি সত্য বলেছে অমৃত ॥

রোগ-শয্যায়।

আর কেন মন, নিকট মরণ,
তবু সে চরণ শরণে না ধাও।
এখনো কি তোর, ভাঙিল না ঘোর,
মানুষের মুখ আজো কেন চাও॥
আজো কিরে আশা, স্নেহ-ভালবাসা,
তোর তরে তোরে দেবে কেউ দান।
ধরা 'আমি'-ময়, 'তুমি' কেউ নয়,
'আমার' গরজে 'তোমার' যা মান॥
যদি লাগ কাজে, তবে বটে সাজে,
আদরের তরে শত আব্‌দার।
যবে নুন খাই, তবে গুণ গাই,
মানবমানসে শাস্ত্রতত্ত্ব সার॥
তুমি 'এক জন', তবে পরিজন,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা বহু প্রিয়জন।
গেল কার্য্যকাল, হ'লে বাজে মাল,
প্রাণে আর তোর কিবা প্রয়োজন॥
প্রভাতের ভানু, হ'য়ে নতজানু,
স্তবস্তুতি করে' পূজে ভক্তগণ।

তেজের আকর, মধ্যাহ্নভাস্কর,
তাঁরে নমস্কার কিরণ-কারণ ॥
অস্তে যান রবি, মৃদু-মধু ছবি,
কবিচক্ষু বিনা আর কেবা চায়।
নাহি হ'তে অস্ত, হ'লে রাহুগ্রস্ত,
তাড়াতাড়ি হাঁড়ি গৃহস্থ ফেলায় ॥
নবমী ফুরালে, ঢোলকের তালে,
গালি দেয় তারা যারা পূজে মায়।
পূজা-অবসান, প্রতিমা-ভাসান,
দালানের দিকে কেহ নাহি চায় ॥
আমার এ গতি, কত ধরাপতি,
পেয়েছে সয়েছে অবনতি-পরে।
সে-ই ভেসে গেছে, সকলে হেঁসেছে,
সংসার চলেছে গরবে-গুমরে ॥
বিনামা বহিতে, শির পেতে দিতে,
মত্ত হ'য়ে যারা হ'ত আগুয়ান।
প্রত্যাশা পাবার, হারায়ে আবার,
তারাই করেছে তাঁরে হেয়-জ্ঞান ॥
প্রবাদেতে বলে, ইন্দ্রের বদলে,
শচী নাহি টলে অমরা-আসনে।

যে-ই ধরে বাজ, সে-ই দেবরাজ,
শচী ত্যজে লাজ তাঁহারি শাসনে ॥
ক্লান্ত পথশ্রমে, অগস্ত্য-আশ্রমে,
বনগামী রাম হলেন অতিথি।
মৃত্তিকা-সরায়, স-পতি সীতায়,
শক্তু দিয়ে মুনি জানালেন প্রীতি ॥
সেই রাম যবে, লঙ্কার আহবে,
জয়ী হ'য়ে ফিরে আসে রাজবেশে।
রাজা দেখি রথে, আগুবাড়ি পথে,
লক্ষ লোকে ভক্ষ্য দেন ঋষি হেঁসে ॥
ব্যক্তি এ ধরায়, আদর না পায়,
অবস্থার পূজা বুঝেন জানকী।
রোগ যবে সারে, কে চেনে ডাক্তারে,
এলে ত্যক্ত ধরে গয়ার পাতকী ॥
যবে শক্তিহীন, গেছে তোর দিন,
হ'লি কার্য্যহীন বুঝেছে সংসার।
বৃদ্ধা হ'ল গাই, দুগ্ধ আর নাই,
হাম্বারবে কান্না কেবা শোনে তার ॥
"আপদ বালাই", সবারে জ্বালাই,
"পালাই পালাই" কাছে এলে করে।

প্রাচীন কাহিনী, ভয়েতে গাহি নি,
পাছে বাজে বকি বলে ঘৃণাভরে॥
ঘি দিয়েছি পাতে, আছে গন্ধ হাতে,
পেট ভরে’ গেলে কার কিবা তা’তে।
রজনী পোহালো, রবি দিল আলো,
প্রদীপের পানে কে চায় প্রভাতে॥
এই ভবহাট, ‘ঘোঁড়দৌড়’-মাঠ,
নিজ নিজ লক্ষ্যে ছোটে প্রতি জন।
যে পড়ে পেছিয়ে, সে ম’লে চেঁচিয়ে,
কেহ না দাঁড়ায় তাহার কারণ॥
কিন্তু শুনি মন, আছে একজন,
সদা-সর্ব্বক্ষণ কাছে কাছে থাকে।
ছুটিতে ছুটিতে, পড়িলে মাটিতে,
ধূলো ঝেড়ে দিয়ে কোলে তুলে রাখে॥
কেঁদে যদি ডাকি, শুনেছি সে নাকি,
তিলেক তফাতে থাকিতে না পারে।
‘হরি’ নাম তার, বড় আপনার,
পিতা মাতা ভাই একই আধারে॥
এক বন্ধু সেই, আর বন্ধু নেই,
দীন হীন ক্ষীণ চিরসখা তাঁর।

যবে ধন সঙ্গে, জন জোটে রঙ্গে,
সে জন করেন সুদূরে বিহার ॥
বিভবের তেজে, ফিরি বাবু সেজে,
কেবা খোঁজে সে যে কোথায় তখন।
ছাড়িলে সবাই, একা সেই ভাই,
মনে পশে' বসে নিবারে বেদন ॥
তাই বলি মন, তাই বলি মন,
জ্বালাতন হ'য়ে ভেস না হতাশে।
ভেবে জায়াচিত্র, ডেকে পুত্র-মিত্র,
বহিও না নেত্রে কাতর নিশ্বাসে।
হরি হরি হরি ডাকরে বিশ্বাসে ॥

মহারাজা স্যার্ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর।

শ'বাজার অন্ধকার, ঘরে ঘরে হাহাকার,
রাজবাটী-পানে চোখ চাহিতে না চায়।
সহসা পশিল কানে, আজি দীপ্ত দিনমানে,
ছোট রাজা তেজিলেন ধূলার ধরায় ॥
সেই পক্ক রূপরাশি, অধরে অমর-হাঁসি,
আর না দেখিবে কভু এ মর-নয়ন।

রাজেন্দ্র নরেন্দ্র আজ, সারিয়া সংসারকাজ,
চিরপ্রিয় গঙ্গাতীরে করেন শয়ন ॥
ওকি গো মা সুরধুনি, তোমার কল্লোল শুনি,
অনিল-হিল্লোল যিনি সেবিতেন নিত্য।
তাঁর দেহ তব জলে, তুমি কিনা কুতূহলে,
তরঙ্গ তুলিয়ে বুকে সুখে কর নৃত্য ॥
পতির মাথায় নেচে, পরকাল দেখি গেছে,
নাচন থামে না বেটি কাদামাটি মেখে।
হইয়ে হরির মেয়ে, হরের আদর পেয়ে,
সাগরে ধর গো ধেয়ে লজ্জা নাহি রেখে ॥
নিত্য মৃত্যু দেখে দেখে, মেয়ে-মন গেছে পেকে,
তাই বুঝি শোকে চোখে নাহি লোণাজল।
ধরায় ঢালিয়া কায়া, মরিয়া গিয়াছে মায়া,
হরজায়া তাই আজ হেঁসে ঢলাঢল ॥
তা নয় তা নয় মাগো, দিবানিশি তুমি জাগো,
করুণায় কলকল্ অবিরল খেদে।
নরের ব্যথায় গলে', আসিলে মা ধরাতলে,
জীবন করিলে জল জীবতরে কেঁদে ॥
কত দেখে' চিতাশিখা, হয়েছ মা বয়োধিকা,
পলে পলে তীরে জ্বলে অন্তিম অনল।

দেখিলে মা তব তটে, কত সাজে কত নটে,
কত পট পালটিল এল-গেল দল ॥
ব্রাহ্মণ-গৌরব-কালে, ছাড়ি শিব-জটাজালে,
ক্ষত্রিয়ের আবাহনে আসিলে মরতে।
ভেবেছিলে সব আছে, তুমি মাত্র এলে পাছে,
দ্বিতীয় অমরা হবে আর্য্যের ভারতে ॥
শুনেছ মা সামগান, দেখেছ গাণ্ডীবে টান,
বৌদ্ধের বিজয় ক্ষয় সম্মুখে তোমার।
কার্য্যহারা হ'ল আর্য্য, ডুবিল সাম্রাজ্য রাজ্য,
পাঠান মোগল এল করে' মার্ মার্ ॥
সে পতাকা গুটায়েছে, জিত জেতা লুটায়েছে,
আজি দেখ গরবিণী বৃটনের পায়।
ভগীরথবংশধর, যাচিতে উদ্ধার-বর,
অন্যদেব-আরাধনে হিমালয়ে যায় ॥
ধৈর্য্য-বীর্য্য গেছে চলে, কে যাবে গো হিমাচলে,
প্রতিজ্ঞা পূরাতে গঙ্গা মিলায়ে সাগরে।
দেখেছ মা দ্রবময়ি, বীরবালা যমজয়ী,
চিতায় বসেছে হেঁসে পতিপদ ধরে' ॥
দেখেছ মা নবদ্বীপে, প্রেমের সে হেমদীপে,
গোলোক-আলোক দিয়ে তামস নাশিতে।

ধরি করে বরাভয়, জগৎ করিতে জয়,
প্রেমডোরে বন্দী করে' মানবে শাসিতে ॥
ভাসাতে হৃদয়ঘটে, আসিয়া তোমার তটে,
যুগে যুগে কেঁদে গেছে কত নরনারী।
কত আঁখির অঞ্জন, হয়েছে মা নিরঞ্জন,
জীবনপ্রতিমা কত নেছে পূতবারি ॥
আসরে ভাঙিয়া পালা, জুড়াতে জাগ্রত জ্বালা,
কত লোকে দেছে ঝাঁপ তোমার তরঙ্গে।
কত ইচ্ছা কত আশা, স্নেহ মায়া ভালবাসা,
কতই গোপন ব্যথা মিশাল মা অঙ্গে ॥
প্রেমে গলে' হলে' জল, সদা হৃদি টলমল্,
তরল করুণা-তান তোল তরঙ্গিণি।
শতধারা বিমলিনী, পথহারা পাগলিনী,
অকূল পাথারে ধাও হরবরাঙ্গিণি ॥
আজি এক প্রিয়পুত্র, কাটিল মা কর্ম্মসূত্র,
ধরাক্ষেত্রে নেত্র তাঁর না মেলিবে আর।
প্রাচীন বংশের ভাতি, রাজপুত্র রাজনাতি,
রাজকৃষ্ণ-শেষবাতি নিভিয়া আঁধার ॥
সুবিদ্বান্ মহামতি, কায়স্থের গোষ্ঠীপতি,
সদালাপী মিষ্টভাষী অতি মহাজন।

বিনয়ের অবতার, সদা মুক্ত রাজদ্বার,
মাধুর্য্যে গাম্ভীর্য্যে কিবা মধুর মিলন ॥
বংশসনে নিজ যশ, ধনী দীনে করে বশ,
চলিল বিলাতবাসে সে যশ-সৌরভ।
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া, "মহারাজা" নাম দিয়া,
"নাইট্"-উপাধি-দানে বাড়ান গৌরব ॥
অর্দ্ধ শতাব্দীর পর, বিনা বৃত্তি অবসর,
রাজকার্য্য বহুতর সাধিয়া স্বেচ্ছায়।
নাহি ছুঁয়ে রোগশয্যা, বিনা পরপরিচর্য্যা,
সহাস্যে বসুধা হ'তে নিলেন বিদায় ॥
পুত্র পৌত্র পুত্র তার, আলো করি গঙ্গাধার,
দাঁড়াল চাঁদের হাট রাজপরিবার।
"কি হ'ল গো হায় হায়, রাজা যায় বাপ যায়,"
বলে' এল প্রজাগণে কাতারে কাতার ॥
কাঞ্চন-ভূধর ধরে', শোয়াইল চিতা'পরে,
হরি বলে' দিল জ্বেলে পূত হুতাশন।
লোভ ক্ষোভ চিন্তা ভয়, উপাধি কি পরিচয়,
স্নেহ মায়া অভিমান হইল দহন।
রহিল না ভস্মে কোন রাজার লক্ষণ ॥

অবসাদ।

কেমন-কেমন কেন করে আজ মন।
কোনমতে নাহি পারি হ'তে অন্য-মন ॥
হৃদয়ের রক্তে যেন চলেছে তুফান।
হাঁপাইয়া উঠিতেছে ভিতরেতে প্রাণ ॥
বদ্ধবায়ুবলে যেন বুক ওঠে ফেঁপে।
প্রশ্বাস ছাড়িতে গেলে কণ্ঠা ধরে চেপে ॥
উঠি-বসি পুন শুই সুস্থ নহি তায়।
কি যে এক কাতরতা পড়িয়া শয্যায় ॥
কোথায় শিথিল যেন হয়েছে বাঁধন।
কি গুরু কর্ত্তব্য কাজ হয়নি সাধন ॥
কি কাজ তাহাও কিন্তু না হয় স্মরণ।
অন্তর আকুল করে কাহার কারণ ॥
জীবনের কি-যে যন্ত্র ফেলেছি হারায়ে।
হুহু হুহু করে বুক রসনা শুকায়ে ॥
কাহারে নিকটে যেন আনিয়া এখন।
কাঁদিতে কাঁদিছে প্রাণ ধরিয়া চরণ ॥
যদিও সে করে' থাকে কোটি অপরাধ।
আপনারে অপরাধী করি হয় সাধ ॥

বেদনা হাড়ের হার খুলিয়া তাহার।
ভূষণ করিতে বাঞ্ছা বক্ষে আপনার ॥
রাগে রাঙা আঁখিদুটি দেখিবার তরে।
অন্তরে ক্রন্দন ওঠে আঁখি নাহি ঝরে ॥
নির্জ্জনে পড়িয়া কিছু করিলে রোদন।
বুঝি-বা লাঘব হয় হৃদয়-বেদন ॥
চক্ষু বুজে' আরাধনা ঘুমের লাগিয়া।
অতীত গিয়াছে মুছে দেখিতে জাগিয়া ॥
অথবা নয়ন খুলে চাহি দেখিবারে।
কতকাল গেছে যেন চলিয়া সংসারে ॥
দেশ হ'তে দেশান্তরে গিয়া বহুদূরে।
দুজনে নির্জ্জনে আছি কোন এক পুরে ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে নাহি ছাড়াছাড়ি।
কাজে-কর্ম্মে গৃহধর্ম্মে নাহি তাড়াতাড়ি ॥
উদরের ক্ষুধা গেছে মিটে জন্মতরে।
পিয়াসা-বারিতে পান অধরে অধরে ॥
পরিচর্য্যা-তরে নহে অন্যের প্রয়াসী।
আমি তার দাস আর সে আমার দাসী ॥
কোলে করে' তুলে' তারে কোলেতে বসাই।
কবরী হইলে বাসী আপনি খসাই ॥

আপনি করাই স্নান তেল দিয়ে চুলে।
কিছু যদি খেতে চায় মুখে ধরি তুলে' ॥
আলস্য হইলে তার অঙ্গে পড়ি ঢলে'।
আরামের উপাধান করি হৃদি-ফলে ॥
অবসাদ এলে দোঁহে করি জড়াজড়ি।
অনন্ত নিদ্রার তরে ঘুমাইয়া পড়ি ॥
দেখে যদি কেহ, যেন করে নিরীক্ষণ।
দুখানি অধর আছে করিয়া চুম্বন ॥
সৌন্দর্য্যে তাহার কোন পড়ে নাই দাগ।
কপোলে তখনো আছে লেখা অনুরাগ ॥
কেহ যদি পাছে এসে নিয়ে যায় কেড়ে।
রেখেছি হৃদয় জুড়ে আলিঙ্গনে বেড়ে ॥

সমুদ্রবক্ষে।

তরল প্রান্তর নীল তরঙ্গের রঙ্গ।
কূলহারা জলরাশি ঘাতে ঘাতে ভঙ্গ ॥
লহরে লহরে নাচে শুভ্র ফেণাহার।
বলাকার শ্রেণী যেন দিতেছে সাঁতার ॥

যতদূর দৃষ্টি চলে—দূরে—অতি দূরে।
নীল—নীল—খালি নীল—দেখ চক্ষু পূরে॥
নীলের খিলান শিরে নামিয়াছে নীলে।
সুনীল সলিল আছে নীলাকাশে মিলে॥
নীল চক্র বিনা আর কিছু নহে দৃষ্ট।
নীলকান্ত-অঙ্গজলে জগৎ কি সৃষ্ট॥
ঘোর রোলে চলে জল তরঙ্গ-আছাড়।
ঢেউ চড়ে' ঢেউ ওঠে জলের পাহাড়॥
ফোলে দোলে হীরা জ্বলে ফেনার মুকুটে।
এই ওঠে মাথা তুলে' এই পড়ে লুটে॥
মুকুটে মুকুটে ঘন ভীষণ ঘর্ষণ।
জলবিম্ব ফেটে জল জলেতে বর্ষণ॥
মাটীর মেদিনী ফেলে এ কোথা এলেম।
নগর পর্ব্বত বন কোথা হারালেম॥
এই রাজ্য অধিকার কেমন রাজার।
কোথা পশু পক্ষী কীট মানব-বাজার॥
কোথা কলরব হাঁসি দ্বন্দ্ব বা রোদন।
কোথা প্রেম-আলিঙ্গন কটু সম্বোধন॥
সন্ধ্যা-আগমনে হেথা কে দীপ দেখায়।
কোন্ বিহগের গানে যামিনী পোহায়॥

উত্তপ্ত কাঞ্চনকান্তি দেখেছি উষায়।
স্নান করি উঠিতেছে প্রশান্ত প্রভায়॥
সেই কি সে রবি যাহা স্বদেশে প্রকাশে।
সেথাকার তারাহার হেথায় কি হাঁসে॥
অতলে তরল-তলে নেত্র-অগোচর।
জলচর-জীব-রাজ্য রত্নের আকর॥
অণুপরিমাণ কীট বসিয়া বিরলে।
নিজদেহে করে সৃষ্টি নব মহীতলে॥
মানবে বুঝাতে যেন ক্ষুদ্রত্ব তাহার।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পলা সৃষ্টি বিধাতার॥
হিংস্রক-হাঙর-মুখে দশন সম্বল।
সামান্য শুক্তির গর্ব্ভে ধরা মুক্তাফল॥
ক্ষুধা নামে ভস্মাসুর সর্ব্বত্র বিচরে।
"খাই খাই" মহাশব্দ বিশ্ব জুড়ে করে॥
বলবান্ ধরে' খায় পাইলে দুর্ব্বলে।
পর-পর এ ব্যাভার আসিতেছে চলে'॥
দুস্তর গভীর এই নীল-নীর-তলে।
ক্ষুধা-দৈত্য আধিপত্য করে সমবলে॥
চক্ষে নাহি হয় লক্ষ্য কীটাণুর অণু।
তাহার আহার জীব ক্ষুদ্রাদপি তনু॥

শফরী পূরায় পেট মীন-কীট ধরে'।
মৃগেল গিলিয়া রাখে সফরী উদরে ॥
রোহিত মোহিত হ'য়ে অপত্যের রূপে।
আবার লুকায় তারে জঠরের কূপে ॥
বোয়াল চোয়ালখানি করিয়া বিস্তার।
বেলে পুঁটি চুনো জীবে দিতেছে নিস্তার ॥
শঙ্খের আতঙ্কে সদা শম্বুক আকুল।
কচ্ছপ কর্কটকুল করিছে নির্ম্মূল ॥
তিমির তাড়নে পড়ে জলে মহামার।
ঝাড়ে-বংশে খায় ধরে' মৎস্য-অবতার ॥
ধাঙড় হাঙরদল ব্যাদানি বদন।
বুভুক্ষু প্রতীক্ষা করে তিমির নিধন ॥
তরঙ্গে প্রবল ক্ষুধা বিশ্বনাশী গ্রাস।
লৌহপোত জীর্ণ করে নাবিকের ত্রাস ॥
অসীম সলিল নীল করি দরশন।
"মাটী মাটী" করে' মন হয় উচাটন ॥
মাটীর শরীর চায় মাটীতে উঠিতে।
মাটী হইবার দিকে মাতিয়া ছুটিতে ॥
কয়দিন দিনরাত স্তম্ভিত অবাক্।
চিন্তাহারা হেরিলাম জলের এ জাঁক ॥

শুনেছি বিরাট্ গীত কল্লোল-ঝলক।
তরঙ্গ-তাণ্ডব দেখে ফেলিনি পলক॥
আসিতেছে অবসাদ অরুচি সলিলে।
মনের বাঁধন ক্রমে হইতেছে ঢিলে॥
ভরে' গেছে কান শুনে নাবিকের গোল।
হেলেছি টলেছি ঢের খাইয়াছি দোল॥
দূরে দেখি দীপ-দ্বীপ স্বজাতির ঠাঁই।
ইচ্ছা করে ঢেউ চড়ে' ছুটে হোথা যাই॥
দেখিতে মানবমুখ সংসারে অতুল।
"কূল কূল" করে' প্রাণ হয়েছে আকুল॥
তরীর নাবিক এরা নহে ঠিক নর।
মানব-আকার কোন নব উভচর॥
কলে যেন চলে-ফেরে কলে কোলাহল।
পোতের গতির তরে মতিমান্ কল॥
জীবনে ফুরাবে যবে আশা-ভালবাসা।
তখন লাগিবে ভাল চিরকাল ভাসা॥
অগ্রাহ্য করিব বাহ্য নিদ্রা যাবে মন।
নীরে বাস নীরে নাশ নীরে নিরঞ্জন॥

পতি।

ব্যঙ্গপ্রিয়া রঙ্গময়ী কোন্ রসবতী।
উপহাসে ক্রীতদাসে নাম দিল পতি ॥
বিবাহেতে পুরুষের হয় সংঘটন।
স্বাধীনতা-স্বর্গ হ'তে প্রথম পতন ॥
হারায় অন্তের 'ত'টি 'পতিত' পতনে।
তাই সতী ডাকে তারে 'পতি'-সম্বোধনে ॥
পত্নীপদতীর্থে সদা গড়াগড়ি যায়।
তা'তেও গয়ার পাপী 'পতি'নাম পায় ॥
দুর্গতি কুমতি ক্ষতি প্রণতি মিনতি।
এ সবের সনে বেশ মিল খায় পতি ॥
তের'তে মনিব যবে করেন প্রবেশ।
উমেদারী-আর্জি লিখে করেছিনু পেশ ॥
চাক্‌রী-তরে ঘুষ দিছি রেশমের ফিতে।
সাবান খোস্‌বু কত বিলাতী শিশিতে ॥
চোদ্দতে মদ্দর সার হ'ল হাড়হদ্দ।
বানর বনিনু দেখে পোনেরর পদ্ম ॥
ষোড়শী শাঁড়াসী-পাকে করে নিম্‌-খুন।
সতের গতরে দেয় ধরাইয়ে ঘুণ ॥

আঠার রূপের হাটে গরম বেজায়।
হুকুম তামিল করে' প্রাণ যায়-যায় ॥
ঊনিশ—বিশের তরে বছর দুচার।
যাবে কি না যাবে ছেড়ে করিল বিচার ॥
বিশের যৌবন ধরে' তুফানে চোবান।
ভাদ্দরের ভরানদী ষাঁড়াষাঁড়ী বান ॥
সার্ভিস্ বত্রিশ বর্ষ এরূপে যাপন।
এ আপিসে নাই শুনি কখন পেন্‌শন্ ॥
প্রথমে মনের মত পেয়েছি বেতন।
উপ্‌রি আছিল কিছু নিত্য উপার্জ্জন ॥
ছিল বটে খেজ্‌মত্ খান্‌সামা-সাজে।
মেহন্নতে মজা তবু আয় ছিল বাজে ॥
ছায়াদায়ী জায়া গেছে প্রেমে ধরে' ফল।
দিনে দিনে বেড়ে গেল মনিবের দল ॥
ছোট ছোট 'বাবালোক' বুঝে-সুঝে হাবা।
গোলামেরে দিলে নাম বাবাকেলে "বাবা" ॥
পতির পতিত্ব হ'য়ে ক্রমে ক্রমে লোপ।
এখন ভৃত্যের কাঁধে পিতৃত্ব-আরোপ ॥

স্নানান্তে।

কি মাধুরী মরি মরি রূপ গেছে খুলে।
ভিজে-ভিজে মুখখানি আধ-ভিজে চুলে ॥
নলিনী অমনি মুখে মাখিয়া নীহার।
অরুণে তরুণ রূপ দেয় উপহার ॥
এলে কি চন্দনচর্চ্চা করিয়া ললাটে।
সৌন্দর্য্যতরঙ্গ মেখে জাহ্নবীর ঘাটে ॥
রঞ্জিত পাটের বাসে স্বর্ণ-আভা খেলে।
সরস্বতী ভগবতী কার্ রূপ পেলে ॥
হেলায় আঁচলখানি ভূমে যায় লুটে।
সুনীল নয়নদুটি উঠিয়াছে ফুটে ॥
সলিলপ্রফুল্ল গালে গোলাপের কলি।
বক্ষের বৈভব পড়ে উল্লাসে উছলি ॥
গঙ্গায় মেটেনি আশা তাইতে আবার।
পদ্মহ্রদে হেমহার দিতেছে সাঁতার ॥
কাঞ্চনের কাঞ্চীরূপে শিশুশশিমালা।
জরদ গরদখানি করিয়াছে আলা ॥
গ্রীবাটি হেলায়ে তুলে এলে মরালিনী।
ভাগ্যবান্ ভূপালের যেন ভূপালিনী ॥

মহিমায় ও সোফায় বোস কিছুক্ষণ।
অবাক্ হইয়া শোভা করি নিরীক্ষণ॥
অমরা ছাড়িয়া এলে এ মাটির নয়।
এখন তোমারে করে পরশিতে ভয়॥
বিনোদ বদন দেখ সুমুখে মুকুর।
মোহিনি মোহিতা হও দেখিয়া চিকুর॥
যতনে রেখেছ ধরে' যূথিকার হার।
হাঁসাও সে বাসী-হার হৃদয়ে তোমার॥
খেলুক ফুলের মালা চুলের লহরে।
পবিত্র প্রতিমাখানি হেরি প্রাণ ভরে'॥
সুরধুনী-পূত-নীর করি পরশন।
সুমুখে দাঁড়ালে দেবি দিব্যদরশন॥
প্রভাতে দেখালে মুখ বিমলবরণ।
নাও প্রেমপুষ্পাঞ্জলি মেলায়ে চরণ॥

ঋতুবর্ত্তন।

১

নিদাঘে রোদের দাপে করি আইঢাই।
ছাতে পড়ে' পাখা নেড়ে রজনী পোহাই॥

"বরফ বরফ" হাঁকি ঢোঁকে ঢোঁকে জল।
মশা-মাছি ছারপোকা করে গো পাগল॥
বিকালে ব্যঞ্জন রাঁধে সন্ধ্যা হ'লে টকে।
কলেরার ভয়ে ফল খেতে নারি সখে॥
"দে জল দে জল" বলে' তাকাই আকাশ।
একি সৃষ্টি নাহি বৃষ্টি কেন বারমাস॥

২

বরিষা আসিলে পরে পরি' মেঘাম্বর।
আগে ডর বিদ্যুতের দেখে স্বয়ম্বর॥
নিরাশ-নীরদ ডাকে ভীমরোষে গর্জ্জি।
"রাম রাম" বলে' বলি একি তোর মর্জ্জি॥
মেঘের রোদনবেগ নহে তো সামান্য।
মাঠ বাট ভেসে যায় বন্যার প্রাধান্য॥
মোড়ে মোড়ে হাঁটুজল হড়্‌হড়ে কাদা।
গাড়ির বেয়াড়া দর আপিসে তাগাদা॥
গগনে সঘনে শব্দ বিদ্যুতের দ্বন্দ্ব।
কৃত্রিম তড়িৎ স্তব্ধ ট্র্যাম্‌গাড়ি বন্ধ॥
বাজারে আনাজ নাই মাছ গেছে ভেসে।
আলুপোড়া খেয়ে করি বিধিপোড়া শেষে॥

ঘরের ভিতরে ঢোকে পাড়াগাঁয়ে সাপ।
সহরে ভাতের পাতে ব্যাঙ্ মারে লাফ॥
কোটাঘরে ঝরে জল চালে খড় চাই।
কবে বর্ষা হবে শেষ ঘুচিবে বালাই॥
আটদিন একটানা না উঠিল রোদ।
বৃষ্টি চাই শেষে পাই খুব প্রতিশোধ॥

৩

শরতে বরাত মন্দ আরো বিধাতার।
সুরে সুরে রায় ফেরে দিনে দশবার॥
ভাদ্দুরে রদ্দুর কড়া পিত্তি যায় চড়ে'।
একেবারে বৃষ্টি বন্ধ ফোঁটা নাহি পড়ে॥
গৃহিণী দেছেন শাল শুখাইতে ছাদে।
মেঘ-নাদ শুনে গাল দেন ছন্দছাঁদে॥
কোথাও কিছুই নাই উড়ো-মেঘ চলে।
ভিজে গেল সব পোড়া আকাশের জলে॥
জ্যৈষ্ঠের গরম গেছে সে একরকম।
গুমে-গুমে ঘেমে মরি বন্ধ হয় দম॥
ছাদেতে বিছায়ে পাটি শোবো কি সাহসে।
নিদ্রাটি আসিলে বিধি বৃষ্টি দেবে ক'সে॥

৪

আসিল কার্ত্তিক পুন করিবারে দিক্।
হাঁচি কাশি বিধাতায় বলি ধিক্ ধিক্॥
সন্ধ্যায় বেরুনো বন্ধ 'আনন্দ-পাড়ায়'।
হিমের প্রভাব মন্দস্বভাব ছাড়ায়॥
ভূতল শুষেছে যত আকাশের জল।
নরের নাসায় তাহা ঝরে অবিরল॥
যমের মহলে ওঠে বড় ধুম্‌ধাম।
ভক্তের বদনে ফোটে ডাক্তারের নাম॥
অমর যমের মত করিবার তরে।
বোন্ দেন ভাইফোঁটা ডাকিয়া সোদরে॥
আলো জ্বেলে বসি যদি পড়িতে কি খেতে।
ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এসে পাতে পড়ে মেতে॥
গরম কাটেনি ভাল নাহি চলে পাখা।
জানালা করিয়া বন্ধ যায় কিগো থাকা॥
ভাল করে' শীত এলে তবু বেঁচে যাই।
নেপ্‌খানি মুড়ি দিয়ে রজনী কাটাই॥

৫

হেমন্ত হইলে অন্ত পোষের প্রবেশ।
বার হ'ল বালাপোষ শাল ধোসা খেস্॥

সকালে স্নানের কালে কষ্ট অতিশয়।
করাতে কাটেন গাত্র জলমহাশয়॥
যামিনীতে কামিনীরা জলঘাঁটা-ভয়ে।
ক্ষুধা চেপে সুধামুখী কত থাকে স'য়ে॥
কত শাল আলোয়ান পড়িয়াছে বাঁধা।
উদ্ধার করিতে লাগে ভদ্দরের ধাঁধা॥
বেঁধেছিল জ্বর ঘর কার্ত্তিকে শরীরে।
ম্যালেরিয়া ছেলেপিলে ক্রমে ফ্যালে ঘিরে॥
রোগীর বালাই বড় রাত নাহি কাটে।
সকাল ডাকিয়ে কাল কাটায় সে খাটে॥
আগুনের দেখি এবে বাজার আগুন।
কাঙাল কাঁদিয়া ডাকে আয়রে ফাগুন॥
জুড়াইবে হাড় কবে জাড় যাবে চলে'।
বিধিরে পাড়িয়ে গালি বড়্দিদি বলে॥

৬

বসন্ত অনন্ত সুখ বাঁধিয়া আঁচলে।
উঁকিঝুঁকি মারে ওই হেঁসে ঢলে'-ঢলে'॥
হঠাৎ ললাটে তার উঠিল নয়ন।
দেখে' বঙ্গে পিকভৃঙ্গে নাহি প্রয়োজন॥

বাতাসের কাজ হেথা করে দীর্ঘশ্বাস।
আফিস-প্রবাসে পতি বনিতা উদাস॥
কাটারিতে কেটে কোসে বসিবার ডাল।
ঘরে ঘরে চরে-ফিরে কালিদাস-পাল॥
কি ঋতুসংহার লেখে উজিনের কবি।
কবিত্বসংহারে এঁরা কুদিনের ছবি॥
লাজ মানি' ঋতুরাণী পিছন ফিরিল।
"দুয়ো দুয়ো" বলি তারে 'সভ্যতা' ঘিরিল॥
বহিয়া ধাপার গন্ধ আসিল মলয়।
'পাকা-রাস্তা' ধূলো দেয় তার অঙ্গময়॥
কোকিল-কাকলি দিনে মাছি-ভন্‌ভন্‌।
নিশায় মশার ডাকে অলির গুঞ্জন॥
বিরহীর তরে ঘষা ছিল যে চন্দন।
বসন্তরোগীর অঙ্গে দিল আলিঙ্গন॥
ওলা উঠা নাহি আর হোলির দোলায়।
বিছানায় ওলাউঠা দোলা চেপে যায়॥
পালাগো পালাগো ওগো কে এলেগো তুমি।
তুমিগো 'পেলেগো' নাকি খুন কর গুমি॥
ডাক্তারের এক্‌তারের মধ্যে নাহি আস।
কালো ছেলে কোলে নিতে বড় ভালবাস॥

মদনের পঞ্চবাণ নূতন-আকার।
পেলেগ কলেরা হাম বসন্ত বিকার॥
পাকিয়া গিয়াছে কপি মটরের শুঁটি।
ভার হ'ল পার করা ভাত আর রুটি॥
সজিনার খাড়া ছাড়া কাঁচা কচি আম।
মুখের রোচক বটে বড় কড়া দাম॥
বসন্তে ভ্রমণকার্য্য শাস্ত্রে বিধি আছে।
গাঁয়েতে নিশায় ভয় সাপে খায় পাছে॥
শীতকালে হই নাই ধোপার দ্বারস্থ।
আবার উড়ুনি-জামা চাই ধোপ্‌দস্ত॥
ধিক্ বিধি ধিক্ ঋতু ধিক্ কবিকুলে।
বসন্ত প্রাণান্ত করে ধূলো-ঝড়ি তুলে'॥

৭

না বুঝে নরের হবে গুরুমারা মতি।
বিধাতা করেন সৃষ্টি দুষ্ট বসুমতী॥
এখন দেখুন ঠ্যালা সমালোচনার।
কোনকালে তাঁর আর নাহিক নিস্তার॥
স্রষ্টার কৌশলে চোখে দৃষ্টি করে' সৃষ্টি।
খুঁত ধরে' করে তাঁরে গালাগালিবৃষ্টি॥

স্বার্থে প্রাণ সঙ্কুচিত হিংসাতিক্ত মন।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নহে তাহার কারণ॥
"নাহিক ডাবের জলে এলাচের গন্ধ।
গোলাপে ফলে না ফল এটা বড় মন্দ॥"
প্যাচায়ে প্রকৃতি ধরে' এইরূপ দোষ।
কোনকালে কোন কাজে পায় না সন্তোষ॥

দরবারে—প্রভাতবর্ণন।

[অনুকৃতিকৌতুক—Parody]

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।

শিশুশিক্ষা।

রাজা সব করে রব রাতি পোহাইল।
কামানে বারুদ গুলি খালাসি ঠাসিল॥
নাকাল সৌখীনপাল গিয়ে পড়ে' মাঠে।
মহাজন দেয় মন কিসে মাল কাটে॥
উঠিল বিলাতী গোরা গৌরবে ছুটিল।
হোটেলে টেবিলে গিয়ে সকলে জুটিল॥
তাঁবুতে উঠিল বাবু লোহিত লোচন।
গুড়ুক ফুঁকিয়া মুখে পুলকিত মন॥

শীতল বাতাস বয় কাঁপায় শরীর।
খোঁয়ারি ভাঙিতে খোঁজে তলায় শিসির।
উঠ উঠ বঙ্গ-ভায়া পর কোন বেশ।
হুজুক-হাটেতে ছুটে' করহ প্রবেশ॥

অন্তঃপুরে উদ্দীপনা।

ঘুচাব ভঞ্জাল সই ঘুচাব জঞ্জাল।
থালা মেজে পান সেজে কাটাব না কাল॥
হাঁড়িকুঁড়ি হাতাবেড়ি দূর করে' দাও।
চিনের বাসনগুলি টেবিলে সাজাও॥
কাশীদাস কৃত্তিবাস দাও টেনে ফেলে।
সাজাও দেরাজ সই নাটকে নভেলে॥
ছাইভস্ম কিবা লিখে গেছে ব্যাসমুনি।
নাহি তায় গিরিজায়া দিগ্‌গজ রোহিণী॥
অন্তঃপুর-কারাগারে আর তো রব না।
কেরাণী পতির কথা আর তো সব না॥
পতি হবে পশুপতি কিম্বা জগৎসিং।
ঘোঁড়া চড়ে' অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং॥

ললিত হ'লেও চলে নিদেন স্বরেন।
ভারতের তরে যেই ধরেছে চিতেন॥
বক্তৃতা কবিত্ব প্রেম এ পাতিতে নাই।
বিদুষী নারীর পক্ষে বিষম বালাই॥
তাই বলে' আমি সখি ঘুমায়ে রব না।
অভাগী ভারতে আর ঘুমাতে দেব না॥
না ধরিলে লাঠি মোরা ভারতললনা।
ঘুমাবে ভারত-ভ্রাতা করিয়ে ছলনা॥

নববর্ষ।

এস নববর্ষরাজ, তোমারে সাজাব আজ,
যূথিকা বেলের হার দোলাব গলায়।
নিদাঘে তাপিত কায়, চন্দন মাখাব তায়,
ব্যজনের তরে ধরে' রাখি মলয়ায়॥
বসন্ত যায়নি দূরে, উঁকি মারে এসে ঘুরে,
সন্ধ্যার সমীরে মিশে হেঁসে করে খেলা।
বৈশাখ সুখের মাস, বাতাস বিলায় বাস,
কাননে কাননে বসে কুসুমের মেলা॥

তরুতে লতাতে ফল, ফলের ভিতরে জল,
প্রকৃতিপ্রদত্ত নানা পানীয় মধুর।
দেবের সেবার যোগ্য, রসনার উপভোগ্য,
সুরভি রসাল ফল ফলিছে প্রচুর॥
পুণ্যের প্রথম মাসে, ধর্ম্ম-উপার্জ্জন-আশে,
যতনে ব্রাহ্মণে দীনে করে' আকিঞ্চন।
পুণ্যবতী পুণ্যবান্, বৈশাখে বিতরে দান,
ফল জল অন্ন ছত্র বসন কাঞ্চন॥
দেখিয়া তোমার আসা, মনে মনে নানা আশা,
পুষিতেছে জনে জনে কর দরশন।
দেখাবে কি খুলে খাতা, কি নিয়ে এসেছ দাতা,
কার শিরে দেবে ছাতা কারে ধরাসন॥
কাহার হিসাব শেষ, চিতা চড়ে' যাবে দেশ,
কার বা আবার হবে সুরু কারবার।
ক'জন জীবনকূলে, প্রেমের দোকান খুলে,
করে' পণ মূলধন নেবে অংশীদার॥
কার্ বা ভাঙিবে বাসা, ভেসে যাবে ভালবাসা,
হতাশের শ্বাসে ভারি করিবে বাতাস।
প্রতিদিন কার্ পর্ব্ব, কার্ গর্ব্ব হবে খর্ব্ব,
প্রভুপদে আরোহিবে কোন্ সেবাদাস॥

খসিবে গলার হার, করের কঙ্কণ কার্,
অঙ্কের আলোক কার্ হইবে নির্ব্বাণ।
বল কে সোহাগভরে, চরণে ধরাবে বরে,
গোষা-ঘরে কে বসিবে কে ভাঙিবে মান॥
কার্ চক্ষে দেখে' জল, কেবা বক্ষে পাবে বল,
কে কিনিবে হলাহল সংসারে ঢালিতে।
হারায়ে সর্ব্বস্ব কেবা, ব্রত ধরে' পরসেবা,
অনাথ শিশুরে নেবে কোলেতে পালিতে॥
কে সুরু করিবে পাপ, কার হবে অনুতাপ,
কেবা দাপে ধাপে ধাপে যাবে অধঃপাতে।
হৃদে ধরে' লক্ষ্মীকান্ত, কার্ প্রাণ হবে শান্ত,
শাপ দিতে হবে ক্ষান্ত আপন বরাতে॥
কেবা যাবে দূরদেশে, কে হাঁসিবে ঘরে এসে,
যাবার-রবার কার্ থাকিবে না ঠাঁই।
সোদরে বলিয়ে শালা, কেবা দেবে দোরে তালা,
পরে ধরে' ঘরে এনে কে বলিবে ভাই॥
দেখিয়া জ্ঞাতির সুখ, কার্ বা ফাটিবে বুক,
অপরের দুঃখে কেবা করিবে রোদন।
দিনে পরধন হরি', কে বলিবে রেতে হরি,
বসাবে গোবধ করি পূজার বোধন॥

বল বল নববর্ষ, এনেছ হে কত হর্ষ,
কি ভরসা কত আশা বিমর্ষ বেদন।
সবারে বিলায়ে আগে, যা রবে আমার ভাগে,
সুখদুঃখ হরিপদে কোরো নিবেদন।
দু'য়ের বাঁধন মম হউক ছেদন॥

ইন্দ্রজাল।

এই কিরে সেই যারে হেরিনি হেলায়।
কুড়াত উড়াত ধূলা বালিকা-খেলায়॥
নূতন বসন পরে তখনি মলিন।
বকিলে ভাসিত জলে নয়ননলিন॥
অপকর্ম্ম করে' শুনে' মা'র তিরস্কার।
করিত নূতন দোষ শীঘ্র আবিষ্কার॥
আদর করিতে গেলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চেয়ে।
ছুটিয়া পালায়ে যেত পাঁজর বাজায়ে॥
খুলে যেত শিরবাস খসিত কবরী।
সে বেণী কি এই বেণী আমরি আমরি॥
ছাঁচের তলার সেই তাচ্ছীল্যের চারা।
আঙিনা ভরালে আজ হ'য়ে শতধারা॥

না ধরিতে ফল লতা মাতিয়া উঠেছে।
ফুল্কোমুখী শতমুখে লতায়ে ছুটেছে॥
কালি যেই বালিকারে করেছি শাসন।
আজি সেই জুড়ে' বসে রাণীর আসন॥
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেছে লাবণ্যের জলে।
যৌবনতুফানে রঙ্গে তরঙ্গ উছলে॥
চিকণ মসৃণ কেশ পড়েছে ঝাঁপিয়া।
লহরে লহরে ফুলে উঠেছে ফাঁপিয়া॥
চাহনি চকিত হ'ল গতি অতি মন্দ।
বদনে গৌরববিভা অঙ্গে কিবা গন্ধ॥
বচনেতে বীণা বাজে ভাষায় সঙ্গীত।
অধর ছাড়ে না হাঁসি পুলকে মোহিত॥
অঙ্গের বিন্যাসে ফোটে নব নব ছটা।
কেশ-বেশ-রচনায় উৎসবের ঘটা॥
কখন বা আলুথালু অঙ্গরাগে হেলা।
সে হেলা বিলাসকলা চাতুরীর খেলা॥
পলকে পালটে শোভা ভাবের ভাবিনী।
এ খেলা শেখালে কে লো বল মায়াবিনি॥
ইচ্ছায় গম্ভীরা ধীরা চঞ্চলা চপলা।
উদাসিনী গরবিণী বিষাদবিহ্বলা॥

কোথা হ'তে এল বুদ্ধি কেবা দিলে পাঠ।
কে শিখালে পাকশালে অন্তরালে নাট॥
তর্জ্জন তর্জ্জনী-অগ্রে এল কোথা হ'তে।
হেলায় চালায় পতি দাগ-দে'য়া পথে॥

নটনীতি।

(১)

না রবে নিজের মুখ, আপনার দুঃখ-সুখ,
কেশ বেশ নাম দেশ ভাষা অপরের।
স্পষ্ট মিষ্ট উচ্চ স্বর, কথা ক'বে কলেবর,
প্রতি অঙ্গ প্রকাশিবে ভাব ভিতরের॥
শুধু না হাঁসিবে দাঁত, চোখ-মুখ তার সাথ,
নিঙাড়ি আঁতের হাঁসি করিবে বিকাশ।
তব চক্ষে জল ঝরে, তবে তো কাঁদিবে পরে,
কাঁপালে গলার স্বরে ফোটে না নিরাশ॥
কিবা দৃশ্য কিবা শ্রাব্য, পড়িবে বিবিধ কাব্য,
পাত্রের ব্যথায় ব্যথা করিবে অভ্যাস।
যদি হ'তে চাও কৃতী, জাগ্রত রাখিবে স্মৃতি,
হেলায় আবৃত্তি হবে বচনবিন্যাস॥

কারো পানে নাহি চাবে, তারে দেখ ভাবে সবে,
সহযোগী সনে রবে নয়নে নয়ন।
তবু যেন দেখে' আঁখি, কি করিছে মনপাখী,
বুঝিয়া বিমুগ্ধ হয় দর্শকের মন॥

(২)

রঙ্গমঞ্চে যতক্ষণ, তুমি নও ততক্ষণ,
রহিবে বিভোর ভাবে রবে কি নীরবে।
করুণা জাগাতে হ'লে, ভেসে যাবে আঁখিজলে,
আপন হৃদয় দলে' গলাইবে সবে॥
ফুকারি 'জানকী'নাম, সত্য না কাঁদিলে 'রাম',
হবে ভ্যাবাগঙ্গারাম লোকে উপহাস।
আবেগ কাঁপাবে স্বর, দুরদুর্ হৃদিঘর,
রোদনে বদন বক্র করে রসনাশ॥

(৩)

বীরসাজে বীরকাজে, চোয়াড়ী গোঁয়ারী ঝাঁজে,
লম্ফে-ঝম্ফে হুহুঙ্কারে ফাটায়ো না গলা।
দেখ সাক্ষ্য বিদ্যমান, এমন যে হনুমান্,
রণকালে মনে মনে খেলে মনকলা॥
লক্ষণ অর্জ্জুন ভীষ্ম, রণ্‌জিৎ গোবিন্দশিষ্য,
প্রতাপ কি পৃথ্বীরাজ রাজপুতগণ।

বাবর বা আকবর, রোস্তম কি সেকেন্দর,
সিংহপ্রাণ সে রিচার্ড বোনা নেল্‌সন্‌ ॥
বলে না তো ইতিহাসে, ফুস্‌ফুস্‌-ফাঁসানো ভাষে,
বিজয়-অর্জ্জন-আশে করেছে গর্জ্জন।
তবে কেন নটকুল, গলা করে চুল্‌বুল্‌,
পারিবে না হুলুস্থূল করিতে বর্জ্জন ॥
খাড়া হ'য়ে অষ্টাবক্র, এঁকে বীর ভীম চক্র,
খামাটি মারিয়া দাঁত দেখায় না 'ফেস্‌'।
অঙ্গুলি-হেলনে তাঁর, দেখি লক্ষ খড়গধার,
বচনে গাম্ভীর্য্যবীর্য্য আঁখিতে আদেশ ॥

(৪)

প্রণয়ের পূর্ব্বরাগে, কেঁদে ফেলে' আগেভাগে,
আদিরসে করিবে না শ্মশানের সৃষ্টি।
প্রফুল্ল প্রেমিকবরে, নারী উপাসনা করে,
প্যান্‌পেনে পুরুষেরে করে না সে দৃষ্টি ॥
তরল নয়নে চাবে, মধুভাষে গুণ গাবে,
হাঁসিয়ে বিষাদশ্বাস লুকাইতে যাবে।
অকস্মাৎ আলিঙ্গন, অপ্রস্তুত পরক্ষণ,
অধর অধীর তবু চুমো নাহি খাবে ॥

আদিরস-অভিনয়, সুকঠিন অতিশয়,
বঙ্গের সমাজরীতি নাহি করি ভঙ্গ।
গেছে কালিদাস-কাল, কবির রসের জাল,
মানা পুন ইংরাজের লীলাভঙ্গিরঙ্গ॥

(৫)

বাগ্মিতার পরিচয়, ভীষণ নিনাদ নয়,
বদন ব্যাদানি' কোসে কর্কশ চীৎকার।
জিহ্বায় তুলিয়া ঝড়, বক্‌বক্ হড়্‌বড়্,
ফোলা গালে নোলা নেড়ে 'গাঁগাঁ'র ফুৎকার॥
বক্ষের কক্ষের বলে, কথা ক'বে কণ্ঠনলে,
যাবে স্বর দূরে চলে' মধুর হিল্লোলে।
ভাবের সনেতে ভাষা, নেচে-খেলে' যাওয়া-আসা,
করিবে উপরে-নীচে গভীর কল্লোলে॥
দেখ কাড়া বেজে রোখে, তাড়ায় বাড়ীর লোকে,
পাড়ার বাহিরে কিন্তু না যায় আওয়াজ।
আর সানায়ের সুর, কাছে বসে' সুমধুর,
শোনা যায় কতদূর তার মিহিকাজ॥

(৬)

বধিতে মিষ্টির গুষ্টি, চক্ষু ভাঁটা বদ্ধ মুষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অঙ্গভঙ্গি করে কত নট।

ভুলে যায় হায় হায়, প্রাণ দিতে সুষমায়,
অঙ্গখানি তার মাত্র চারু চিত্রপট ॥
নটীমাঝে কেউ কেউ, বুক ঠেলে' তুলে' ঢেউ,
হু'করে কোপান্ কোসে নিরীহ বাতাসে।
কাহারো হাতের চেটো, ঠিক যেন পাড়ে এঁটো,
সুন্দর অঙ্গুলিগুলি শিঁট্‌কায়ে টাঁসে ॥

(৭)

রসিক সুজন যেই, কাছা খুলে' ধেই-ধেই,
নাচে না আসরে সেই চূনকালি মেখে।
সুনট মর্কট নয়, ভাষা তার রসময়,
প্রকৃতি রেখেছে হাঁসি চোখে-মুখে এঁকে ॥
সে-পাত্র-প্রবেশমাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
হাঁসাইলে সারারাত্র হাঁসি না ফুরায়।
রঙ্গশেষে বাসে আসি, খেতে-শুতে আসে হাঁসি,
মাতাল করিয়া দেয় কৌতুক-সুরায় ॥

(৮)

সুস্থদেহে রবে বল, ফুল্লমুখ ঢলঢল,
সৌষ্ঠবে সর্ব্বাঙ্গে যেন বিরচিত পদ্য।
ক্ষীণোদর ক্ষীণকটি, নাহি হ'লে নটনটী,
রঙ্গভঙ্গি-পরিপাটী মাটী হয় সদ্য ॥

লঘু অঙ্গ পূতগন্ধ, প্রত্যঙ্গবিক্ষেপে ছন্দ,
পরিচ্ছন্ন কেশ-বেশ আনন্দদর্শন।
না হবে কপট খল, পরিষ্কার অন্তস্তল,
শিষ্টসনে মিষ্টালাপে অমৃতবর্ষণ॥
মানীরে দানিবে মান, কখন নেবে না দান,
তব মান নাহি যথা ত্যজিবে সে স্থান।
স্বাধীন উদারচেতা, পরহিতে সদা নেতা,
বিদ্যায় হইতে জেতা রবে অভিমান॥
কুসঙ্গ কুকথা ত্যজি, কলার আলাপে মজি,
আমোদে মাধুরী দিতে করিবে যতন।
প্রমোদে প্রমদা সনে, মর্য্যাদা রাখিবে মনে,
পশুকর্ম্ম হ'লে নর্ম্ম তখনি পতন॥
আলস্যে প্রশ্রয় নয়, সুরাপানে স্বাস্থ্যক্ষয়,
সখ্যপ্রেমবিনিময় রঙ্গসঙ্গী সনে।
নিজভাগ্যে রবে তুষ্ট, নিন্দায় না হবে রুষ্ট,
ভগবানে দেবে ভার দুষ্টের দমনে॥
করতালি এন্‌কোর, হয়েছে গর্ব্বের গোর,
কত অভিনেতা তায় হইয়াছে মাটী।
যার-তার স্তুতিজোরে, মাথা যেন নাহি ঘোরে,
নিন্দুকে ধরিলে দোষ ধোরো না হে লাঠি॥

(৯)

মায়াবী বঞ্চক ভণ্ড, দুর্দ্দান্ত দাম্ভিক ষণ্ড,
রঙ্গমঞ্চে কর্ম্মপণ্ডতরে অবতার।
লোভী দাস দুরাশার, অত্যাচারী অনাচার,
মিত্রঘাতী পক্ষপাতী শত্রু এ বিদ্যার॥
মিথ্যা হিংসা রোষ ঋণ, স্বার্থচিন্তা চিত্ত ক্ষীণ,
কলার আলাপে যার বিষম বিকার।
নাটকঘরের পাশে, এরা যেন নাহি আসে,
আছে মুক্ত উপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দ্বার॥

(১০)

নটনটীমধ্যে চাই, পুত্র পুত্রী ভগ্নী ভাই,
আনন্দসম্বন্ধ এই যতনে রক্ষণ।
অধিক এগুলে আর, সুখশান্তি ছারখার,
দোঁহে করে দোঁহাকার মস্তকভক্ষণ॥
নাট্যশাস্ত্রে আছে সূত্র, ভারতে ভরতপুত্র,
রাজার সমান হবে গম্ভীর উদার।
রাজার সমান তার, শাসন-পালন-ভার,
সেকালের সূত্রধার আজ ম্যানেজার॥
ভাবভঙ্গি আচরণে, রাজারে রাখিয়া মনে,
স্থির করে' লবে নট নিজ ব্যবহার।

নৃত্যগীতবাদ্যদক্ষ, বেশভূষাকর্ম্মাধ্যক্ষ,
সুরসিক বিচারক কলা-কবিতার ॥
লক্ষ লক্ষ নারীনরে, যে বিদগ্ধ মুগ্ধ করে,
সে কেন না নরবরে করিবে আদর্শ।
অভিজ্ঞতা শাস্ত্রদীক্ষা, আমারে যা দিল শিক্ষা,
নটনটী-শুভলক্ষ্যে দিনু পরামর্শ ॥

অমৃত-মদিরা।

প্রথম যৌবনে প্রেম করি' তব সঙ্গে।
কাটায়েছি কতদিন কত রসরঙ্গে ॥
তুমি দেখিয়াছ মম প্রাণের ভিতর।
কোথায় মহৎ আমি কোথায় ইতর ॥
পিতামাতা যেই ব্যথা পারেনি চিনিতে।
কায়ামন ঢেলে জায়া যৌবনে জিনিতে ॥
মিত্রনেত্র যেই ক্ষেত্রে দেখে নাই আলো।
আমিই আপনি যাহা বুঝি নাই ভালো ॥
রক্তিম অধরসুধা করি সখি পান।
অন্তর উলঙ্গ করে' দিছি তোরে দান ॥

আকাশকুসুম কত ফোটে এই মনে।
কত আশা কি পিয়াসা ওঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
কি পেয়ে হেঁসেছি সুখে কোথায় হতাশ।
উদাস হয়েছে প্রাণ পুষে' কি হুতাশ ॥
কাহারে ভাবিয়ে মনে স্নেহের আধার।
হ'ল সাধ সহিবারে তার অত্যাচার ॥
কে ধেয়ে এসেছে পিছে ল'য়ে ভালবাসা।
নিঠুর প্রাণেতে তার নাশিয়াছি আশা ॥
কার্ তরে হইয়াছি আমি লো অধীর।
কার্ প্রেমসম্ভাষণে থেকেছি বধির ॥
অধীর হইয়ে কারে করেছি অধীরা।
নির্জ্জনে সকলি তুমি দেখেছ মদিরা ॥

পুলকে তোমারে কোলে দেখেছি যাহারে।
পলকে হৃদয়বন্ধু ভেবেছি তাহারে ॥
ধনের কৃপণ হ'তে হইয়াছে সাধ।
মুক্তহস্ত করে' দেছ তুমি হৃদিচাঁদ ॥
দেখিছি প্রফুল্ল হ'য়ে তোমার নেশায়।
ধনে-মনে কৃপণতা লাজেতে লুকায় ॥
দেখেছি দেবত্ব পেয়ে তোমার কৃপায়।

ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে মন ঊর্দ্ধে চলে' যায় ॥
তখন চাহেনি প্রাণ থাকিতে মাটীতে।
বিষয়বিষের তরে মজুরি খাটিতে ॥
হাস্যাস্পদ ভাবিয়াছি ধরার বৈভব।
ঐশ্বর্য্য-পদের দ্বন্দ্ব কুৎসিত কৈতব ॥
দেখেছি কাঞ্চন বোনে বঞ্চনার জাল।
কামিনীর কামানলে দহে পঙ্গপাল ॥
বনের বিহঙ্গমত শূন্যে শূন্যে উড়ে'।
দেখেছি ঈশ্বরপ্রেম আছে বিশ্ব জুড়ে' ॥
খগোল-ভূগোল বাঁধা কিবা কবিতায়।
হ্রদে পদ্ম ফুটে' ওঠে দেখি' সবিতায় ॥
ঝলিছে অনন্ত ব্যোমে কত-কি মণ্ডল।
ধরা যেন হীরাহারে বেঁধেছে কুন্তল ॥
অদৃশ্য প্রেমের সূত্রে টানাটানি করে'।
বাঁধিয়ে রেখেছে শূন্যে দূরে পরস্পরে ॥
বড়রে বেড়িয়া ফেরে ছোট যিটি তার।
তার ছোট তারে ঘিরে' ঘোরে অনিবার ॥
ব্রজের বাঁশরীরব পশিয়াছে কানে।
আত্মহারা মাতোয়ারা গোপিকার গানে ॥
প্রেমে আত্মাফুল যেন উঠেছে ফুটিয়া।

নয়নে ধরেনি জল বহেছে ছুটিয়া ॥
বিশ্বের মাধুরীফুল করিয়া চয়ন।
খুলিয়া গিয়াছে যেন তৃতীয় নয়ন ॥
কল্পনা বাণীর সনে হইয়াছে দাসী।
সরস্বতী নৃত্য করে রসনায় আসি ॥
নাটক কি প্রহসন সরস প্রবন্ধ।
লেখনী লিখেছে কলে গদ্য-পদ্য ছন্দ ॥

লিখেছি "হীরকচূর্ণ" পূর্ণপাত্র করে।
বয়স বাইশ যবে বসি 'কর'-ঘরে ॥
প্রথম নাটক তা'তে খেলার আদর।
বারুণীপূজার সাথে বীণাপাণিবর ॥
মাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি।
লেখনী না চলে যদি সুধা ঢালে গবি ॥
"আনন্দ—আনন্দ রহো" এই মূলমন্ত্র।
ছিল না স্বার্থের তরে কোন যড়্যন্ত্র ॥
একত্র কতই মিত্র বসি একসঙ্গে।
কাটায়েছি প্রেমে কাল কাব্যরসরঙ্গে ॥
হাঁসির কথায় নিশি হ'য়ে গেছে ভোর।
তথাপি ওঠে না কেহ ছাড়িয়ে আসোর ॥

কত দিন কত রাত পিরিতে তোমার।
কাটিয়া গিয়াছে সখি প্রমোদে অপার ॥
কে ধারিত সে সময় সময়ের ধার।
কবিতা মদিরা আর আছে থিয়েটার ॥
আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনির বাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার্ ॥
বিয়ার্ ফুরায় পুন আনায় বিয়ার্।
তিনশত্রুবধ তবু চাগে না চিয়ার্ ॥
ঘোষজা বলেন চেয়ে মুখপানে মোর।
"তুই বাপু নিজে গিয়ে খোলা ব্যাক্-ডোর্ ॥
বিয়ার্ খাইয়ে মম হইয়াছে ঠাণ্ডি।
নগদ নি' আয় দুটো বি-হাইভ্ ব্র্যাণ্ডি ॥
এত রাত্রে দুটো কিছু না করিব পার।
ঘর করে' রাখা ভাল গৃহস্থসংসার ॥"
তখন হুইস্কি ছিল ঘোঁড়ার ঔষধ।
পায় নাই আজিকার রাজপেয় পদ ॥
ব্র্যাণ্ডি এল ঠাণ্ডি গেল পাণ্ডা হ'ল কাত্।
সমকোণ হ'য়ে শোন্ সঙ্গেতে স্যাঙাত্ ॥
মাঝে মাঝে ঢুকুঢুকু চলিছে চুমুক্।
গুরুজী উঠেন ঠিক নাহি ভুলচুক্ ॥

গিরিশ তিরিশমাত্র সবে হবে পার।
মায়াময়ী-জায়া-শোকে প্রাণে হাহাকার ॥
বিরহ-বিধুর-শ্বাসে কবিতার বাস।
প্রবোধ ত্রিপদী বেঁধে পয়ারে হুতাশ ॥

বিনোদিনী বিষাদিনী ফোটো-ফোটো লিলি।
কৈশোর-যৌবন দোঁহে অঙ্গে গেছে মিলি ॥
ভাবে ভরা মনটুকু পোন্-টুকু তুষ্ট।
অতি পটীয়সী নটী ঠাটে নহে তুষ্ট ॥
কল্পনায় আপনায় গড়ে তিলোত্তমা।
আয়েসা কি সূর্য্যমুখী কুন্দ মনোরমা ॥
কখন ছাদেতে বসি একাকী বিরলে।
মালা তুলি' দেয় 'জুলি'—'রোমিও'র গলে ॥
কভু নেবু-তরু-তলে যায় এলোচুলে।
ওফেলিয়া পাগলিনী সাজে বনফুলে ॥
প্রমীলা-লীলায় ছোঁড়ে ধনু ধরে' তীর।
দেখে' রঙ্গ দেয় ভঙ্গ বহু বঙ্গবীর ॥
তখন হয়নি কবি রবির উদয়।
নবীন-হেমের ছিল প্রেমিকা-হৃদয় ॥
গিরিশের পদাবলী রোম্যান্সের মেলা।

কবিতা লিখায়ে তাই বিনি করে খেলা ॥
তিন ছত্র লেখে কবি ছয় পাত্র টানে।
পদে মধু দিতে বিনি আরো সীধু আনে ॥
"চাতক" "ধুতুরা" শুনে' বিমোহিতা বালা।
ক্ষত্রবধূ-বিধুমুখে কত মধু ঢালা ॥
মধুর মোহিনী-ভাবে বাণীর ছটায়।
গিরিশ লিখেছে যাহা নেশার ঘটায় ॥
বাতাসে নে গেছে চেলে' বহ্নি দেছে জ্বেলে'।
অন্যপর কবিবর সেই সব পেলে ॥

এইরূপে কবিতায় মদের নেশায়।
একাসনে দিবা সনে রজনী মেশায় ॥
প্রভাতে ধরেছি গ্ল্যাস্ সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।
দ্বিযামা ত্রিযামা পুন উষা দেখা দেছে ॥
ঘুরিয়াছে বসুমতী সেরে নিজ কাজ।
আমার স্মরণে গোল 'কাল' কিম্বা 'আজ' ॥
উঠি-উঠি বাধা পড়ে—"আর এক পাত্র"।
গুরু যদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র ॥

এত অত্যাচার তবু শরীর পাথর।
পীড়ার শয্যায় শুতে নাহি অবসর ॥

মনের তেজের নাহি হ'লে অবসাদ।
দেহের হয় না কভু রোগভোগসাধ ॥
বাতে পঙ্গু পড়ে' আছে কথা ক'য়ে হাঁপ।
দেখি তো শার্দ্দূল দেখে' মারে কি না লাফ ॥
যেটুকু লুকানো অগ্নি থাকে তার মনে।
আত্মরক্ষাচেষ্টা দেয় জ্বেলে সেই ক্ষণে ॥
যৌবন জীবনী শক্তি নব অভ্যুদয়।
নৈরাশ্যের নামে ব্যঙ্গ নির্ভীক হৃদয় ॥
জানে না বিশ্রাম নিতে যে অধ্যবসায়।
শতগুণ বাড়ে বল বিপত্তি-বাধায় ॥
জীবননদীর এই বাসন্ত তুফানে।
কত শান্তি দেছ বীরা হৃদি-মধু-দানে ॥

নিজপরিবারমাঝে বিরক্তিকারণ।
কুটুম্বসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন ॥
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাঁসি।
সরে' গেছে বাল্যসখা তাচ্ছীল্য প্রকাশি' ॥
রাজার সাহায্য নাই নাহি নিজধন।
মূলধন মনোবল শরীরপাতন ॥
উত্তম ছিল না কিছু বিলাতি আদর্শ।

প্রতিভা-প্রতিমা-পদে শিক্ষা-পরামর্শ ॥
এইরূপে যুবা-ক'টি সহায়বিহীন।
মাটী হ'য়ে খাটিয়াছি কত নিশিদিন ॥
হেলায় হাঁসিয়ে ছেড়ে ধন-পদ-লোভ।
শিক্ষিত স্বাধীন পেশা ত্যজি' বিনা ক্ষোভ ॥
তবে বঙ্গে নাট্যশালা হয়েছে স্থাপন।
অলিগলি দেখ এবে যার বিজ্ঞাপন ॥
আজি পঞ্চ রঙ্গালয় কলিকাতাধামে।
বিচিত্র বাহারে শোভে বড় বড় নামে ॥

গেছে দিন পাই-হীন ছিনু ক'টি ভাই।
পুষিতে বিরাট্ পুত্র ঘরে দুধ নাই ॥
একটি কাঠের কপি এক-আনা মূল্য।
অভাবে ভেবেছি তারে সুবর্ণের তুল্য ॥
সাণ্ডেল-দালানে উচ্চ পড়-পড় কড়ি।
ঝুল-ঢাকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি ॥
আমি আর ধর্ম্মদাস নিশীথ-আঁধারে।
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে ॥
সেকালে ছিল না বেশী কুলি কি চাকর।
যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ডর ॥

তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে।
প্ল্যাকার্ড ম'য়েতে উঠে' 'ভুনিবাবু' মারে॥
এখন হুকুমে কার্য্য হয় সমাধান।
বেহারা বাঁধিতে পারে অপেরার গান॥

মর্ম্মের কবিতা গাঁথি মর্ম্মর পাষাণে।
মাজিয়ে সোনার চূড়া উজ্জ্বল রসানে॥
গড়ুক্ কৌশলী শিল্পী নব নাট্যশালা।
সৌদামিনী লক্ষ দীপে করুক্ তা আলা॥
রাফেল্-লাঞ্ছিত তূলি লিখে দিক্ পট।
লীলায় ভুলাক্ লোকে দিব্য নটী নট॥
তথাপি নগেন মতি বেল ধর্ম্মদাস।
অর্দ্ধেন্দু মহেন্দ্র ক্ষেতু সে গোপালদাস॥
শিবু যদু অবিনাশ কিরণের সাথে।
জীবন্ত জাগিয়ে রবে ইতিহাস-পাতে॥
ভুবন-ভবন ছিল গ্রেট্ ন্যাশানাল্।
গঙ্গা'পরি হর্ম্ম্যে তাঁর হ'ত রিহার্শ্যাল্॥
ইংরাজ-বাণিজ্য-খড়্গে হ'ল বলিদান।
কলিকাতামধ্যে সেই অতুলন স্থান॥
অমিত্র-অক্ষর ছন্দ করিতে আবৃত্তি।

অমৃত মিত্রের চিত্র জাগাইবে স্মৃতি ॥
কুশীলবজয়ী নট করি' অভিনয়।
জেনে কি না জেনে গাবে গিরিশের জয় ॥

নাট্যকলা পাটপ্রিয়া স্বরা ছোটরাণী।
একের কথায় আসে অন্যের কাহিনী ॥
তোর প্রেমলীলা স্বরা গাহিতে গাহিতে।
আপনি ফিরিল স্মৃতি পশ্চাতে চাহিতে ॥
অনেক অভোলা কথা করি' হুড়াহুড়ি।
হেঁসে কেঁদে বসিল এ ভাঙা বুক জুড়ি ॥
ধরারঙ্গমঞ্চে যারা লীলা সাঙ্গ করে'।
গিয়াছে অনেকদিন আগে সাজঘরে ॥
কৈশোরে প্রেমের বাঁধে বাঁধা ছিল যারা।
যে সব নিঃস্বার্থ প্রাণ হইয়াছি হারা ॥
এখনো জীবিত আছে তুইচারিজন।
জ্ঞাত কি অজ্ঞাত বাসে—ভরে' দিল মন ॥
পুরাণ-গৌরব-গান স্বভাবের গুণ।
তুখিরামদাস বীর স্মরে ভীমার্জ্জুন ॥
যাচিকা পাচিকা দোঁহে বসে' একঠাঁই।
'সেকালের' সম্পদের করেন বড়াই ॥

বয়সে সকল অঙ্গ হ'য়ে এলে স্থির।
রসিক-রসনা বেশী হয়েন অধীর ॥
তাই যাঁরা প্রেমধারাস্রোতোমাঝে তোর।
ঢেউ তুলে' এল চলে' বাল্যলীলা মোর ॥
বীরকর্ম্মে লোকে লয় তোমার সাহায্য।
কেহ বা গোপনে রাখে কেহ করে বাহ্য ॥
আমার জীবনে মেশা তোমার জীবন।
বার্দ্ধক্যে কি ভুলে যাব সাধের যৌবন ॥
বসন্তে ছিলি লো তুই ফুর্‌ফুরে বায়।
আয়ু কমে' এলে বল দেছ মনকায় ॥
কতই চাতুরী তুমি খেলেছ আদুরী।
সৌন্দর্য্যবিহীনে দেছ শতেক মাধুরী ॥

শতগুণ ভালবেসে তোমার সেবায়।
দেখিয়াছি শচীদেবী প্রিয় দয়িতায় ॥
লাবণ্য ধরে না অঙ্গে সুষমা অশেষ।
তরঙ্গ তুলিয়া আছে কাদম্বিনী-কেশ ॥
আপনি আঁচরি' তার সে চাঁচর চুল।
গহনা গাঁথিয়ে দিছি চারু অঙ্গে ফুল ॥
লজ্জাবতী সজ্জা নিতে লুকাইলে মুখ।

বাঁধিয়াছি আলিঙ্গনে টেনে এক ঢুক ॥
বিরলে বসায়ে কোলে শারদনিশায়।
মুখ চেয়ে ভোর হ'ল বিভোর নেশায় ॥
তাজা ভাজা টক্ লোণা চাট্ ঝাল্‌দার।
রেতেই রেঁধেছে পাঁঠা পাঠালে হাল্‌দার ॥
স্বামীর সেবার তরে ছেড়ে প্রেজুডিস্।
নিজে দেছে মদ ঢেলে বিছানায় ডিশ্ ॥
ডিশ্-পদে মিল নিতে যেই গেছি ঘেঁসে।
দিতে-দিতে দিলে নাকো ঘোম্‌টা দিলে হেঁসে ॥
জোয়ারে না খোলে তরী কোন্ ভাল নেয়ে।
যৌবনে না খেলে হোরি কোন্ ছেলে-মেয়ে ॥
হেমন্তপূর্ণিমা গেলে কবে হবে রাস।
কোন কোন গোঁসায়ের আছে চৈত্রমাস ॥
"মদনমোহন" মম বাল্যপ্রতিবেশী।
কালের আঁবেতে আছে রুচি কিছু বেশী ॥
দশন থাকিতে গুয়া জগন্নাথে দান।
মাক্‌ড়ি গড়িতে দে'য়া বুজে গেলে কান ॥
না ধরিতে গেঁঠে-বাত গাড়ি চড়ে দাপে।
যৌবনে শরীর জেরে শেষে মরে তাপে ॥
বিভুর প্রথম দান জীবের জীবন।

সে জীবনে উচ্চদান নবীন যৌবন ॥
দেহের বসন্তকাল আসে একবার।
অন্তরে সঞ্চারে রস বাহিরে বাহার ॥
মহাতেজা এ তুরঙ্গ অধৈর্য্য দাঁড়ালে।
মাটী ফেটে ছোটে অগ্নি চরণ বাড়ালে ॥
কার্য্য—কার্য্য—কার্য্যতরে বুক ধুক্‌ধুক্।
আলস্যে বসিলে মন লাগায় চাবুক ॥
ভয় নেই চিন্তা নেই জানে না নৈরাশ।
অসাধ্য সাধিতে বাড়ে দ্বিগুণ উল্লাস ॥
অক্ষয় ভাণ্ডার যেন জেনে তরুবর।
পত্রপুষ্পফল দেয় হ'য়ে অকাতর ॥
তেমনি মানব এই বসন্তসময়।
ধন-মন ঢেলে দিতে কল্পতরু হয় ॥
'যদি' 'কিন্তু' দুই কথা মুছে' সাবধানে।
'প্রাণ দাও'—'সব দাও'—লেখে অভিধানে
নবীন হরিত পাতা রসে ঢলঢল।
তেমনি যুবার মন সরল-তরল ॥
চির-জরা অভিশাপ লেখা যার ভালে।
গোম্‌ড়ামুখো দাম্‌ড়া হয় সেই যুবাকালে ॥
শ্যামেরে করিতে স্বামী হইলে পিয়াস।

বিবাহের শুভলগ্ন এই মধুমাস ॥
কন্যা দিতে কামনার নাহি পণাপণ।
বিরলে বদল মালা প্রেমে নিমগন ॥
এই প্রাণদান শিক্ষা দেছে যেই নারী।
আমার প্রেমের গুরু বন্দি পদ তারি ॥
সময় আসিছে ভাই যেতে হবে দেশে।
এস প্রিয়ে পতিপাশে যাই তোর বেশে ॥
অমৃতযোগেতে যাত্রা করি কালী বলি।
স্বামীর সোহাগ পাব প্রেমে গলাগলি ॥

যৌবন ফুরায় সঙ্গে শক্তি চলে' যায়।
লালসা-অনল নিভে শুইলে চিতায় ॥
বীর বিনা বীরা নারী কে করে ব্যাভার।
দুর্ব্বলে মরণ ডাকে করে' ব্যভিচার ॥
অসুরের পেয় নয় সুধা দেবতার।
পাঞ্চালীর পতি হয় ঊর্দ্ধে লক্ষ্য যার ॥
পূজা পেত দ্বিজদল আগে বহুমানে।
বেদজ্ঞান সনে হ'লে শক্তি সোমপানে ॥
বীরের বনিতা হ'ত শতেক রূপসী।
কোটি কুমুদিনী তোষে একমাত্র শশী ॥

কামিনী দামিনী দুই ধরে এক ধাত।
আলোক পুলক দেয় করে বজ্রাঘাত॥
জীবন্ত-মদিরা-রূপে নারী এ ধরায়।
অমৃত-গরল ভরা এক পিয়ালায়॥
সুমন্দ সুধার গন্ধ শিরে করি ঘ্রাণ।
অধরে মদির-মধু পানে নাচে প্রাণ॥
কক্ষে বক্ষে তীব্রদ্রাক্ষা পরশে মাতাল।
জ্ঞানহারা ক্ষিপ্ত-পারা দেখিতে পাতাল॥
হৃদিমদে টলে পদ জড়িত রসনা।
যত পায় তত চায় অসীম বাসনা॥
পাত্রতলে অগ্নি জ্বলে উত্তপ্ত তরল।
মথিতে মাদক,—শক্তি হরে হলাহল॥
পুরুষ হইলে সত্য সে পারে বুঝিতে।
কতক্ষণ কার্ সনে উচিত যুঝিতে॥
কাপুরুষ ক্ষুধা রাখে নেত্র-রসনায়।
জীর্ণ নাহি হয় জল সুধা খেতে চায়॥

বয়সবৃদ্ধির সনে সঙ্কুচিত মন।
যৌবনের সখ্যে হয় স্বার্থ-আরোপণ॥
বনের ব্যাধের মত জাল-দড়ি বেঁধে।

অর্থের মৃগয়াতরে ফিরি ফন্দি ফেঁদে ॥
"ওহে ভাই" ঘুচে হ'ল "মাই ডিয়ার্ ফ্রেণ্ড্" ।
"সিন্সীয়ার্লি" লিখে করি সৌহার্দ্দের এণ্ড্ ॥
যত করি মিথ্যা ভাণ তত লিখি "ট্রুলি" ।
বিশ্বাসে সন্দেহ সনে সই "ফেৎফুলি" ॥
প্রাণের জানালা-দ্বার ক্রমে করি বন্ধ ।
অন্তরে আবদ্ধ বায়ু বিষাক্ত দুর্গন্ধ ॥
অধর মাপিয়া হাঁসি, কাঁদি প্রয়োজনে ।
ক'টা দিব "হায় হায়" এঁচে লই মনে ॥
যার কাছে যতটুকু পেতে পারি কার্য্য ।
তার সনে ত' আঙুলে শেক্হ্যাণ্ড্ ধার্য্য ॥
যেই সব মুখ ছিল প্রাণসমতুল ।
মুহূর্ত্ত না দেখে নেত্র হইত ব্যাকুল ॥
সে মুখ লুকাল কোথা—লইতে খবর ।
কার্য্যের ঝঞ্জটে আর নাহি অবসর ॥
একছুটে যাইতাম ছুটে যার বাড়ী ।
মৃত্যুকালে যাব তার বলি পেলে গাড়ি ॥
নখের কোণেতে মাত্র ব্যথা হ'লে যার ।
মারামারি করে' নিছি সেবা-অধিকার ॥
আজ তার মৃত্যুবার্ত্তা জনরবে পাই ।

"চুচুচুচু" করে' বলি "যাবেই সবাই" ॥
তখনি অন্তরে কিন্তু জাগে এক ডর।
পাছে হ'য়ে ঋণদায়ে ক্ষুধায় কাতর ॥
অনাথ শোকার্ত্ত তার পুত্র-পরিবার।
পাতিয়ে ভিক্ষার হাত লঙ্ঘে মম দ্বার ॥
ভাগ্যচক্র বক্রগতি হ'য়ে যদি কালে।
ফেলায় আবাল্য-মিত্রে সঙ্কটের জালে ॥
মলিন বসনে পথে দেখিলে তাহারে।
গাড়ির দরজা বন্ধ করি সেই ধারে ॥
শৈশবে শিক্ষিত শট্‌কে কাঁধে দেছে চাপ।
গুণে' লই গুণে' দিই স্নেহ-মিষ্টালাপ ॥
নূতন আলাপ যদি করিবারে হয়।
বুঝে-সুঝে জেনে লই সব পরিচয় ॥
"আমি যে করিব দেখা কথা কব ছুটো।
দেখো শেষ সব যেন না দাঁড়ায় ঝুটো ॥
অমূল্য সময়নিধি করি অপব্যয়।
জুতা খুলি যাব ঘরে করিয়া প্রত্যয় ॥
বিশেষ করিব তুষ্ট সুমিষ্ট কথায়।
প্রথমে বুঝাও কিন্তু কি লাভ কোথায় ?
হাতে-হাতে ফল কিম্বা কাছাকাছি আশা।

সখ্যভাবে দিব তবে সভ্য ভালবাসা ॥
শপথ করিব প্রেম আজন্ম বিশ্বাস।
বিস্মৃত হ'ব না কভু থাকিতে আশ্বাস ॥"
এখন মদিরা তোরে মেপে মেপে ঢালি।
দেখেও দেখি না মিত্র-পাত্র হ'লে খালি ॥
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে প্রিয় খানসামা।
কাহার খাতির কত দেখে' জুতাজামা ॥
কিরূপ আসরে দিবে কেমন বোতল।
কতটা থাকিবে মাল কতটা বা জল ॥
কথার আঁচেতে 'দীনো' এঁচে নেবে দর।
হুইস্কি কাহার্ ভাগ্যে কার্ ধান্যেশ্বর ॥
সিঁড়িতে জুতার শব্দে কান জ্বালাতন।
আসিছেন ভাগ নিতে কোন্ প্রাণধন ॥
যৌবনে খুঁজিয়া যারে সমস্ত সহর।
একপাত্রে করি পান পোহাই বাসর ॥
হিসাব-কিতাব নাই কার্ প্রয়োজন।
যার ট্যাকে টাকা সেই দেয় সেইক্ষণ ॥
বদনে বদনে দোঁহে অদন-প্রদান।
হৃদয় উলঙ্গ করে' দেখা গুপ্তস্থান ॥
আজি যদি সেই মিত্র এসে অকস্মাৎ।

আঁধার গাম্ভীর্য্য মুখে শিরে বজ্রাঘাত ॥
কেবল আশঙ্কা মনে পাছে কিছু চায়।
আধঘণ্টা কাল কিম্বা বৃথায় বকায় ॥
মিত্রপাড়া খাড়া করে’ কে নেবে এ ফটো।
নিজে সেজে দাঁড়ালেম যেন লিখে অটো ॥

উদার মদিরা তোরে বেঁধেছি শিকলে।
অমৃত প্রেমেতে খল মন নাহি গলে ॥
কলুষিত চিত্ত তোরে আনে সঙ্গোপনে।
চোখে-চোখে টেলিগ্রাফ্ চাকরের সনে ॥
নাহিক নিকুঞ্জবনে রাধিকার রাস।
সখাসখী সুখমনে পিরিতিপ্রকাশ ॥
প্রেমহীন প্রাণে তোরে করেছি কুলটা।
ব্যভিচার আছে—গেছে প্রমোদের ঘটা ॥
হীনতেজ হ’ল মন শিথিল শরীর।
তুষ্টি নাই পুষ্টি নাই তৃষ্ণায় অস্থির ॥
সরলে তোমার নামে কতই গরল।
চালায় মাতুল শুঁড়ি রঞ্জিত তরল ॥
সুধামাখা নাম তব তোর আভরণ।
পণ দিয়া করি পান দ্রব হুতাশন ॥

মিটে কি সুধার ক্ষুধা বিষ ঢেলে গলে।
জ্বালা নিভাইতে যাই শতগুণ জ্বলে॥
লোভে ভুলাইতে গিয়ে যত দিই ঘুষ।
কণ্ঠাগত তত লোভ করে খুস্‌খুস্‌॥
প্রথমে কুলটামত পিরিতি জানায়।
কবলে আনিয়ে শেষে বানর বানায়॥
কোথায় কবিত্ব প্রেম মাধুরী নয়নে।
কোথায় সুষুপ্তিসুখ সুস্বপ্ন শয়নে॥
রসনার গেছে স্বাদ আহারে অরুচি।
স্মৃতিপটে রঙ্‌ চটে লেখা যায় মুছি॥
অতি অনুতপ্ত প্রাণ বিষাক্ত মেদিনী।
বিষপান বুঝি—তবু ঋণী হ'য়ে কিনি॥
কাঁপে কর থরথর পাত্র পড়ে টলে'।
হিক্কা তুলে' পেট বলে যাই যে রে জ্বলে'॥
নাসা বন্ধ করে' গন্ধ কত কষ্টে স'য়ে।
বিকৃত বদনে দিতে পড়ে কস্‌ ব'য়ে॥
জল না তলায় পেটে বিস্বাদ বরফ।
পড়িতে করিলে চেষ্টা জড়ায় হরফ॥
প্রথমে কল্পনা কিছু নাচায়-খেলায়।
যেন আসে ভাষা-ভাব তেমনি হেলায়॥

না হইতে বোতলের গ্রীবাতল খালি।
মস্তিষ্কমাঝারে ওড়ে সাহারার বালি॥

প্রেমে ঢলঢল প্রাণে সীধুবধূ সনে।
ভাসিতাম শশিকরে পারিজাতবনে॥
অমৃত দলিয়া গড়ি' প্রেমের পুতুল।
ফুল্ল ফুলহারে তার বাঁধিতাম চুল॥
তুলিয়া প্রণয়ঝড় উড়াইয়া মন।
খেলিতাম সুখে ল'য়ে যুবার যৌবন॥
আরোহণ করি' কভু সুমেরুশিখরে।
দেখিতাম ভ্রমে ভ্রান্ত মানবনিকরে॥
খুঁজিতাম মনে তার করিয়া প্রবেশ।
কোথা আছে স্নেহমায়া কোথা হিংসাদ্বেষ॥
ভাঙিয়া ধবল অণ্ড বার করি লালা।
উপহাসে ধরায়েছি ভণ্ডমনে জ্বালা॥
আবল-তাবল ধরে' দিয়ে পাগলের।
হাঁসায়েছি লোক এনে তাদেরি দলের॥

যে খেলা খেলালে সুধা আকাশগামিনী।
সে খেলা কি চলে ল'য়ে কুলটা কামিনী॥
পরচুল বাসীফুল কটাক্ষ কাঁচলি।

লালসা-মিশান ভাষা—রস-পদাবলি ॥
রমণী উপাধি কিন্তু মদনের বাঁদি।
প্রেম চাই কাম পাই প্রতিদান চাঁদি ॥
নারীনামা হেন নষ্ট নারকীর সনে।
কেন ভাব যেতে চাবে উড়িয়া গগনে ॥
কবিতা প্রতিভা প্রেম অমরার ফুল।
সে মধুপানের বঁধু স্বর্গ-অলিকুল ॥
আসবসেবায় যেই করে ব্যভিচার।
গুঞ্জর নীরব খসে স্বর্ণপাখা তার ॥
কবিত্ব মহত্ত্ব তারে ছাড়িয়া পালায়।
কল্পনা কর্দ্দমে পড়ে' গড়াগড়ি খায় ॥
ভাবিতে ভাবের বহে এলোমেলো ধারা।
কহিতে কহিতে কথা হই খেইহারা ॥
অস্থি'র ভিতরে কভু তুষারপতন।
তখনি জ্বলে যে অঙ্গ জল প্রয়োজন ॥
মস্তকের কেশ হ'তে পীড়ে পদনখ।
কি যেন জড়ায়ে চলে বেড়ি' শুষ্ক ত্বক্ ॥
হস্তপদ মাঝে মাঝে ভাবি গেছে মরে'।
পড়ে' যাব হয় ভয় যদি বসি সরে' ॥
শয়ন করিতে ভয় উঠিব না আর।

নয়ন মুদিলে খোলে প্রেতপুরীদ্বার ॥
কি-যে লজ্জা কি-যে শঙ্কা কেন যে চমকি।
শূন্যঘরে এসে বসে কে যেন ধমকি' ॥
তেজেছে আমায় যেন সমস্ত সংসার।
বক্রদৃষ্টি বন্ধুগণ দিতেছে ধিক্কার ॥
জায়া-পুত্রে দিছি যেন ভাসায়ে পাথারে।
পুত্রশোক দিব ভয় বিধবা মাতারে ॥
ফলক-আশ্রয়ে সাধ শুইতে সাগরে।
আঁধারে ভাসিয়া যেতে অনন্ত প্রান্তরে ॥
জগতে দেখাব মুখ আর না বাসনা।
কোলে যদি লন মাতা কালী শবাসনা ॥
ডুবে যাক্ মরা দেহ চিন্তা-জরা মন।
মুছে যাক্ নাম-ধাম সমস্ত স্মরণ ॥
সুখের স্বপন সব দিতে রাজি ডালি।
স্মৃতির প্রলয়ে যদি আজি মুছে কালি ॥
অসহ্য ভোজ্যের দৃশ্য নামেতে ন্যক্কার।
মৃদু সম্ভাষণ কর্ণে নিনাদ ঢক্কার ॥
অন্ন বেড়ে অঙ্গ নেড়ে স্নেহে ডাকে সতী।
খিঁচায়ে মর্কটমত খেদান সুপতি ॥
অনুজপ্রতিম মিত্র কর্ম্মসখা হরি।

অরুচির রুচি খাদ্য মুখে দেছে ধরি'॥
আউটে উঠেছে গাত্র সর্ব্ব অঙ্গ কেঁপে।
বমন দমন করি বুক ধরে' চেপে॥
নয়নে নাহিক নিদ্রা এপাশ-ওপাশ।
উত্তান শয়নে হয় আবদ্ধ নিশ্বাস॥
যন্ত্রণা তুলনা আর কি আছে কোথায়।
একা আমি জেগে জ্বলি ধরা নিদ্রা যায়॥
নড়েনা-চড়েনা কিছু সমস্ত নিস্তব্ধ।
ঘটিকার টিক্-টিক্ টিট্কারি-শব্দ॥
শুনিয়া নাকের ডাক বলি মরি মরি।
ব্রজেতে এমনি রবে বাজিত বাঁশরী॥
ঈষৎ তন্দ্রার ভাব যদি চোখে আসে।
নরক সম্মুখে আসি' বিকট সম্ভাষে॥
মস্তিষ্কে বিকার ঘোর মদাতঙ্ক-পীড়া।
শঙ্খিনী কঙ্কাল পরে' চক্ষে করে ক্রীড়া।
মড়া পড়ে' ছড়াছড়ি গড়াগড়ি খায়।
একটা উঠিয়া এসে আলিঙ্গন চায়॥
ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে ধরি তার কর।
মড়া নাই পোড়া দড়া ক্রমে অজগর॥
হিসিস্ গরজ ফণা বিকৃত-বিস্তার।

জড়াতে জাগিয়ে উঠি করিয়া চীৎকার ॥
তখন মদের নামে মনেতে দুর্গন্ধ।
শিয়রে সাজানো শিশি তবু পান বন্ধ ॥
একঢুক্-পানে কিছু নিদ্রা হ'তে পারে।
তবু নাহি যেতে চাই গেলাসের ধারে ॥

অভাগার ভাগ্যাকাশে গুটিকয় তারা।
সত্য-মিত্র-রূপে ঢালে প্রেমজ্যোতিধারা ॥
স্নেহ-ভালবাসা-নামে রেখেছে বিশ্বাস।
প্রকৃতি হয়নি পূর্ণ স্বার্থ-ক্রীতদাস ॥
স্বত্বাস্বত্বজ্ঞানে নহে মনুষ্যত্ব-লোপ।
করে নাই 'ভাই'কথা মাছধরা টোপ ॥
কৃতজ্ঞতা অর্থযজ্ঞে দেয় নাই বলি।
আজো কিছু মধু ধরে শাদা হৃদিকলি ॥
অর্থের খাতিরে কিম্বা তেজেতে প্রখর।
যে যত্ন পীড়ায় নাহি পায় রাজ্যেশ্বর ॥
সে সেবা প্রাণের টানে করে' স্নেহে গলে'।
বেঁধেছে বন্ধুরা মোরে প্রেমের শিকলে ॥
ভিষক্-আদেশ ছিল সবার উপরে।
মন বিনোদন মম করিবার তরে ॥

দিবানিশি সঙ্গে লোক খেলা গোলমাল।
কৌতুককথায় সদা কাটাইতে কাল ॥
কোথায় সে রাজকৃষ্ণ বন্ধু কবিবর।
কত গল্প শুনাইত রচি' মনোহর ॥
গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া হরি খেলে বসে' তাস।
পীড়ার কোটরে যেন দোল কিম্বা রাস ॥
যামিনী ত্রিযামা প্রায় সবে গেছে চলে'।
নিশাসঙ্গী গুটি-দুই নিদ্রার কবলে ॥
বিশ্রাম-ব্যাঘাত পাছে তাদের ঘটাই।
অসাড় পড়িয়ে আমি সময় কাটাই ॥
উপকথা হ'তে হ'তে বলিয়াছি থাক্।
অঘোরে ঘুমায় বেশ মিঠে ডাকে নাক ॥
চিত্রপটু দেবেনের শক্তি চমৎকার।
যেই আমি নড়ি-চড়ি গল্প সুরু তার ॥
কি কষ্ট সয়েছে বিষ্ণু আমার কারণ।
কোলে করে' করিয়াছে সিড়ি আরোহণ ॥
সকলে বলিল দ্রব্য বাজারেতে নাই।
বিষ্ণু গিয়ে হৃষ্টমুখে খুঁজে আনে তাই ॥
মহেন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের সমান।
পদসেবা করিয়াছে ত্যজি' অভিমান ॥

কিশোর কিশোর আর প্রবীণ জীবন।
খাটিয়াছে নিশিদিন ঢালিয়ে জীবন॥
জীবন গিয়াছে স্বর্গে প্যারী বিপ্রসুত।
ভুলিলে এদের কথা হব স্বর্গচ্যুত॥
মনোদুঃখী নাট্যসখী কয়জন হায়।
দুহিতাসমান সেবা করিল আমায়॥
'জলের' যোগেন আর পাঁচকড়ি মিত্র।
নিষ্কাম মিত্রের চিত্র বিমল পবিত্র॥
কোথায় গিয়াছ খুড়ো ডাক্তার কেদার।
পীড়িতে কে দেবে আর আমোদ দেদার॥
ভুলিনি ভুলিনি তোরে গোয়ালা গোপাল।
তোর সম সেবাদাস নাহি বহুকাল॥
এবার সঙ্কটপীড়া দৃষ্টিহীন তায়।
করিলিনি সেবা তুই এসে পুনরায়॥
ভাল থাক্ সুখে থাক্ হ'য়েছ স্বাধীন।
কৃষির উন্নতি তোর হোক্ দিনদিন॥

সে সব মধুর যত্ন হইলে স্মরণ।
বাসনা রোগের শয্যা হোক্ আমরণ॥
পীড়া বলে' সেই পীড়া নাহি পড়ে মনে।

রম্য উপন্যাস যেন দেখেছি স্বপনে ॥
কোথা গেছে কতজন নিভে গেছে আলা।
যারা আছে বাড়িয়াছে উদরের জ্বালা ॥
আপন উদর’পরে সহে অত্যাচার।
ক্ষুধার্ত্ত সন্তানমুখ বিঁধে ক্ষুরধার ॥
তার চেয়ে আর জ্বালা আরো ভয়ানক।
‘মান—মান’—অভিমান কিসে ভোলে লোক ॥
সম্পদ্ পদের সনে মানরক্ষাডর।
মাম্‌দো ভূতের মত কাঁধে করে ভর ॥
হরি কিন্তু আজো দেখি ছাড়েনি আমায়।
না জানি এখনো আসে কিসের আশায় ॥
হে হরি ত্রিতাপহারি জগতের নাথ।
দুঃখ দিয়ে শিখাইলে প্রেম-অশ্রুপাত ॥
তোমার প্রসাদে নাম যাহার ধরায়।
সেই মিত্র ত্যজিল না আমারে জরায় ॥
তুমি তো নরের শ্রেষ্ঠ নটনাথ-বন্ধু।
দীন নটে চিতাতটে দেখো কৃপাসিন্ধু ॥
কর্ম্মফলে গেছে চলে’ দেহের নয়ন।
দিব্যনেত্র দাও আসে শেষের শয়ন ॥
আশার অধিক সুখ দিয়াছে সংসার।

পাপ হ'তে বহু লঘু সহি দুঃখভার ॥
কত আর সহে জ্বালা পুত্র-পরিবার।
বন্ধুগণে কষ্ট কেন দেব অনিবার ॥
কার্য্যহারা বারবার আর কতবার।
"রোগ রোগ" বলে' করি স্নেহ-অত্যাচার ॥
এবার এ রোগ নয় তৈলের অভাব।
কমিতেছে প্রদীপের জ্যোতির প্রভাব ॥
বয়স পঞ্চাশ বই নহে বেশী আর।
তাহাতে জীবিতা মাতা—"ছেলে কালিকার" ॥
ছাড়েনি জায়ার কায়া যৌবনের ছায়া।
সন্তানে লইয়া আছে খেলিবার মায়া ॥
তিরিশ বছর ধরে' কিন্তু অত্যাচার।
সমস্ত স্বাস্থ্যের বিধি করি' ব্যভিচার ॥
একটানা চলিয়াছে রাত্রিজাগরণ।
ভুলিয়াছি তপ্ত অন্নে কিবা আস্বাদন ॥
নাটকলিখন আর অভিনয়-কলা।
শয্যায় করেছে মন স্বপনে উতলা ॥
যৌবনে সৌখিন কিছু আছে অত্যাচার।
সময়ে সংসারচিন্তা সহ্য নহে কার ॥
দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বল কত সহে আর।

পাগল যে হই নাই কৃপা বিধাতার ॥
হিমভয়ে বসে লোক বদ্ধ করি' ঘর।
তিরিশ কার্ত্তিক গেছে মাথার উপর ॥
প্রবাসে শুয়েছি নীল আকাশের তলে।
গজপৃষ্ঠে চলিয়াছি ভিজে বৃষ্টিজলে ॥
একে একে যত বীজ করেছি বপন।
গুণে'-গুণে' শস্যগোছা ফলিছে এখন ॥
কি হবে যতনে আর কি হবে সেবায়।
ঈশ্বর ভরসামাত্র উপায় সে পায় ॥
লজ্জায় শুইয়ে আছি রোগের শয্যায়।
নাট্যের সন্দর্ভ ভাল ফোটে না মজ্জায় ॥
বীণাপাণি কি যে জানি মেতেছে খেলায়।
কবিতাকমল তুলে দিল রসনায় ॥
কজ্জললোচনা কর্ যে-বা আছে মনে।
মরি যেন মধু খেয়ে তোর পদ্মবনে ॥
তোমার লীলার তরে রচি নাট্যশালা।
আমি গেলে সারদে গো নিভায়ো না আলা ॥

সুধাময়ি সীধু মম ক্ষম অপরাধ।
নামেতে কলঙ্ক দিছি করেছি প্রমাদ ॥

দিয়াছ অনেক সুখ অনেক সময়।
করিয়াছ মরুপ্রাণ এসে রসময়॥
ঢলঢল নেত্রে চেয়ে প্রেমিকের পানে।
প্রেমাবেশে মধু ঢেলে দিয়াছ লো কানে॥
হৃদিপদ্ম খুলে দেছ তুমি রসবতী।
হাঁসিয়া বসেছে তাই সেথা সরস্বতী॥
বুঝি নাই গেছে বল মনে ধরা মলা।
লোভেরে ভেবেছি ভুলে তোর প্রেমকলা॥
প্রেমমাখা তার তোর ভুলেছে রসনা।
করেছি কুলটা কোলে শ্যামলবসনা॥
বীরের কামিনী তুমি তেজেতে দামিনী।
আনন্দবিহারকাল বিশ্রাম-যামিনী॥
দিবসে অলস তোরে করিলে স্মরণ।
রাক্ষসীরূপেতে তার ঘটাও মরণ॥
বাসনার দাস মধু লুটে' বারবার।
নিজে যায় ছারখার সবংশে সংহার॥
ভুলিয়া লোভের মোহে লোহিত ছটায়।
তোর নাম ধরে' যদি ডাকে কুলটায়॥
তুচ্ছ পণে দৈবধনে কিনিবারে চায়।
বিষধর বিষদন্ত অন্তরে ফুটায়॥

যৌবনের প্রণয়ের শপথ তোমায়।
শেষভিক্ষা দ্রবময়ি দাও গো আমায়॥
বলহীন ভীরু যদি লয় লো শরণ।
কটাক্ষে ভুলায়ে তারে দি'ও না চরণ॥
ধরা-ভরা আছে কত অসুরের বাস।
পার রাখ নহে কর সেথা সর্ব্বনাশ॥
সর্ব্বনাশি ও রূপসি দিব্য লাগে মোর।
কাঙালী-বাঙালী-গলে পরায়ো না ডোর॥
নামে দাস কার্য্যে দাস রঙে লেখা দাস।
কি হবে মোহিনি করে' তারে প্রেমদাস॥
আমি কিন্তু আমরণ জয় গাব বীরা।
তৃষা বিষ নেশা বিষ **অমৃত মদিরা** !!

সমাপ্ত।

নূতন জীবন।

নমস্কার হে ভাস্কর নমো দিবালোক।
প্রণমামি তরুলতা নমো জীবলোক॥
আবার দেখরে আঁখি, আকাশে উড়িছে পাখী,
দেখরে গৃহের গাভী কর নমস্কার।
দেখ দেখ ওই ঝরে কলে জলধার॥

জয় জয় জগন্নাথ কমললোচন।
আবার পেলেম আমি নূতন জীবন॥
এক চক্ষু হ'ল ভালো, আবার দেখিনু আলো,
কালি-ঢালা কালো ধরা হ'ল শোভাধার।
প্রণমামি জগদীশ কোটি-কোটি বার॥

ধন্য হে ছুরিকা তব স্যাণ্ডার্স-সাহেব।
ডাক্তার অতুল ধন্য তাততুল্য দেব॥
নিপুণ যতন তব, তা'র কথা কত কব,
নষ্ট চক্ষু স্পষ্ট হ'ল যাতে পুনরায়।
সুহৃদ্ ডাক্তার-কর ভুলিনি তোমায়॥

কয় বর্ষ কেঁদে কেঁদে হয়েছ মা সারা।
দেখ পুন পেলে আঁখি তব আঁখিতারা॥

হাঁস্থক্ গে ছেলেপুলে,　　　বারেক বয়স ভুলে',
　　বসি গো আনন্দময়ি কোলেতে তোমার।
　　মুখ তুলে' দেখি মুখ করুণা-আধার ॥

　　প্রথমে তোমার মুখ দেখেছি ধরায়।
　　প্রথমে তোমার কোলে জীবন জুড়ায় ॥
প্রথমের ভালবাসা,　　　প্রথমের কাঁদা-হাঁসা,
　　হয়েছিল বিনিময় তোমায়-আমায়।
　　সূতিকার শিশু মোরে ভাব পুনরায় ॥

　　সংসারের লক্ষ্মি মম জীবনসঙ্গিনি।
　　মানসের অধিষ্ঠাত্রি অঙ্গের অঙ্গিনি ॥
এস এস বোস কাছে,　　　কত সাধ জমে' আছে,
　　লক্ষ-চক্ষু-জ্যোতি ধরি' আজি এক চোখে।
　　বুকে-আঁকা ছবি সনে মিলাইব তোকে ॥

　　আমার ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব সম্পদ্ সহায়।
　　ছেলেগুলো কোথা গেলি আয় আয় আয় ॥
দেখ্‌রে দেখ্‌রে ক্ষেত্র,　　　আবার ফুটেছে নেত্র,
　　শশী আয় অসি আয় আয়রে কেতন।
　　এস মা আমার বীণা, মৃণালভূষণ ॥

এস গো মা নববধূ শিবানী আমার।
ঘরে এনে মুখখানি দেখিনি তোমার॥
যা লো ছুটে যা লো ডালি, মাকে ধরে আন্ শালি,
সুহাসিনী বড়বধূ কুললক্ষ্মী ধন।
ফ'টে-শালা কোথা গিয়ে লুকুলো এখন॥

শুনেছি শৈশবে কাকা যতনে তোমার।
সঙ্কট-পীড়ায় প্রাণ পাই একবার॥
অন্তরে অন্তরে মোর, চিরদিন আছে জোর,
তুমি মোরে ভালবাস প্রাণের ভিতর।
দাও তাত শ্রীচরণ মাথার উপর॥

খেলার খেলুনী মোর অধ্যয়নে ছাত্র।
হারাল তোদের বাবা আদরের পাত্র॥
ভায়ের তনয় তোরা, স্নেহধন বুকপোরা,
নন্কু, উপেন, দাস, আয় তিন ভাই।
গৃহদেবে প্রণমিতে একসাথে যাই॥

এস নন্তি সহোদর নগেন জামাই।
ভগিনীর সুত সত্য আয় ননি ভাই॥

এস সখা বুকে ধরি, কার্য্যক্ষেত্রে মিত্র হরি,
অমৃত অক্ষয় দাশু উপেন তারণ।
এস হে মহেন্দ্র করি আঁখির পারণ॥

তত্ত্ব নাহি নিল যারা পীড়ার সময়।
তারাও আসুক্ আজ আমার আলয়॥
তদিন দেখা বাকি, তাইতে কাতর আঁখি,
সকলেরে ডেকে আন্ তুই ভাই কাশী।
অভিমান ভুলে' আজ চক্ষুসুখে ভাসি॥

বড়ই হয়েছে ইচ্ছা লিখি দুই-ছত্র।
আন রে লেখনী লিখি গুরুদেবে পত্র॥
আকৃতি-প্রকৃতি মিষ্ট, সত্যই আমার ইষ্ট,
অভীষ্ট হইল পূর্ণ কৃপায় যাঁহার।
করিতে প্রণাম তাঁরে ডাকি একবার॥

মনোমাঝে ভিড় বেঁধে আরো কত মুখ।
উপাসী আঁখিরে আজ করিছে উৎসুক॥
ছুটে গিয়ে ইচ্ছে করে, দেখে আসি ঘরে ঘরে,
কি করিছে পাঁচুমিত্র-আদি প্রিয়জন।
উদার বিরাট্‌কায় দত্ত হরিধন॥

সারা বঙ্গবাসি নাও প্রেম-উপহার।
নিঃস্বার্থ স্নেহের ঋণ নহে শুধিবার ॥
পীড়াক্লিষ্ট দৃষ্টিহীন, জীবনের আশা ক্ষীণ,
সে ব্যথায় সমব্যথা জানাইলে যবে।
শয্যায় শুইয়া শুনে' কেঁদেছি নীরবে ॥

মঙ্গলের ধারা ঢাল মঙ্গল-আলয়।
এক দিন ধরা হ'তে শোক হোক্ লয় ॥
আমার হৃদয়সুরে, আজ বিশ্ব যাক্ পূরে,
হাঁসিছে আমার মাতা দারা পুত্র ভাই।
সৃষ্টি জুড়ে' হাঁসিবৃষ্টি আজ আমি চাই ॥

পরিশিষ্ট।

উদ্দেশ-বিবৃতি।

পরিশিষ্ট।

উদ্দেশ-বিবৃতি।

[পৃ৽ = পৃষ্ঠা ; পং = পংক্তি]

অক্ষয়, অক্ষয়কুমার— ষ্টার থিয়েটারের সুদক্ষ অভিনেতা অক্ষয়কালী কুমার ;— গ্রন্থকারের বিশেষ স্নেহভাজন। ২৭০ পৃ৹, ২পং ; ৪০পৃ৹, ৯পং।

অবিনাশ—বাগ্‌বাজার-নিবাসী ৺অবিনাশচন্দ্র কর ;— 'ন্যাশানাল্ থিয়েটার' স্থাপনের অন্যতম উদেযাক্তা। নীলদর্পণের রোগ্-সাহেবের অভিনয়ে ইঁহার স্মৃতি অদ্যাপি অমর ও অতুলনীয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষে 'গ্রেট্ ন্যাশানাল্ থিয়েটার' পুনরায় যখন 'ন্যাশানাল্ থিয়েটার' নাম পরিগ্রহ করে, তখন ইনি কিছুদিনের জন্য উহার ম্যানেজার হন। তৎকালে থিয়েটার-সম্প্রদায় লইয়া ইনি সাতমাস-কাল ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া বেহার ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের নানাস্থানে পর্য্যটন করেন এবং সেই সময়ে ইঁহারই উদ্যোগে-পরামর্শে অভিনেতাদিগকে নিয়মিত বেতনাদি দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া-আসিয়া ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার পরেই ন্যাশানাল্ থিয়েটারে কবিবর গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তৎ-প্রণীত রাবণবধ, সীতার বনবাস প্রভৃতি লোকপ্রিয় নাটকগুলির অভিনয় আরম্ভ হয়। ২৪৩ পৃ৹, ১৩ পং।

অমৃত, অমৃত মিত্র— অমৃতলাল মিত্র ;—স্বনামখ্যাত অভিনেতা ; ষ্টার থিয়েটারের

অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও বর্ত্তমান নাট্যশিক্ষক; গ্রন্থকারের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্। প্রথম যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিনয় আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ইনি গ্রেট্ ন্যাশানাল্ থিয়েটারে প্রবিষ্ট হন এবং নিজের অনুপম আবৃত্তিনৈপুণ্য ও অভিনয়ের পারিপাট্যে অচিরাৎ লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ইঁহার পিতা ৺গোপালকৃষ্ণ মিত্র বাগ্‌বাজার বসুপাড়ার প্রসিদ্ধ কাশী বসুর বাটীর দৌহিত্র-সন্তান। ৭পৃ০, ১৮পং; ২৪৪পৃ০, ১পং; ২৭০পৃ০, ২পং।

অর্দ্ধেন্দু—হাস্যরসাবতার অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে কে না জানেন? ইনি মহারাজা স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের মাতুলপুত্র। কবিবর গিরিশচন্দ্র সাধারণ-নাট্যশালা-স্থাপনের কতকটা বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং একমাত্র এই অর্দ্ধেন্দুই ন্যাশানাল্ থিয়েটারের তৎকালীন সুদক্ষ অভিনেতাদিগকে শিক্ষা-পরামর্শদানে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী, নবীন তপস্বিনীর বিজয় ও নব-নাটকের সুবোধ প্রভৃতি প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভূমিকা গ্রন্থকার ইঁহারই নিকটে শিক্ষা করেন। ২৪০পৃ০, ১২পং।

অসি—শ্রীমান্ অসিভূষণ বসু;—গ্রন্থকারের ৪র্থ ও সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র। ২৬৮পৃ০, ১৭পং।

অসীমকৃষ্ণ—শোভাবাজার-রাজবাটীর কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ১৫১ পৃ০, ৯ পং।

আয়রন্-সাইড্—বারাণসীর ভূতপূর্ব্ব জজ্ Bax-Ironside। লোকনাথবাবুর চিকিৎসায় ইঁহার প্রিয়তমা পত্নী আসন্ন-মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। ইনি সেই কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার জন্য স্বর্গীয় লোকনাথ মৈত্রের সহযোগিতায় সমধিক উদ্যম-উৎসাহের সহিত পুণ্য বারাণসীক্ষেত্রে ভারতের প্রথম

হোমিওপ্যাথিক্ হস্পিট্যাল্ প্রতিষ্ঠা করেন। ৮১পৃ০, ৯পং।

উপেন—উপেন্দ্রনাথ মিত্র;—ষ্টারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা; গ্রন্থকারের অন্তরঙ্গ কার্য্যসচিব; জয়নগরের বিখ্যাত-মিত্র-বংশজ। ৭ পৃ০, ১৭ পং; ২৭০ পৃ০, ২ পং।

উপেন, দাস, নন্কু—নন্কু দেখ। ২৬৯ পৃ০, ১৪ পং।

উপেন্দ্র—শোভাবাজার-রাজবংশের কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর;—সুপ্রসিদ্ধ "হরিদাসের গুপ্তকথা" প্রকাশক। ১৫১ পৃ০, ১০ পং।

এডোয়ার্ড—হিন্দুর চক্ষে দেবভাবে পূজনীয় সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড। ৫২পৃ০, ৫পং।

কনট-কুমার—ডিউক্ অব্ কনট্;—সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অনুজ। ২১ পৃ০, ৩ পং।

'কর'-ঘরে—শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ "মেটেরিয়া মেডিকা"প্রণেতা স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস করের বাটীতে। ২৩৭ পৃ০, ৯ পং।

কর্জ্জন—ভাইকাউণ্ট কর্জ্জন;—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ভাইস্রয় ও গবর্ণর জেনেরল্ বাহাদুর। ২০ পৃ০; ১৫ পং; ৬১ পৃ০, ৩পং।

কাকা—কম্বুলিটোলা-নিবাসী খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র বসু। গ্রন্থকারের অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, সেই অবধি এই পিতৃব্যই তাঁহার পিতৃস্থানীয় হইয়া আছেন। যখন ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি (গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল্) হিন্দুকলেজের প্রতিযোগী ছিল, যে সময়ে ৺কৃষ্ণদাস পাল, ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ডব্লিউ. সি. বনার্জ্জি, চন্দ্রনাথ বসু, জাস্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গ্রন্থকারের পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় উহার একজন প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত। ইনি অদ্বিতীয় শেক্স্পীয়র-পাঠক ক্যাপ্টেন্ ডি. এল্. রিচার্ডসনের প্রিয়ছাত্র-গণের অন্যতম। 'ওরিয়েণ্টালে'র কৃতবিদ্য ছাত্রেরা যখন মহা-সমারোহে শেক্স্পীয়রের নাটক অভিনয় করিতেন, তখন সে অভিনয়ের ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও পরিচালক ছিলেন। তা ছাড়া, ইনি স্বয়ং একবার হ্যাম্লেটে প্রেতাত্মার অংশ অভি-নয়ও করেন, গ্রন্থকারের এইটুকু জানা আছে। শেক্স্পীয়র আবৃত্তি করিয়া ইনি যে প্রাণোন্মাদকর অমিয়াময় মধুর ঝঙ্কার তুলিতেন, তাহা শুনিয়া শুনিয়া শৈশবকাল হইতেই গ্রন্থকারের হৃদয়ে সেই জগৎকবির প্রতি পবিত্র প্রীতি-অনুরাগ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। ২৬৯ পৃ০, ৬পং।

কাশী—কাশীনাথ চট্টো-পাধ্যায় ;—গ্রন্থকারের প্রদত্ত আদরের নাম চারুচন্দ্র ; ষ্টারের নৃত্যগীতবাদ্যবিশারদ সুদক্ষ অভিনেতা ; গ্রন্থকারের অনুজ-প্রতিম। বেল্ দেখ। ২৭০পৃ০, ৭ পং।

কাঁদিরাজবংশধর—পাইকপাড়ার প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি 'লালাবাবু'র বংশের বর্ত্ত-মান জ্যেষ্ঠ প্রতিভূ কুমার শরৎ-চন্দ্র সিংহ বাহাদুর। মুর্শিদা-বাদের অন্তর্গত কাঁদি এই রাজ-বংশের আদিস্থান। ৫৭ পৃ০, ১৭ পং।

কিরণ—৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ;—৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। এক সময়ে গ্রেট্ ন্যাশানাল্ থিয়েটার হইতে গ্রন্থকার ও তাঁহার সঙ্গে আর কতকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। তৎকালে বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের মেঘনাদবধ নাটকা-কারে প্রথম অভিনীত হয়।

কিরণচন্দ্র তাহাতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় করিয়া সহযোগী লক্ষ্মণবেশী হরি বৈষ্ণবের সহিত জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। ২৪৩পৃং, ১৩পং।

কিশোর কিশোর—কিশোরবয়স্ক কিশোরচন্দ্র বসাক;—ষ্টার থিয়েটারের একজন অভিনেতা। ২৬১পৃং, ১পং।

কেতন—শ্রীমান্ কেতনভূষণ বসু। গ্রন্থকারের ২য় পুত্র। ২৬৮পৃং, ১৭পং।

ক্ষত্রবধূ-বিধুমুখে—গিরিশচন্দ্রের "হল্‌দিঘাট"নামক সুন্দর কবিতাটিকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—"ক্ষত্রবধূ-বিধুমুখে"। ২৪০পৃং, ৫পং।

ক্ষেতু—বাগ্‌বাজারনিবাসী ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ইনিই নায়িকার (Heroineএর) অংশ অভিনয় করিয়া অক্ষয় যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা আর্টস্কুলের একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ সুযোগ্য ছাত্র। দৃশ্যপটচিত্রণে ইনি ধর্ম্মদাসবাবুকে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিতেন। তাই গিরিশচন্দ্রের প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গগীতি"লুপ্তবেণী"তে—"কিবা ধর্ম্ম-ক্ষেত্র-স্থান"। ২৪৩ পৃং, ১২পং।

ক্ষেত্র—শ্রীমান্ ক্ষেত্রভূষণ বসু। গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠপুত্র,—Veterinary Surgeon.। ২৬৮ পৃং, ১৬পং।

'গণেশকর্ম্ম'—লেখকের কর্ম্ম। ৬১ পৃং, ১৪ পং।

গবি, গোবি—রাধাগোবিন্দ কর (Dr.R.G.Kar);—গ্রন্থকারের বাল্যবন্ধু; ন্যাশানাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা; স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস করের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্যামবাজারের আল্‌বার্ট-ভিক্টর্ হস্পিট্যাল্ ও কলিকাতা মেডিক্যাল্ স্কুল্ ইঁহারই ঐকান্তিক

উদ্যোগ-যত্নে স্থাপিত। ২৩৭পৃ০, ১৩ পং; ৭পৃ০, ১৮পং।

গিরিশ, গুরুদেব, ঘোষজা—গ্রন্থকারের নাট্য-জীবনের প্রধান পরিচালক ও শিক্ষক, নাট্যকবি ও অ্যাক্টর্-ম্যানেজার, সর্ব্বজনসুবিদিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইনি বাগ্‌বাজার বসুপাড়ার খ্যাতনামা ৺নীলকমল ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙালী অভিনেতৃবর্গের মধ্যে ইংরাজি প্রথার ভাবপূর্ণ অভিনয়ের প্রবর্ত্তন করেন। বাঙ্গালার নটকুল ও নাট্যশালা ইঁহার নিকট এজন্য চিরঋণী। ২৩৯ পৃ০, ১ পং; ২৩৮ পৃ০, ৫ পং; ২৩৮ পৃ০, ৯ পং; ২৪৪ পৃ০, ৩ পং।

গুরুদেব—গ্রন্থকারের পরমারাধ্য দীক্ষাগুরু গোবরডাঙা-গৈপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। বঙ্গের অমর নাট্যলেখক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়দেরও ইঁহারা কুলগুরু। ২৭০পৃ০, ১০পং।

গোপাল দাস—৺গোপালচন্দ্র দাস। ইনি ন্যাশানাল্ থিয়েটার স্থাপনের অন্যতম উদেযাক্তা ও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। ২৪৩পৃ০, ১২পং।

গোয়ালা গোপাল—গোপাল পূর্ব্বে বঙ্গ-রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বহুগুণান্বিত স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রিয় খানসামা ছিল। তাঁহার লোকান্তরগমনের পর সে ষ্টার থিয়েটারে নিযুক্ত হইয়া বহুদিন গ্রন্থকারের পরিচর্য্যায় ব্রতী থাকে। গোপাল এক্ষণে স্বদেশে কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ২৬১পৃ০, ১১পং।

চারু মিত্র—সদাপ্রফুল্ল সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক এলাহাবাদের (বর্ত্তমানে বিডন্ ষ্ট্রীট্-নিবাসী) বাবু চারুচন্দ্র মিত্র। ৫৮পৃ০, ৫পং।

'জলের' যোগেন—কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ওয়াটার ইন্‌স্পেক্টার যোগেন্দ্র-নাথ দাস;—"বঙ্গাধিপ-পরাজয়"-প্রণেতা ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ রেজি-ষ্ট্রার প্রতাপচন্দ্র ঘোষজ মহাশয়ের নিকট-কুটুম্ব; গ্রন্থকারের স্নেহ-ভাজন সুহৃদ্। ২৬১ পৃ°, ৭পং।

জীবন—৺জীবনচন্দ্র সেন। ন্যাশনাল্ ও ষ্টারের ইনি এক-জন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। কয়েকখানি নাটকও ইনি রচনা করেন এবং "সমর্থকোষ" নামে প্রসিদ্ধ অভিধানখানি ইনিই প্রথমে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন। ২৬১ পৃ°, ১ পং।

জ্ঞান—মিষ্টার গুপ্ত দেখ। ৫৭ পৃ°, ১২ পং।

জ্যোতি—পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫ম পুত্র, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকবি, সংস্কৃত নাটকাবলী ও বিবিধ ফরাসি গ্রন্থের প্রখ্যাত অনুবাদক জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৬পৃ°, ১৯পং।

ডাক্তার অতুল—প্রসিদ্ধ চক্ষুচিকিৎসক অতুলকৃষ্ণ বসু। ইনি গ্রন্থকারের কনিষ্ঠভ্রাতার শ্বশুর-সম্পর্কীয়। ২৬৭ পৃ°, ১২ পং।

ডাক্তার-কর—ডাক্তার আর্. জি. কর। গবি দেখ। ২৬৭পৃ°, ১৬ পং।

ডাক্তার কেদার—ঢাকা নবাবপরিবারের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক ৺কেদারনাথ ঘোষ। গ্রন্থকারকে ইনি ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। ২৬২পৃ°, ৯পং।

ডালি—ডালিয়া বা সাবিত্রী। গ্রন্থকারের পৌত্রী,—জ্যেষ্ঠপুত্রের শিশুকন্যা। ২৬৯ পৃ°, ৩ পং।

তবে বঙ্গে নাট্যশালা ইত্যাদি—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার জোড়াসাঁকো ৺মধুসূদন সাণ্ডেল মহাশয়ের বাটীর (অধুনা মল্লিক-মহাশয়-দিগের ঘড়িওয়ালা-বাড়ীর) প্রশস্ত

প্রাঙ্গণে বঙ্গের প্রথম-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশানাল্ থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটক অভিনীত হয়। ২৪২পৃ০, ৬ পং।

তারণ—স্বনামধন্য অপেরা-মাষ্টার রামতারণ সান্যাল। ইনি ফরিদপুরের অন্তর্গত খাল্‌কুলার জমিদার-বংশজ, — গ্রন্থকারের অনুজপ্রতিম। ২৭০পৃ০, ২পং।

দত্ত হরিধন—হরিধন দত্ত ;—জোড়াসাঁকোর স্বর্গীয় শিবকৃষ্ণ দাঁ মহাশয়ের ভাগিনেয় ; ক্লাইব ষ্ট্রীটের বিখ্যাত হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট রামচন্দ্র দত্ত কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী এবং গ্রন্থকার ও ষ্টার থিয়েটার কোম্পানীর পরম বন্ধু। ২৭০ পৃ০, ১৮ পং।

দাশু—দাশুচরণ নিয়োগী ;—ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও ষ্টেজ্‌শিল্পী,—গ্রন্থকারের পুত্রতুল্য স্নেহভাজন। ধর্ম্মদাস দেখ। ২৭০ পৃ০, ২ পং।

দাস, উপেন, নন্‌কু—নন্‌কু দেখ। ২৬৯পৃ০, ১৪পং।

দীঘাপতি—দীঘাপতি-রাজ রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর। ৫৮পৃ০, ২পং।

'দীনো'—ষ্টারের নিযুক্ত, ম্যানেজারের নিজ-ভৃত্য,—গ্রন্থকারের নিত্য আদর ও তিরস্কারের পাত্র। ২৫২পৃ০, ১০পং।

দুর্গাগতি—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর পরম আতিথেয় মিষ্টভাষী স্বর্গীয় দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লী-দরবারের সময় ইনি জীবিত ছিলেন। ৫৮পৃ০, ১পং।

দেবেন—দেবেন্দ্রনাথ দাস ;—ষ্টার থিয়েটারের প্রধান চিত্রকর। ২৬০পৃ০, ১৩পং।

দেবেন্দ্রমন্দির—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহ। ৫১পৃ০, ৫পং।

'দ্বিজেন—মেও হস্পিট্যালের আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন্ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র M. B.। ৮৩পৃ০,৩পং।

দ্বিজেন্দ্র রাজেন্দ্র—ভাওয়ালাধিপতি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর। ৩০পৃং, ৬পং।

ধর্ম্মদাস—খ্যাতনামা ষ্টেজ্-শিল্পী ধর্ম্মদাস সুর। যে কয়-জনের ঐকান্তিক যত্নে ও উদ্যোগে বঙ্গে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইনি তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী। কখন করাত, কখন বা তূলিকা হস্তে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বাঙ্-লার সেই ক্ষুদ্র প্রথম রঙ্গমঞ্চটি ইনিই প্রস্তুত করেন। ষ্টেজ্‌নির্ম্মা-ণাদির অবকাশ করিয়া দিবার জন্য গ্রন্থকারকে দিবসে ইঁহার হইয়া স্কুল্‌মাষ্টারি করিতে হইত; আবার রাত্রেও তিনি রিহার্শা-লের পর জোড়াসাঁকোয় যাইয়া যথাসাধ্য ধর্ম্মদাসবাবুকে সহা-য়তা করিতেন। যেখানে এখন মিনার্ভা-থিয়েটার-বাটী দণ্ডায়-মান, পূর্ব্বে সেখানে গ্রেট্-ন্যাশা-নাল্-থিয়েটার-বাটী বিদ্যমান ছিল। সেই বাটী ও তৎসংলগ্ন রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতির রচনাপদ্ধতি ধর্ম্মদাস বাবুরই উদ্ভাবনী শক্তির ফল। ষ্টার থিয়েটারের হাতি-বাগানস্থ নূতন বাটী নির্ম্মিত হই-বার সময়েও ইনি ইঞ্জিনীয়ার যোগীন্দ্রনাথ মিত্র ও উক্ত থিয়ে-টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ভাগিনেয় দাশুবাবুকে নাট্য-গৃহের শোভাসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-বিধানকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ২৪২ পৃং, ১৬ পং; ২৪৩পৃং, ১১পং।

নগেন—বাগ্‌বাজারনিবাসী Versatile actor ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হাস্য-করুণ প্রভৃতি নানা রসেরই অভিনয়ে ইনি নটকুলের শীর্ষস্থানীয় এবং নাট্যশিক্ষাসম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রধান সহকারী ছিলেন। সাধা-রণ নাট্যশালার প্রথম অপেরা "সতী কি কলঙ্কিনী" ইঁহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইঁহার ও ইঁহার ভ্রাতৃগণের ঐকান্তিক

উদ্যোগ-যত্ন না থাকিলে, সে সময়ে বঙ্গে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইতে পারিত কি না, সন্দেহ। পূর্ণিয়ার সিভিল্‌সার্জ্জন্ লেফ্‌ট্‌-নাণ্ট কর্ণেল্ এইচ. সি. ব্যানার্জ্জি ইঁহার অনুজ। থিয়েটারে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যোগদান না করিলেও, দেশের এই গৌরবজনক কার্য্যের প্রতি কর্ণেল্-মহাশয়ের যথেষ্ট আদর-অনুরাগ দেখা যাইত। এই পরিবারের সহিত আজ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের স্নেহসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণই আছে। ২৪০ পৃং, ১১ পং।

নগেন জামাই—শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ দে;—গ্রন্থকারের জামাতা। ন্যাশানাল্ ম্যাগাজিনের স্বত্বাধিকারী খ্যাতনামা কালীপ্রসন্ন দের ভ্রাতুষ্পুত্র। ২৬৯পৃং, ১৬ পং।

নটনাথ—মহাদেবের লিঙ্গ-মূর্ত্তি,—ষ্টারের প্রতিষ্ঠিত; রঙ্গ-ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৩৫ পৃং, ৪পং; ২৬২ পৃং, ১৬ পং।

নড়াল—নড়ালের রায়-বংশ। ৫৭পৃং, ১৮পং।

ননি, ননী—ননীলাল মল্লিক;—গোপীনগরের প্রসিদ্ধ-বসুমল্লিক-বংশজ; গ্রন্থকারের শ্যালক-সম্পর্কীয়। ২৬৯ পৃং, ১৭ পং; ৭ পৃং, ৫ পং।

নন্‌কু, উপেন, দাস—শ্রীমান্ নন্দভূষণ, উপেন্দ্রভূষণ ও ভুজেন্দ্রভূষণ;—গ্রন্থকারের স্নেহ-ভাজন পিতৃব্যপুত্র ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর পুত্রত্রয়। ২৬৯পৃং,১৪পং।

নন্তি—শ্রীমান্ ললিতমোহন বসু;—গ্রন্থকারের কল্যাণভাজন সহোদর। ২৬৯পৃং, ১৬পং।

নবকৃষ্ণ-বংশধরগণ—শোভাবাজার-রাজবংশের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি। ৫৮পৃং, ২পং।

নবীন-হেমের—কবিবর নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের। ২৩৯পৃং, ১৮পং।

নাটোর—নাটোরের রাজ-বংশ। ৫৭পৃং, ১৮পং।

পঞ্চ রঙ্গালয়—বাঙালীর বর্ত্তমান পাঁচটি থিয়েটার-বাটীর নাম—(১) ষ্টার, (২) বেঙ্গল, (৩) বীণা, (৪) এমারেল্ড, (৫) মিনার্ভা। ২৪২পৃং, ৮পং।

পশুপতি—বাগ্‌বাজারের রায় পশুপতিনাথ বসু। ২৮পৃং, ১১পং; ৫৮পৃং, ১পং।

পাঁচকড়ি মিত্র, পাঁচু মিত্র—সিমুলীয়ার স্বর্গীয় কুঞ্জলাল মিত্রের বাটীর পাঁচকড়ি মিত্র;—প্রসিদ্ধ কন্‌ট্র্যাক্টার; গ্রন্থকারের পরম প্রীতিভাজন সুহৃদ্। ২৬১ পৃং, ৭ পং; ২৭০ পৃং, ১৭ পং।

প্যারী বিপ্রসুত—৺প্যারীচরণ শর্ম্মা;—ইনি কিছুদিন ষ্টারে অভিনেতৃরূপে নিযুক্ত থাকিয়া অকালে কালকবলিত হন। ২৬১পৃং, ৩পং।

প্রকাশ—বহুবাজারের প্রসিদ্ধ দত্তবংশের প্রকাশচন্দ্র দত্ত। ২৭পৃং, ৩পং।

প্রমথ মিত্র—রায় প্রমথনাথ মিত্র;—শ্যামবাজারের স্বর্গীয় রায় মোহনলাল মিত্রের আত্মজ। ২৭পৃং, ১১পং।

ফ'টে-শালা—শ্রীমান্ স্ফটিক বা সত্যেন্দ্রনাথ দে;—গ্রন্থকারের কুমারবয়স্ক ১ম দৌহিত্র। ২৬৯ পৃং, ৫ পং।

বনবিহারী—রাজা বনবিহারী কাপূর সাহেব C. S. I. —বর্দ্ধমান। ৫৭পৃং, ১৮পং।

বসুজ নবীন—নবীনবয়স্ক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। ১৫২পৃং, ৬পং।

বিনি, বিনোদিনী—নাট্যজীবন হইতে গৃহীতাবসরা স্বনামপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। বঙ্গীয় অভিনেত্রীদিগের মধ্যে ইঁহার মত ললিতকলার মাধুর্য্যে মগ্ন হইবার বা আপনার অভিনেয় ভূমিকার সহিত তন্ময় হইবার শক্তি সচরাচর দেখা যায় না। ২৫৮ পৃং, ৬পং; ২৪০ পৃং, ১ পং; ২৩৯ পৃং, ৫ পং।

বিষ্ণু—বিষ্ণুচন্দ্র দে;—ইন্দ্রজালবিদ্যায় পটু; ষ্টারের ভূত-

পূর্ব্ব অভিনেতা; শ্যামপুকুরের প্রসিদ্ধ ৺'মহেন্দ্র' উকিলের ভ্রাতুষ্পুত্র। ২৬০পৃ০, ১৫ ও ১৮পং।

বীণা—শ্রীমতী বীণাভূষণা;—গ্রন্থকারের কনিষ্ঠা কুমারী কন্যা। ২৬৮পৃ০, ১৮পং।

বেণী—বহুবাজারের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের বেণীমাধব দত্ত;—"রেইস্ ও রাইয়ৎ"এর বর্ত্তমান সম্পাদক প্রসিদ্ধ যোগেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ২৭পৃ০, ৩পং।

বেল্—বাগ্‌বাজারের খ্যাতনামা স্বর্গীয় দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বংশসম্ভূত ন্যাশানাল্ থিয়েটার স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। নাট্যজগতে ইনি'বেল্‌বাবু' বা 'কাপ্তেন্ বেল্' নামে খ্যাত ছিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ,উভয়বিধ ভূমিকাই ইনি অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেন। Low Comic ও Clown partএর অভিনয়ে ইনি সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধুনা শ্রীমান্ কাশীনাথকে ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলা যাইতে পারে। ২৪৩ পৃ০, ১১পং।

'ভুনিবাবু'—বাল্যসুহৃৎ, পরিবারস্থ গুরুগণ ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গ্রন্থকারের স্নেহ-আদরের ডাকনাম। বঙ্গে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা সে সময়ে যে কয়জনের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়, ম'য়ে উঠিয়া প্ল্যাকার্ড-মারার মত ব্যাপারেও আত্মসম্মানের হানি হইবে বলিয়া তাঁহাদের কাহারও মনে হইত না; বরঞ্চ চাঁদা-আদায়ের জন্য যাচকবৃত্তি-অবলম্বনের অপেক্ষা স্বহস্তে মজুরি করাকে তাঁহারা অধিকতর মর্য্যাদা ও গৌরবের বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। ২৪৩পৃ০, ২পং।

ভুবন-ভবন—বাগ্‌বাজারের স্বর্গীয় রসিক নিয়োগী মহাশয়ের পৌত্র ভুবনমোহন নিয়োগী নিজব্যয়ে গ্রেট-ন্যাশানাল্-থিয়েটার-বাটী নির্ম্মাণ করান। পিতামহের নামে প্রসিদ্ধ গঙ্গার ঘাটের

উপরেই ইঁহাদের বৈঠকখানা-বাড়ী ছিল। সেইখানেই ইঁহার সাহায্যে প্রথম সাধারণ থিয়েটারের রিহার্শাল্ হইত। ২৪৩পৃ০, ১৫পং।

মণি নন্দী—কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। ৫৭পৃ০, ১৯পং।

মতি—প্রসিদ্ধ Versatile actor এবং ন্যাশানাল্ থিয়েটার স্থাপনে উদ্যোগিগণের অন্যতম ৺মতিলাল সুর। ২৪৩পৃ০, ১১পং।

"মদনমোহন"—বাগ্‌বাজারের প্রসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন। ইঁহার শ্রীমন্দিরের নিকটেই গ্রন্থকারের পৈতৃক বসত্‌বাটী। মদনমোহনের হৈমন্তিক রাস সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ২৪৬পৃ০, ১৪পং।

মন্মথ মিত্র—কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর;—স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র। ২৮পৃ০, ৯পং।

মল্লিক, হেমচন্দ্র—তালতলানিবাসী গোপীনগরের প্রসিদ্ধ-বসুমল্লিক-বংশীয় হেমচন্দ্র মল্লিক;—শালিখা হুগলি-ডকের স্বত্বাধিকারী। ২৮পৃ০, ১৩পং; ২৭পৃ০, ৩পং।

মহেন্দ্র (বসু)—ন্যাশানাল্ থিয়েটার স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, হতাশ প্রেমিকের ভূমিকায় অদ্বিতীয়, স্বনামখ্যাত অভিনেতা ৺মহেন্দ্রলাল বসু। ইঁহার পিতা ৺ ব্রজলাল বসু স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নিকট-ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ছিলেন। ২৪৩পৃ০, ১২পং।

মহেন্দ্র (চৌধুরী)—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী;—ষ্টারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা; গ্রন্থকারের বিশেষ স্নেহপাত্র। ইঁহারাই ডায়মণ্ড হার্‌বারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বরের জমিদার। গ্রন্থকারের বহুযত্নসঙ্কলিত দুর্লভ গ্রন্থাবলীর তত্ত্বাবধানভার ইঁহার

উপরে ন্যস্ত। নাট্যশালায় ইঁহার প্রচলিত নাম—"মাষ্টারমশায়"। ২৬০পৃ০, ১৯পং; ২৭০পৃ০, ৩পং।

মাধু—স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস করের ২য় পুত্র রাধামাধব কর;—লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন অভিনেতৃগণের অন্যতম। 'সধবার একাদশী'তে ইঁহার 'রামমাণিক্য' অতুলনীয়। ২৩৭ পৃ০, ১২পং।

মামীমা—বর্ত্তমান কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুলানী প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গগতা মহারাণী স্বর্ণময়ী M. I. O C. I.। ৫৭পৃ০, ১৯পং।

মিষ্টার গুপ্ত, জ্ঞান—ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত I. C. S.। ৫৬পৃ০, ১৫ পং; ৫৭পৃ০, ১২পং।

মুক্তাগাছা-রাজঘর—ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছার আচার্য্য-চৌধুরী-বংশ। ৫৭ পৃ০, ১৭পং।

মৃণালভূষণ—শ্রীমতী মৃণালভূষণা;—গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ২৬৮পৃ০, ১৮পং।

যদু—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য;—আদি ন্যাশানাল্ থিয়েটারের একজন উদ্যমশীল অভিনেতা। ২৪৩পৃ০, ১৩পং।

যোগী, যোগী মিত্র—যোগেন্দ্রনাথ মিত্র;—গ্রন্থকারের বাল্যবন্ধু; ন্যাশানাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী; ষ্টার-থিয়েটার-বাটী-নির্ম্মাণের ইঞ্জিনীয়ার। ২৩৭পৃ০, ১২পং; ৭পৃ০, ১৭পং।

রবি—কোকিল-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;—প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৮ম পুত্র। ৫পৃ০, ১৪পং; ২৬পৃ০, ৯পং।

রাজকৃষ্ণ—কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়। এই সময়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত বীণা থিয়েটার ত্যাগ করিয়া ইনি ষ্টার থিয়েটারের নাটকলেখক নিযুক্ত হন। মুখে মুখে রচনা করিয়া গল্প বলিবার

শক্তি ইঁহার অসাধারণ ছিল। ২৬০পৃ০, ৩পং।

রাজকৃষ্ণ শেষবাতি—স্বর্গীয় মহারাজা রাজকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে শেষ জীবিত পুত্র। ২০১পৃ০, ১৮পং।

রাজেন্দ্র-তনয়—খ্যাতনামা সব্‌জজ্‌ আহিরীটোলা-নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ বসুর আত্মজ। ১৫১পৃ০, ১২ পং।

শরৎচন্দ্র—পাইকপাড়া-রাজবংশীয় কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুর। কাঁদিরাজবংশধর দেখ। ২৬পৃ০, ১৭পং।

শশী—শ্রীমান্‌ শশিভূষণ বসু;—গ্রন্থকারের ৩য় পুত্র। ২৬৮পৃ০, ১৭পং।

শিবানী—গ্রন্থকারের ২য়া পুত্রবধূ। ২৬৯পৃ০, ১পং।

শিবু—৺শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রথম নীলদর্পণের অভিনয়ে ইনিই দেওয়ান গোপীনাথের [illegible]

তাঁহার বৃদ্ধ কর্ত্তার ভূমিকা-সকল ইনি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেন। ২৪৩ পৃ০, ৯ পং।

সত্য—শ্রীমান্‌ সত্যচরণ দে;—গ্রন্থকারের ভাগিনেয়। ২৬৯পৃ০, ১৭পং।

সরল—সিমুলীয়ার স্বর্গীয় দয়ালচাঁদ মিত্রের বংশীয় সরলচাঁদ মিত্র। ২৭পৃ০, ১১পং।

সাণ্ডেল-দালানে—জোড়াসাঁকো ৺মধুসূদন সাণ্ডেল মহাশয়ের বাটীর পূজার দালানে। ২৪২পৃ০, ১৪পং।

সুরেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্‌ স্কলার সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র M. A.। ৮২পৃ০, ৩পং।

সুরেশ সমাজপতি—স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের দৌহিত্র; "সাহিত্য"পত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক; গ্রন্থকারের স্নেহভাজন সুহৃদ। ২৭পৃ০, ৭পং।

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হুগলিনিবাসী স্বর্গীয় হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্রী। বাঙ্‌লাভাষার ১ম নাটক ভদ্রার্জ্জুন ৺তারাচরণ শিকদারের প্রণীত,—আর দ্বিতীয় নাটক সুশীলা-বীরসিংহ (মার্চেণ্ট অব্ ভেনিসের অনুবাদ) এই হরচন্দ্র ঘোষের রচিত। ২৬৯ পৃ০, ৪ পং।

স্যাণ্ডার্স-সাহেব—সুবিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার স্যাণ্ডার্স। ইনি গ্রন্থকারের চক্ষু অস্ত্র করেন। ২৬৭পৃ০, ১২পং।

হরি—ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও বিষয়-কর্ম্মাদির তত্ত্বাবধায়ক হরি-প্রসাদ বসু। ইনি গ্রন্থকারের পরম স্নেহভাজন সুহৃদ্। ইঁহারই বিশেষ উৎসাহ-উত্তেজনায় বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারিগণ ষ্টার-থিয়েটার-বাটী ক্রয় করিয়া স্বত্বাধিকারিত্বের গুরু দায়িত্বভার স্কন্ধে লইতে সাহসী হন। ইঁহারা জয়নগর মজিলপুরের সংলগ্ন দুর্গাপুরের বসুবংশজ। গ্রন্থ-কারের পীড়ার সময় হইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীর আদর-আপ্যায়নে ইনি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ২৫৭পৃ০, ২০পং; ২৬০পৃ০, ৫পং; ২৬২পৃ০, ১০পং; ২৭০পৃ০, ১পং।

হারাণ—প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত। ৬০পৃ০, ১৬পং।

হাল্‌দার—কালীঘাটের প্রসিদ্ধ-হাল্‌দার-বংশীয় বন্ধুগণ। ২৪৬পৃ০, ৫পং।

হেমচন্দ্র—মল্লিক দেখ। ২৭পৃ০, ৩পং।